মর্ত্ত্যে পারিজাত।

শ্রীহরচন্দ্র ভৌমিক বিরচিত।

কলিকাতা

২৬ নং স্কট্স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সংবৎ ১৯৫০।

উৎসর্গ পত্র।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্তাগ্রজ হেমচন্দ্র ভৌমিক।

মহাশয় শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

বাল্যকালাবধি আপনি আমার প্রতি যে স্নেহ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, যথোচিত ভক্তি প্রদর্শিত না হইলেও আপনার সেই অকৃত্রিম স্নেহ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। গন্ধবিহীন হইলেও, আমার শ্রদ্ধাদত্ত উপহার আপনি অবহেলা করিবেন না সাহসে, এই পারিজাত আপনার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিলাম।

সেবক

শ্রীহরচন্দ্র দেবশর্ম্মণ।

বিজ্ঞাপন।

কাব্যকাননে কবিকুলচূড়ামণি কালিদাসের উৎপাদিত কুসুমসুবাস যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে পবিত্র করে নাই, তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত না হওয়াই ভাল; সেই কালিদাসের গুণকীর্ত্তন এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হইলেও আমি নিজকে কৃতার্থ মনে করিব।

১৩০১ সাল, পাবনা। } শ্রীহরচন্দ্র শর্ম্ম ভৌমিক, উকিল।

মর্ত্ত্যে পারিজাত।

প্রথম সর্গ।

শিবালয়ে।

সার্দ্ধ ঊনবিংশতি শত বর্ষ পূর্ব্বে একদা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে চতুর্থ যামের শেষভাগে বিভাবরী ঘোর অন্ধকারময়ী, জীবলোক গভীর নিদ্রায় অভিভূত, প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা সর্ব্বত্র বিরাজমান; ক্রমশঃ যামিনীমুখ বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

দীর্ঘকাল যামিনীর অনুসরণে দিনমণির নয়ন অরুণ বর্ণ। তিনি পূর্ব্বদিকে বিটপিচয়ের অন্তরাল হইতে চুপি চুপি চন্দ্র-প্রিয়ার প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছেন। পতিবিরহবিধুরা শর্ব্বরী-সতী ভয়বিহ্বলহৃদয়ে বিপরীত দিকে দ্রুতপদে পাতাল প্রবেশ করিতেছেন। বিহঙ্গকুল এ অত্যাচার নিবারণ জন্য কোলাহলরবে সংসারের শান্তিভঙ্গ ও জীব-জগৎ জাগরিত করিয়া তুলিল। এ

দৃশ্যে নিজকে অপবিত্র মনে করিয়া জনগণ রাম! রাম! দুর্গা! দুর্গা! বলিতে বলিতে শয্যাত্যাগ, এবং ব্রাহ্মণগণ গঙ্গার পবিত্র সলিলে স্নাত হইয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

যামিনীর পাতাল প্রস্থানসময়ে পুণ্যভূমি বারাণসীতে একটী প্রশস্ত সুরম্য ত্রিতল অট্টালিকামধ্যে পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট এক শ্বেতকেশ শ্বেতশ্মশ্রু বিরাটমূর্ত্তি গৌরাঙ্গ পুরুষ যোগমায়া! যোগমায়া! ঈষৎ উচ্চৈঃস্বরে, যোগমায়া! বলিয়া ডাকিলেন।

তালবৃন্ত হস্তে একটী যুবতী অদূরবর্ত্তী পর্য্যঙ্কের নিকটস্থ হইয়া মা! মা! বলিতে বলিতে মশারি-দ্বার উদ্ঘাটিত করিল। ঐ পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ান একটী পরম সুন্দরী প্রৌঢ়া রমণী, তাঁহার দক্ষিণ বাহুমূল শিরোধানে স্থাপিত; তিনি ঐ করে কপোল বিন্যাস এবং বামকরে অঞ্চল ধারণ পূর্ব্বক, চক্ষু মুছিতেছেন। নদী শুষ্ক হইয়া গেলেও দীর্ঘকাল তাহার চিহ্ন থাকিয়া যায়। এ রমণীরও যৌবন-স্রোত বিলোপ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সকল সৌন্দর্য্য তাহার সঙ্গে সঙ্গে লয় প্রাপ্ত হয় নাই। এতকাল পরেও তাঁহার অলোকসামান্য রূপলাবণ্যের অনেক চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছিল।

তিনি সুমধুরস্বরে বলিলেন নাথ! আমি বড় সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, এমন সময় আমায় ডাকিয়া চেতন করায় চরম সুখ অনুভব করিতে পারিলাম না, আমায় কেন ডাকিতেছিলেন?

সে পরে হইবে, তোমার সুখের কথাটাই আগে শুনি।

সত্যই শুনিবেন, এমন সুখের সময় আমার জীবনে আর কখন হয় নাই।

তোমার মুখবন্ধ যে প্রকার, তাতে না জানি তোমার স্বপ্নে

কতই কি আছে! তবে বল তোমার সুখের কথা শুনিয়া আমিও সুখী হই।

তবে শুনুন, আমি এক জটাবল্কলধারিণী যোগিনীর সহিত একটী পরম রমণীয় নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম।

সঙ্গিনী বলিলেন, "দেবাদিদেব মহাদেব, পাপিগণের উদ্ধার নিমিত্ত এই মহানগরী স্থাপন করেন, এবং সেই বিশ্বেশ্বর স্বয়ং এস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার আদেশানুসারে পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃতিবশতঃ এই পুণ্যতীর্থে যাঁহার জীবনান্ত হয়, তিনি মুক্তিলাভ করিয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হন।"

"শিবসিমন্তিনী সুরধুনী পতিত উদ্ধারের জন্য চঞ্চলগতিতে চলিতে চলিতে এই মহাতীর্থে স্বামীসন্নিধানবশতঃ লজ্জায় গতির-পরিবর্ত্তন ও মন্দগতি ধারণপূর্ব্বক, সেই গঙ্গাধরকে আলিঙ্গন করিবার অভিপ্রায়ে, নগরীকে স্পর্শ করিয়াছেন। এই যে সুরম্য ঘাট দেখিতেছ, ইহাতে পুরাকালে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদিত হওয়ায়, ইহার নাম "দশাশ্বমেধ ঘাট" হইয়াছে। এই সুচারু সোপান পরিশোভিত, পবিত্রসলিলা গঙ্গার অপর ঘাটটীর নাম "মণিকর্ণিকা"। এই স্থানে স্নান করিলে জনগণ কলুষমুক্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করে।

"ঐ দেখ, কত সহস্র লোক মাতর্গঙ্গে! পতিতপাবনি! বলিয়া পবিত্র সলিলে স্নান ও গঙ্গাজলে পিতৃলোকের তর্পণ করিতেছেন। কত শত দ্বিজ সুমধুররবে বেদগান করিতেছেন। এমন অপরূপ দৃশ্য এ জগতে আর কোথাও নাই। যুগপৎ চক্ষু-কর্ণের তৃপ্তিসাধন এমন আর কিছুতেই হয় না।"

আবার দেখি, আপনার সহিত সেই সুরধুনীর পবিত্র সলিলে

মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিতেছি, এমন সময়ে মন্দাকিনী উজান বহিয়া ক্রমে আপনাকে ঊর্দ্ধদিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিলেন দেখিয়া, আমি ব্যস্ততার সহিত বলিলাম নাথ! আমাকে সঙ্গে লইয়া জান, বলিযাই আপনার চরণযুগল ধারণ করিলাম। পতিতপাবনী এই অবস্থায় আমাকেও লইয়া চলিলেন, আমাদের কোনই আয়াস পাইতে হইল না. আনন্দস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিতে ভাসিতে চিরানন্দসাগরে চলিয়া যাইতে লাগিলাম। আহা! সে যে কি সুখ অনুভব করিতেছিলাম, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি নাই! কতদূর গমন করিলে গগণমণ্ডল সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় হই—এই বলিতে বলিতে সেই অপরিস্ফুট শব্দটী, তাঁহার ওষ্ঠাধরের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল, নয়নযুগল অশ্রুজলে পূরিল, কণ্ঠধ্বনি অবরুদ্ধ হইল।

স্বামী অতি বিস্ময়ের সহিত বলিলেন কি আশ্চর্য্য! তবে কি তাহাই হইবে! তুমি আমার অনুগামিনী হইবে? আর না হইবেই বা কেন, তোমার মত পতিপ্রাণা রমণী যদি পতির অনুসরণ না করে, তবে সতীত্বধর্ম্ম, লোকে কেমন করিয়া বুঝিতে পারিবে? প্রিয়ে! আমার এ দেহ পরিত্যাগের সময় অতি নিকট হইয়াছে, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াই তোমাকে বলিবার নিমিত্ত ডাকিতেছিলাম, আমি এখনই সেই মণিকর্ণিকার ঘাটে যাত্রা করিব।

আশীর্ব্বাদ করি তোমার স্বপ্ন সফল হউক; সেই শিবসিমন্তিনী তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, তবে তুমি আমার অনুগমন কর।

নাথ! আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই তোমার শ্রীচরণ! অন্তিম-

সময়ে তোমার শ্রীচরণতরিতে আমায় আশ্রয় প্রদান এবং তুমি যদি আমার ভবসাগর পারের কাণ্ডারী হও, তবে আমি অনায়াসে সে দুস্তর পারাবার পার হইতে পারি।

এমন সময়ে একটী অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক ঐ স্থানে উপনীত এবং উভয়কে প্রণিপাতপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। বৃদ্ধের আকৃতির সহিত ঐ যুবকের আকারের অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য আছে। তাঁহার তরুণ বপুঃ অতি বিকাশিত অথচ পরমরমণীয়, গৌরবর্ণ, চক্ষু উজ্জ্বল, বিশাল বক্ষঃস্থল, শোভন প্রশস্ত ললাট, শরীর ও বাহুযুগলের গঠন দেখিলে, অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন বোধ হয়, তথাপি কর্কশতাশূন্য, অত্যন্ত কমনীয়তাব্যঞ্জক সৌন্দর্য্যপরিপূরিত। চক্ষু হইতে ভ্রূযুগল অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হইলে মানব যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়ী হয়, তবে এই যুবক তৎপ্রকৃতিবিশিষ্ট। অসাধারণশক্তিসম্পন্ন মানব সাধারণতঃ যেমন গম্ভীর ও শান্তদর্শন হয়, ইহাঁকেও তেমনি দেখা গেল।

যুবক বলিলেন, পিতঃ! আপনি গঙ্গাতীরস্থ হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এ কথা কি সত্য?

হাঁ, আমার সময় অতি নিকট, সুতরাং গঙ্গাযাত্রা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তুমি ভৃত্যবর্গসহ প্রস্তুত হইয়া আমাদিগকে মণিকর্ণিকার ঘাটে লইয়া চল।

আপনাদিগকে? সেই অর্দ্ধশায়িতা রমণী বলিলেন, বৎস! আমিও মহারাজের অনুসরণ করিব, আমারও জীবনান্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।

তবে আপনারা উভয়েই এক সঙ্গে আমাকে পরিত্যাগ

করিতেছেন। অদ্য হইতে এ সংসারে আমার, আমার বলিতে কেহ থাকিবে না।

যুবার মুখ বিষর্ণ হইল, নয়নদ্বয় ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, কপাল ঘর্ম্মাক্ত হইল।

বৃদ্ধ কহিলেন, বাছা বিক্রম! কোন আক্ষেপ করিও না, তাহাতে যে কেবল তোমার অনিষ্ট হইবে এমন নহে, আমাদের পরকালের অপকার হইবে।

আমি আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে চলিলাম বলিয়া যুবক প্রস্থান করিল।

ক্ষণকাল পরে সঙ্কীর্ত্তন বেদধ্বনি প্রভৃতি নানাপ্রকার সমারোহের সহিত সকলেই পদব্রজে মণিকর্ণিকার ঘাটে গমন করিলেন।

এই সময়ে দিনকর, প্রাতঃসমীরণ বিকম্পিত তরুরাজির শিরোপরি, মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক অবোলোকন করিলেন, চন্দ্রপ্রিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গিয়াছেন এবং মনুষ্যাদি জীবগণ তাঁহার কার্য্য পরিদর্শন করিতেছে। তখন তিনি নৈরাশ্য এবং লজ্জায় বিবর্ণ হইলেন। জীবগণের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে জ্বালাইতে আরম্ভ করিলেন, পরে লজ্জায় নিকটস্থ একখানি মেঘের অন্তরালে লুকাইলেন; শরীর হইতে ঘর্ম্ম, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির ন্যায়, পতিত হইতে লাগিল। অসৎ কার্য্যের চেষ্টা করিলেও পরিণাম ফল এই প্রকার হইয়া থাকে।

সেই মুক্তিইচ্ছু দম্পতী নাভিগঙ্গায় দণ্ডায়মান হইয়া শিব! শিব! বিশ্বেশ্বর! গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম!—তারক ব্রহ্ম! বলিতেছেন ও চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাদিগের পবিত্র অঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে।

ঐ দেখ! কি অদ্ভুত! এই দেখিতে দেখিতে উভয়ের ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দিঙ্মণ্ডল আলোকিতকরতঃ আকাশমার্গে উত্থিত হইতে লাগিল; কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়াই সেই আলোকমধ্য হইতে, যুগল মানবরূপ সম্মুখস্থ এক অপরূপ দিব্যযানে আরোহণপূর্ব্বক চলিতে চলিতে অনন্ত আকাশে বিলীন হইয়া গেল। অসংখ্য দর্শকবৃন্দ এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে জয় শিব শঙ্কর! রবে গগণভেদ করিতে লাগিল!!
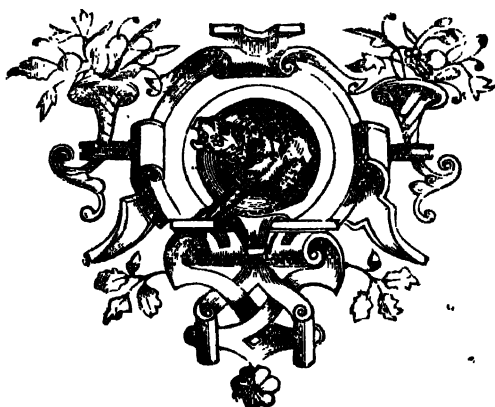
দ্বিতীয় সর্গ।

রাজভবনে।

মালবরাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনী নগরী পরম রমণীয় স্থান। শিপ্রা নাম্নী একটী ক্ষুদ্র কল্লোলিনী কুল্ কুল্ স্বরে গাইতে গাইতে, হেলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, চলিয়া যাইতে, পথে উজ্জয়িনী সখীকে আলিঙ্গন করিয়াছে। উজ্জয়িনী মৃণ্ময়ী, পাছে শিপ্রার স্নেহভরা অঙ্গস্পর্শে, গলিয়া, একতায় সাগর-সঙ্গমে গমন করে, এই ভয়ে উজ্জয়িনীর স্বামী স্রোতস্বতীর স্পর্শ স্থানে শ্বেত প্রস্তর দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন।

ঐ স্থান হইতে এক প্রশস্ত সুরম্য বর্ত্ম নগরীকে পরিবেষ্টন করিয়া, সেই প্রারম্ভ স্থানে, পরিসমাপ্ত হইয়াছে, এবং তথা হইতে এক প্রকাণ্ড রাজবর্ত্ম রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার পার্শ্বদ্বয় পরিপাটী বিটপীরাজি পরিশোভিত; কতশত ক্রোশ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু মানবদৃষ্টির সঙ্কীর্ণতাবশতঃ দর্শক দেখিবেন, কিঞ্চিৎ দূরে গিয়াই ঐ পথ, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া দুই পার্শ্বে মিলিত হইয়া গিয়াছে।

রাজপথের দুই দিকে দুইটী শ্যামল সুন্দর দুর্ব্বাদল পরিশোভিত সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর নীলাকাশের সহিত মিলিত হইয়াছে।

সুরম্য অট্টালিকারাজি পরিশোভিত, অপরূপ সৌন্দর্য্যময়ী রাজধানী রূপের গৌরবে মত্ত হইয়া অমরাবতীকে তিরস্কার করিতেছে। সমৃদ্ধি অতুলনীয়, অধিবাসিগণের মুখচ্ছবি সুখ-ব্যঞ্জক। রাজনৈতিক অধিকার সকলের সমান। স্বাধীন দেশে স্বাধীন অধিবাসিগণের চিত্ত সদানন্দময়।

ঐ রাজবর্ত্মের অপর পার্শ্ব নগরাভ্যন্তরে পূর্ব্বমুখে চলিয়া গিয়াছে। তাহার পার্শ্বে একটী সুরম্য পুষ্পোদ্যান। একটী সুন্দর ইষ্টকনির্ম্মিত বীথিকা উপবনটীকে দ্বিধা বিভক্ত ও ক্রমে অগ্রসর এবং বদন ঈষৎ ব্যাদনপূর্ব্বক রাজবর্ত্মকে চুম্বন করিতেছে।

ঠিক ওষ্ঠাধরের দুই দিকে দুইটী রক্ত প্রস্তরের স্তম্ভ। ঐ উভয়ের মস্তক হইতে প্রাচীর উত্থিত হইয়া মধ্যভাগে মিলিত হইয়াছে। তদুপরে এক প্রকাণ্ডমূর্ত্তি সিংহ টল টল চক্ষে দর্শকের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। হঠাৎ দেখিয়া তাঁহার গা শিহরিয়া উঠিল, তাহার করায়ত্ত হইয়াছেন ভাবিয়া প্রাণ উড়িয়া গেল। চলিতে চলিতে সহসা স্থগিত হইলেন, রাজবাটীর উদ্যানের সম্মুখে প্রস্তরের সিংহ আছে, যে গল্প শ্রবণ করিয়াছেন তাহা মনে পড়িল। তখন মনোনিবেশপূর্ব্বক দেখিয়া আতঙ্ক দূর হইল। চারিদিকে ফিরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন, কেহ তাঁহার চমকিয়া উঠা দেখিয়াছে কিনা; দুইজন পুরুষ একটী স্ত্রীলোক তাঁহার পানে চাহিয়া হাসিতেছে, দেখিয়া লজ্জা বোধ হইল; তাঁহার গন্তব্য পথ তাহাদিগের নিকট দিয়া, কিন্তু তিনি কার্য্য-ক্ষতি করিয়াও, অপর দিক দিয়া চলিয়া গেলেন।

উদ্যান দুইটী বাতি, যুতি, কুটরাজ, বেলী, মল্লিকা, চামেলী প্রভৃতি নানা সুগন্ধি কুসুমদামে সুশোভিত।

অদূরে শ্বেত, কৃষ্ণ, বেগুনে ও গোলাপী প্রভৃতি নানাবর্ণের অট্টালিকাসমূহ, যেন অদ্যই নির্ম্মাণ সমাধা হইল এমনই জীবন্ত দেখা যাইতেছে। সিংহদ্বারের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলে, সর্ব্বোচ্চ যে প্রাসাদটী দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাতে বৃহৎ স্বর্ণাক্ষরে 'রাজপ্রাসাদ' লিখা আছে। সে প্রাসাদদ্বারে কালান্তক যমোপম ষোলটী পুরুষ নিষ্কোসিত অসিহস্তে দণ্ডায়মান। তাহাদের মস্তকে রক্তবর্ণ উষ্ণীষ, ললাটে তদ্বর্ণ ত্রিপুণ্ড্রক এক কর্ণমূল হইতে অপর কর্ণমূল স্পর্শ করিয়াছে।

নিশানাথ পুঞ্জ পুঞ্জ আলোক ঐ সৌধরাজির উপর ঢালিয়া দিতেছেন। তাহারাও সেই আলোকে আপন আপন রূপের আলো মিশাইয়া দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ ও মনোরঞ্জন করিতেছে।

একজন দীর্ঘাকার মানব ঐ দ্বারদেশে উপনীত, তাহার সৈনিকের পরিচ্ছদ, নিস্তব্ধভাব, ঘোটক হইতে অবতীর্ণ ও বল্গা ঘুরাইয়া তাহার পৃষ্ঠে স্থাপন পূর্ব্বক, গ্রীবাদেশে সোহাগের দুইটী চপেটাঘাত করিয়া, "হিঁয়া খাড়ারহ" বলিয়া রাজভবনে প্রবেশ করিল। দৌবারিকগণ কেহ তাহাকে বাধা দিল না।

সৈনিকপুরুষ কুমার সৌরপ্রতাপের হস্তে একখানি লিপি প্রদান করিয়া বলিল, এইমাত্র কাশীধাম হইতে এই পত্র এসেছে। পুনরায় অভিবাদনপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। লিপি পাঠকালে কুমারের মুখে বিষাদ ও হর্ষচিহ্ন প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মনের ভাব গোপন করিয়া শোক সন্তপ্তের মত, রোদন করিতে করিতে, কুমার নিকটস্থ একটী যুবককে বলিলেন, বয়স্য! পিতা স্বর্গারোহণ করেছেন, বিমাতাও তাঁর সহগামিনী হয়েছেন।

এই পত্রে অবগত হলেন? হাঁ এই পত্রে,—আর শুনছ,

নাভিগঙ্গায় দাঁড়িয়ে 'শিব শিব, রাম রাম' বল্‌তে বল্‌তে উভয়ের ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ ও প্রাণান্তে স্বর্গারোহণ সকলে প্রত্যক্ষ করেছে ?

মহারাজ ও রাণী যে প্রকার ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন, তাতে এ বড় আশ্চর্য্য নয় ; এই বলিয়া যুবক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া, পুনর্ব্বার কহিলেন, আপনাদের দু ভায়ের মধ্যে কে রাজ্যভার পাবেন তার কোন ব্যবস্থা করে গিয়েছেন ?

তেমন ত বোধ হয় না। আমি জ্যেষ্ঠ পুত্র, রাজ্য আমিই পাব ভেবে, বোধ হয় কোন ব্যবস্থা করেন নি।

প্রধানা মহিষীর পুত্র জন্য আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতাই রাজা হবেন, রাজা ও প্রধান প্রধান প্রজাবর্গের এই মত ছিল। তবে সকলেরি সন্দেহ আছে, সকলেই বলে, এ প্রকার ঘটনা এ বংশে আর কখনও ঘটে নি।

কি রকম ?

কনিষ্ঠা রাণীর গর্ভে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র, যেমন আপনি।

সে যাই হক, জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য পায় একথা ঠিক কি না ?

সেটা কেহ অস্বীকার করে না ; তথাপি রাজার যখন অভিপ্রায় আপনার ভ্রাতার প্রতি ছিল তখন অগ্রেই সাবধান হওয়া উচিত।

আমিও তাই বলি, রাজনীতিতে এটা কোন পাপ গণ্য হয় না, আমি রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র, এ রাজ্যে এখন আমার অধিকার ; যে ব্যক্তি আমার এই স্বত্বে বাধা জন্মাইতে পারে, তাকে দূর করলেম। যদি কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমার অধিকার স্বীকার করে, তবে উচিত সম্মানে রাখ্‌তে আমার কোন আপত্তি নাই। যত দিন তার আপত্তি থাক্‌বে তত দিন সে বন্দী।

যদি কুমারকে প্রবোধ দিয়ে স্বীকার করান যায়, তবে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

এখনি বা আশঙ্কা কি ?

তা আছে বই কি! রাজ্যের লোক কোন্ পক্ষ অবলম্বন করে তাহা বলা যায় না, আপনার মা-ই এ কার্য্যে সম্মত হবেন না।

তা তুমি কেমন করে বল ?

কনিষ্ঠ কুমারের অসমক্ষে কে রাজা হবে, বিচার হওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেন না, এমত অবস্থায় তাঁর মত জান্‌তে, কি আর বাকী আছে ?

তা ঠিক ; কিন্তু আমি তাঁর গর্ভজ সন্তান, আমাকে উপেক্ষা করে কেবল ন্যায়ের জন্য সপত্নীপুত্রের প্রতি এত দয়া হওয়া, কি সম্ভব বোধ কর ? পরের জন্য আপনার স্বার্থ দেখ্‌বেন না ?

তাঁর প্রকৃতি তেমন নয়, উচিত ব্যতীত তিনি আর কিছুই করেন না।

যা হক ভাই ! এ সকল বিষয় পরে পরামর্শ কর্ব, এখন আমি নিজে গিয়ে মাকে এ সংবাদ দি। এই বলিয়া রাজকুমার আজ্ঞাবাহককে বলিলেন, মাকে সংবাদ দেও, আমি এখনই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব। ক্ষণকাল পরে পত্রখানি হস্তে করিয়া অশ্রুসিক্ত-বদনে কুমার সৌরপ্রতাপ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। জননীকে প্রণামপূর্ব্বক পত্রখানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন।

কুমারকে অশ্রুসিক্ত বদন ও অসময়ে অন্তঃপুরে আসিতে দেখিয়া, রাণী ব্যস্তভাব সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, বাছা ! তোর কি হয়েছে ? এ পত্র কিসের ? এই বলিয়া রাণী পত্র খুলিয়া পাঠান্তে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। কুমার ও পরিচারিকাগণ

অনেক শুশ্রূষা করিতে করিতে বহুক্ষণ পরে, তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন; হা নাথ! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। এ দাসীকে সঙ্গে নিলেন না? দিদি! ভুবনের আরাধ্য দেব, কি কেবল তোমার হইল? তুমি স্বামী সহগামিনী হইলে, এ দাসীর কথা একবারও কি মনে পড়িল না! তুমিও কি তাঁহাকে মনে করিয়া দিতে পার নাই? তুমি কি সপত্নী বলিয়া আমায় ঈর্ষ্যা করিলে? আমি এজন্মে কখনও তোমার সহিত অন্যায় ব্যবহার করি নাই। আমি তোমাকে বড় ভগ্নীর মত ভক্তি করিতাম ও তুমিও আমায় ছোট ভগ্নীর মত স্নেহ করিতে। সে সব কি কেবল মুখের ভালবাসা, অন্তরে কিছু ছিলনা, নৈলে কাযাকালে কেমন করিয়া সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছ। তোমরা স্বর্গলোকে অনন্ত সুখ ভোগ করিবে, আমার এমন পুণ্যবল কিছুই নাই যে, আমি তোমাদের চরণ-নিকট স্থান পাইব। তোমাদের নিকট আমার এই চরম প্রার্থনা যে, আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার ধর্ম্মে মতি থাকে। জীবনান্তে আমার অন্তরাত্মা যেন তোমাদের চরণে স্থান পায়! হায়! আমি বিধবা হইলাম! আমার কপালে কি এই ছিল? আমি স্বামী বিহনে একাকিনী কি এ সংসারে বাস করিতে পারিব? কখনই পারিব না! হে নারায়ণ! হে মধুসূদন! পতিতপাবন হে! শিবে! আমি কত ভক্তিভাবে তোমাদের আরাধনা করিয়াছি। তাহার পরিণাম কি এই হইল।

এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে রাণীর সুকুমার বদন আরক্তবর্ণ, নয়নযুগল হইতে অবিরল বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল। পুনরায় অজ্ঞান হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন।

অনেক চেষ্টায় একবার কিঞ্চিৎ চেতনা জন্মিতে দেখা গেল, আবার তখনই অস্ফুটস্বরে হা নাথ! বলিতে বলিতে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

তাঁহার অন্তর-হ্রদে যে দুঃখবারি সঞ্চিত ও শোকাগ্নিতে উত্তপ্ত হইয়াছিল, সে বারি ও বাষ্পের শতাংশের একাংশও অশ্রু বা বাক্য-স্রোতে বাহির হইতে না পারিয়া অন্তরেই রহিয়া গেল।

নাগরিকগণ, রাজা ও রাণীর শোকে যেমন কষ্ট পাইল তাঁহাদের অশ্রুতপূর্ব্ব সদগতিলাভের বিষয় শুনিয়া, অতুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। যুগপৎ বিষাদ ও আনন্দে তাঁহাদের মুখশ্রী অপরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করিল।

তৃতীয় সর্গ।

সোহাগের ঠোক্‌না।

রাজ্যের অন্তর্গামী বৃহৎ রাজবর্ত্মের উত্তর দিকে সংলগ্ন উদ্যান সদৃশ ক্ষুদ্র গ্রামখানির নাম সুরপুর। অভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে একটী পরিষ্কার বাসভবনে এক ব্রাহ্মণ দম্পতী বাস করেন। দ্বিজ গৌরবর্ণ, মধ্যমাকার, বয়স প্রায় একচল্লিশ বৎসর। ইঁনি বাটীর চতুষ্পাঠীতেই অধ্যয়ন করিতেন, পড়াশুনায় অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু অকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, সংসারচিন্তায় অধ্যয়নাদি বিশেষরূপ করিতে পারেন নাই। পরে নিজের চেষ্টায় একজন পণ্ডিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম সদাশিব। তাহার পত্নী পরমাসুন্দরী না হইলেও লাবণ্যময়ী, তরল মেঘে আচ্ছাদিত শারদীয় পূর্ণ সুধাংশুর কোমল কিরণসদৃশ; এ রূপের আলো মৃদুল ও স্নিগ্ধতা মাখা। এ রূপের কিরণ কাহাকেও জ্বালায় না, পোড়ায় না, উত্তাপ দেয় না, অনেকক্ষণ দেখিলেও নয়ন ঝলসায় না।

পূর্ণ যৌবনে একটী মাত্র পুত্র জন্মিবায়, তাহার লাবণ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেরূপ দেখিলে কেবল ভক্তির উদয় হয়, এবং তাঁহাকে মা বলিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়।

সে পল্লীতে তাঁহাকে কেহ 'মা' কেহ 'মা লক্ষ্মি' কেহবা শুধু 'লক্ষ্মি,' কেহ 'দেবি' বলিয়া ডাকিত। পিতামাতা তাঁহার নাম 'জগদম্বা' রাখিয়াছিলেন।

পরোপকার তাঁহার সদাব্রত!

তাঁহার পতিভক্তির তুলনা নাই। স্বামীকে দেবতার অপেক্ষাও বড় বলিয়া বিশ্বাস। সর্ব্বদা তাঁহার সন্তোষ ও তৃপ্তিসাধনে লিপ্ত। তাঁহার পতিভক্তি মানুষ দেখান নহে; আন্তরিক প্রগাঢ় প্রেমের স্ফুরণমাত্র; যেন তিনি না জানিয়া না বুঝিয়া আপনা-আপনি, যন্ত্রের মত ঐ সকল কার্য্য করিতেন।

এ প্রেম এক পক্ষ হইতে সম্ভবে না।

তিনি ব্যতীত স্বামীর সোহাগের অন্য সামগ্রী ছিল না। অগ্নি ও বায়ুতে যে প্রণয় এ তাই। অগ্নি হইতে বায়ু অপসারিত কর, সে রক্ষা পায় না, নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। আবার অগ্নি সেই বায়ুকে তাপিত ও দূর করিয়া দিতেছে, তাহার বিহনে নিজে জ্বলিতেছে, ও তখনই বায়ুকে আহ্বান ও আকর্ষণ করিতেছে। বায়ুও তাহাহইতে পৃথক্ থাকিতে পারিতেছে না। অমনি বেগে চলিয়া আসিতেছে; নিজের শীতল অঙ্গস্পর্শে অগ্নির উত্তাপ নিবারণ জন্য ঘুরিয়া ফিরিয়া নিকটে উপস্থিত ও তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছে। বিরহ ব্যতীত অন্যে প্রণয়ের মধুরতা সম্যক্ অনুভব করাইতে পারে না, তাই বিধাতা সকল স্থলেই এক আধ টুকু ঝগড়া বিবাদ বিরহাদি রাখিয়া দিয়াছেন।

এ প্রেম তোয়নিধির তরঙ্গমালার ন্যায় অবিরাম উঠিতেছে, পড়িতেছে, অবিশ্রামে প্রণয়ীহৃদয়ে লীলা করিতেছে, কিন্তু তত অধিক প্রকাশ পাইতেছে না; জলধি-স্রোতের মত অন্তঃ-

সলিলবাহিনী নদীর মত অদৃশ্যভাবে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে।

এ প্রণয়, আধুনিক নাটক নবন্যাসের মুখস্থ কথায় প্রকাশ হয় না। এ ভালবাস, ভালবাসা পাইব বলিয়া ভালবাসা নয়, এ প্রেম প্রত্যর্পণ আশা করে না।

আঁষাঢ় মাসের তিলফুলের মধুর সহিত মাঘ মাসের সর্ষপ ফুলের মধুর; খেমটা ঠুংরি-তালের সহিত ব্রহ্মতাল রুদ্রতালের; বাহার ঝিঁঝিট রাগিণীর সহিত কানেড়া বাগশ্রী রাগিণীর যে প্রভেদ, আধুনিক সভ্যতাভিমানিগণের মৌখিক প্রণয়ের সহিত এ দম্পতী প্রণয়ের ঠিক সেই প্রভেদ।

জগদম্বা আকর্ণবিশ্রান্তলোচনা, তাঁহার সে লোচনদ্বয় কেবল তাঁহার চরণের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকে। মানব-নয়ন বড় কৌতূহলপ্রিয়; যখন তুমি অন্যের মুখপানে চাহিয়া আছ, তিনি যে দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তোমার নয়ন সেই দিকে না ঘুরিয়া থাকিতে পারে না। জগদম্বা তোমাকে দেখিয়াই আত্মচরণে দৃষ্টি করিলেন, তোমার দৃষ্টি সেই দিকে গেল. সে চরণের এমনি মাহাত্ম্য যে, তুমি আর আঁখি ফিরাইতে পারিলে না; ভক্তিভাবে তোমার নয়নযুগল সে চরণে আবদ্ধ হইয়া রহিল।

রজনী দেড় প্রহর, প্রকৃতি তমসাচ্ছন্না, এক ক্ষুদ্র গৃহাভ্যন্তের, স্তিমিত প্রদীপে সদাশিব ও জগদম্বা উপরিষ্ট। জগদম্বা বলিলেন, কালিদাসের এখন বিবাহের বয়স হইয়াছে তবু বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে না কেন?

তুমি পাগল আর কি, এই কেবল সতের বৎসরে প্রবৃত্ত.

এখনই উদ্যোগ করিয়া বিবাহ দিতে হইবে। দেখি যদি আপনা-আপনি না হয় তবে চেষ্টা করিব। কিন্তু দেখ মাঘ মাসে মাধবপুরে একটী পরমা সুন্দরী ব্রাহ্মণকুমারী দেখিয়াছি, তাহার নাম অপর্ণা, বয়স চৌদ্দ বৎসর, সুশীলা, সুশিক্ষিতা, মধুরভাষিণী, মধুরহাসিনী, অচঞ্চলা, সে বালিকা মাধুর্য্য মাখা; তাহার বঙ্কিম ভ্রূযুগলের নিম্নে বঙ্কিম নয়ন দুইটী উজ্জ্বল, চাঞ্চল্যবিহীন, সর্ব্বাঙ্গীনসমতা অতি অদ্ভুত। রূপ গুণের এমন সন্নিবেশ আমি আর কথনই দেখি নাই। রূপ না দেখিলে বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। প্রকৃত রূপ, চিত্রকর অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে পারে না। চিত্রকর মুখের এক দেশ, চক্ষের এক ভঙ্গি, শরীরের এক পার্শ্ব, অঙ্কিত করিলেন; মনে কর, চিত্র অতি উৎকৃষ্ট হইল, কিন্তু তাহাতে দর্শকের তৃপ্তি হইতে পারে না, অনেকক্ষণ একভাব দেখিতে দেখিতে আর তাহা ভাল লাগিল না। জীবন্তে সে মুখ ঘুরিল; নয়ন তারা, একদিক হইতে অন্যদিকে যাইবার সময় যে দেখিল তাহার নয়ন জুড়াইল। শরীর চলিল, দুলিল, ঘুরিল, যে দেখিল সে আনন্দরসে ভাসিয়া গেল। সে মুখ একবার হাসি হাসি, একবার হাসিল; রাগে অভিমানে দুঃখে চক্ষের জল ফেলিয়া কাঁদিল; নব নব ভাবে লাবণ্য উদয় হইয়া দর্শকের নয়ন ও মনের তৃপ্তি সাধন করিল।

আপাদলম্বিত ঘনকুঞ্চিত কেশপাশ পশ্চাৎ দিকে বাঁধিলে, ছাড়িয়া দিলে, আবার ঘুরাইয়া ললাটোপরি উচ্চভাবে বিন্যাস করিয়া রাখিলে, যে অপরূপ দৃশ্য হয়, তাহা চিত্রপটে সম্ভবে না। চিত্র কথা বলে না, সুমধুর তালে গান ধরে না, কখন মলিন বা প্রফুল্ল হয় না। পরমা সুন্দরী যুবতীকে দেখিলে যুগপৎ ও

ক্রমান্বয়ে মানসে কত সুখের ভাব উদয় হয়; চিত্র দেখিলে কোন সুখের স্মৃতি বা ভাবের উদয় হয় না। কতক সজীবের মত দেখায় বলিয়াই চিত্রের প্রশংসা।

কবিও তদ্রূপ বর্ণনা করিয়া সৌন্দর্য্য যে কি পদার্থ, তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন না। কবি বলিলেন, যুবতী চন্দ্রাননা. যদি ঠিক চন্দ্রের ন্যায় গোল মুখে কতক স্থানে কৃষ্ণ কলঙ্ক, এক পক্ষে উদয় হয় না, নাসিকা নাই, চক্ষু নাই, ভ্রূ নাই, কথা বলে না, হাসে না, এমন মুখে সৌন্দর্য্য কোথায়? কবি বলিলেন নাসা তিলফুল সদৃশ; ভাব দেখি, তিলফুলের ন্যায় সরু ও দীর্ঘ নাসিকায় এক বৃহৎ রন্ধ্র, কুৎসিত না সুন্দর হইল?

দন্তগুলি কুন্দকলিকার ন্যায়, কুন্দকলিকার ন্যায় দীর্ঘ চিক্কণ দাত হইলে ত আমরা গিয়াছি।

যদি কেহ বলে যুবতী তোমার নিজ গৃহিণীর ন্যায় সুন্দরী, আমি না হয় তাতে বুঝিলাম, যুবতী পরমা সুন্দরী।

এই সময়ে জগদম্বা দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী বক্র ও বৃদ্ধাঙ্গুলির সহিত মিলিত করিয়া, তদ্দ্বারা স্বামীর বাম কপোলদেশে একটী সোহাগের ঠোক্না দিতে উদ্যোগ করিলেন, উভয়ে উভয়ের মুখ-পানে চাহিয়া হাসিলেন।

আচ্ছা বল দেখি, সকলের গৃহিণীই কি পরমা সুন্দরী, কুৎসিতাদের কি বিবাহ হয় না? তবে প্রেমের চক্ষে গৃহিণীকে ভাল দেখায়, যদি কবির এই ভাব হয়; তাহাতে আপত্তি এই যে, প্রণয় সকল স্থানে সমান ভাবে নাই।

রমণীকে কোকিলকণ্ঠা বলিলে সে স্বরের অপমান করা হয়। সুন্দরীর সুকণ্ঠ সঙ্গীতে খাদ, জিল, কম্পন ও নানাপ্রকার

মধুমাখা ভাব, সময়োচিত রাগ-রাগিণীতে মিলিত হইয়া, কর্ণে যে সুধাবর্ষণ করে, কোকিলের এক ঘেয়ে "কুউ" রব, একবার, দুইবার, তিনবারে বিরক্তিকর বোধ হয়; সুতরাং চিত্রে বা বর্ণনায় জীবন্ত দর্শন বা শ্রবণের ফল ফলে না। আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। আমি যেরূপ দেখিলাম, তাহা তোমাকে বুঝাইতে পারি এমন শক্তি আমার নাই। বাস্তবিক পক্ষে এই মেয়েটীর যদি আমার কালিদাসের সহিত বিবাহ হয়, তবে সমান সমানে মিলন হয়, আবার শাশুড়ীর উপযুক্ত বউ হয়।

আমার উপর একটু ঠেশ্ না দিয়ে কথা শেষ করা ওকুষ্টিতে লেখে নাই, এই বলিতে বলিতে মুখ ফিরাইয়া জগদম্বা চলিয়া গেলেন।
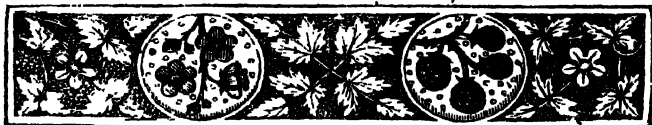
চতুর্থ সর্গ।

বিশ্বাসঘাতকতা।

একদা নগর উপনগর পল্লীতে এবং দেশ বিদেশে ঘোষণা হইল, "মহারাজাধিরাজ সৌর প্রতাপসিংহ শ্রাবণ মাসের চতুর্থ দিবসে উজ্জয়িনীর রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইবেন।" প্রজাবর্গ আনন্দে ভাসিয়া গেল, সর্ব্বস্থানে নানাপ্রকার সমারোহ ও আয়োজন, কোথাও বাদ্যোদ্যম, কোথাও নৃত্যগীত, কোথাও বেদাধ্যয়ন, কোথাও হুলুধ্বনি, কোথাও চণ্ডীপাঠ, কোথাও গুপ্ত মন্ত্রণা হইতে লাগিল। সর্ব্বত্র শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত সুদর্শন পতাকানিচয় পত পত শব্দে উড্ডীয়মান, নানা উপহারে ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণ ভোজন, কদলী তরুনিকর পরিশোভিত প্রাঙ্গণে মাঙ্গলিক পূর্ণকুম্ভ সুসজ্জিত, সুকোমল পল্লবরাজি এবং সুবাস কুসুমদাম বিরচিত মনোমোহন মালা রাজবর্ত্ম সমূহের শোভা পরিবর্দ্ধিত করিল। বিবিধ সুরম্য অলঙ্কারবিভূষিতা বিচিত্রবসনা অনুপম রূপলাবণ্যময়ী ষোড়শী রমণীর ন্যায় উজ্জয়িনী এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। কালের অবিরাম স্রোতে যখন এই সমস্ত ঘটনাবলি ভাসিয়া যাইতেছিল; সেই সময় একখানি বৃহৎ ও তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র আর একখানি লালডিঙ্গী, সঙ্গে চারিখানি

পাটনাই উলাক নৌকা শিপ্রা নদীর প্রতিকূল স্রোতে ছপ্ ছপ্ শব্দে ক্ষেপণী ক্ষেপণে, আসিতে আসিতে, উজ্জয়িনীর সদরঘাটে উপস্থিত হইল, এবং 'গুড়ম্ গুড়ম্' শব্দে দামামা বাজিয়া উঠিল। সে বাদ্যে সকলে জানিতে পারিল, রাজপরিবারস্থ কেহ নগরে উপনীত হইলেন। কিন্তু ক্রমে কাল গত হইতে লাগিল, রাজবাটী হইতে অভ্যর্থনার কোনই চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইল না।

ক্ষণকাল বিলম্বে, একজন শুভ্র বেশধারী ভদ্রলোক নৌকার নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রহরীগণ তাহাকে পরিচিতের ন্যায় অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল; কুমারের সঙ্গে দেখা করবেন?

হাঁ, সংবাদ দেও।

একজন দ্বারপাল ভিতরে প্রবেশ ও প্রত্যাবর্তন করিয়া কহিল, অনুমতি হয়েছে, আপনি যেতে পারেন।

তিনি নৌকায় প্রবেশ ও প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় তেজোময় কুমার বিক্রমাদিত্যকে দেখিতে পাইলেন। সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। যুবক হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিলে আসনগ্রহণ করিলেন।

কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! সকলে ভাল আছে ত?

আজ্ঞা সর্ব্বত্র কুশল—

আমি যে বারাণসী হইতে এখানে আসিয়াছি, তাহা আপনি কেমন করিয়া জানেন?

রাজকীয় দামামার শব্দ শুনিয়া।

তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

রাজবাড়ীতে—

তবে আমার বাড়ী যাইবার কোন উদ্যোগ হইতেছে না কেন?

আমি আপনার নিকট হইতে ফিরিয়া গেলেই হইবে।

আপনার ফিরিবার বিলম্ব কি?

আগন্তুক মনে করিলেন, যে কার্য্যে আসিলাম তাহার কিছুই হইল না যাইবার অনুমতি ত পাইলাম। কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, কুমার! একটী কথা বলি শুনুন, আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সৌর প্রতাপসিংহের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে রাজসংসারের সমস্ত লোক কায কর্ম্মে ও আমোদে নিমগ্ন আছে, অন্য বিষয়ে মনোযোগ করিতে পারিতেছে না।

আমি প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত পুত্র, রাজসিংহাসনে আমার অধিকার, তিনি কেমন করিয়া রাজত্বলাভের প্রত্যাশা করেন?

আপনাদিগের দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতার মধ্যে কে রাজা হইবেন, এই কথার বিচার হইয়া স্থির হইয়াছে, জ্যেষ্ঠতা হেতু তিনিই সিংহাসনের অধিকারী।

কি! আমি রাজত্ব পাইব কি না, তাহার বিচার আমার অসমক্ষে! বিচার কে করিল? এ ব্যবস্থা করিবার অধিকার কাহার? কাহার ঘাড়ে কয়টী মাথা যে, আমার কথা না শুনিয়া অন্যায় বিচারে আমাকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করে? ভাল, দূত! ছোট মা এ বিষয় অবগত আছেন? তিনি কোন মত প্রকাশ করিয়াছেন?

তাহার মতে উভয়ের সমক্ষে বিচার হওয়া উচিত; অনেক স্তুতি মিনতির পর বলিয়াছেন, আমি কোন অনুচিত বিষয়ে মত দিব না। যাহার যাহা ইচ্ছা করিতে পার।

দূত বলিলেন, কুমার! এখন সমস্ত আয়োজন সমাধা হইয়াছে, সিংহাসনে আরোহণের কেবল সামান্য কয়েক দিন মাত্র বাকী. আপনি আপত্তি করিলে সমস্তই পণ্ড হইবে, এ কার্য্যে আপনি সম্মত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রাজ্যলাভে আপত্তি করা সঙ্গত হয় না।

সরলভাবে হইলে. আমি এ রাজ্য ভিক্ষা দিতেও পারিতাম, কিন্তু যখন আমার অসমক্ষে ষড়যন্ত্র হইয়াছে, তখন অস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত ইহার মীমাংসা হইবার উপায় নাই। এখন এ রাজ্য স্বচ্ছন্দে পরিত্যাগ করিলে লোকে আমাকে কাপুরুষ বলিবে।

আপনার বিপক্ষের হস্তে সমস্ত রাজ্য, সৈন্য সামন্ত তাঁহার অধীন, আপনি কি প্রকারে অস্ত্রধারণ করিতে সাহস করেন?

পৃথিবীর সমস্ত বল একত্র হইলেও আমি বিনা যুদ্ধে রাজ্য ত্যাগ করিব না। এ হৃদয়, ভয় কাহাকে বলে তাহা জানে না। আমাকে ভয় দেখাইয়া নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা সর্ব্বদাই বিফল জানিবেন। আমার পিতা মাতা দেহত্যাগ ও স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, বিবাহ করি নাই, এ সংসারে আমার, আমার বলিতে কেহ নাই; রাজ্যের সমস্ত লোক যদি আমার বিপক্ষতা অবলম্বন করে, তবে এ সংসারে আমি সর্ব্বথা একা, একাকী সংসারে বাস করা অপেক্ষা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া দিব্যলোকে গমন করিব এবং সে স্থানে পিতা মাতার শ্রীচরণ সেবা করিতে পারিব; আমার একত্বও দূর হইবে।

আপনাকে যুদ্ধ করিতে কোন সুযোগ না দিলে? আপনাকে এখনই যদি বন্দী করা হয়? নিরস্ত্র করিয়া রাখিলে আপনার সকল আশাই ঘুচিয়া যাইবে।

যে আমাকে বন্দী করিতে চেষ্টা করিবে, আমি তাহারই সহিত হস্ত পদাদি দ্বারা মল্লযুদ্ধ করিব।

মহাশয়! আমি দূত, আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আমি নিজে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, এই বলিতে বলিতে অঙ্গাবরণ মধ্য হইতে একখানি লিপি বাহির করিয়া কুমারের হস্তে অর্পণ করিলেন।

এ কাহার পত্র?

পাঠ করিয়া দেখুন।

পাঠান্তে বলিলেন, আমি বন্দী? এত বড় আস্পর্দ্ধা! কুমারের চক্ষুর্দ্বয় জবাকুসুমসঙ্কাশ, বাষ্পীয় শকটের চক্রের ন্যায় সঘনে ঘূর্ণিত; এমন সময় একটী প্রহরী মহা ব্যস্তসমস্ত হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান হইল, এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিল, মহারাজ! কতকটী সৈন্য এসে নৌকা ও আমাদিগকে আক্রমণ করেছে। প্রথমে তা'রা আপনাকে নিতে আস্‌ছে বিবেচনায় সংবাদ দি নাই,—এই কথা শেষ হইতে না হইতেই সৈন্যগণ নৌকায় প্রবেশ ও কুমারকে অতর্কিত অবস্থায় আবদ্ধ করিয়া ফেলিল ও তদবস্থায় তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

পঞ্চম সর্গ।

ঝুণুঝুনু রবে।
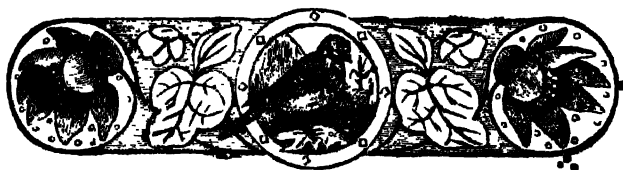
ফাল্গুন মাসের শেষভাগে বৃক্ষের পত্র কতক পড়িয়া গিয়াছে, আশ্রয়চ্যুত পত্রসমূহ পবন কর্তৃক তাড়িত, জীবগণের পদদলিত, কখন সম্মার্জ্জনীর আঘাতে স্থানভ্রষ্ট ও কুস্থানে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। সহযোগিগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া, অপর পত্রগণ চিন্তায় কম্পান্বিত-কলেবর, সার সাব শব্দে সাবধান হইতেছে। পূর্ব্বে সাবধান হইলে কি ফল ফলিত জানি না, এখন কাল নিকট, শেষ সময়, সাবধানতা কোন প্রকার ফলপ্রদ হইল না। পূর্ব্ববর্ত্তিগণের দশা প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

একটী দাঁড়কাক বৃক্ষশাখায় বসিয়া, "কে কব কব, কাগয়া গয়া" শব্দ করিতেছে। কাকের উচ্ছিষ্ট-লবে প্রতিপালিত কোকিল কিঞ্চিৎ কুজন-মাধুরী গর্ব্বে প্রমত্ত, তাহার বক্ষঃ স্ফীত, নয়নযুগল রক্তবর্ণ, পীকবর বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট, মেদিনীতে পদার্পণ করিতেছে না। বিরহিণীর সন্তাপসংবর্দ্ধক "কুহু কুহু" রবে নীচতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এক ঘুঘুদম্পতী বিরলে বসিয়া আছে। একটীর মস্তক বক্র, পালকমধ্যে চঞ্চুপুট সন্নিবেশিত, সুখদ স্বপ্নে অভিভূত। অপরটীর

গণ্ডদেশ ফোটাফুটী, যেন মুক্তামালা পরিশোভিত, নিকটে বসিয়া গৌরবে গ্রীবা স্ফীত করিয়া, "ঠাকুর গোপাল উঠ উঠ" শব্দ করিতেছে। এ মধুর রব কে শিখাইয়াছে, কাহার উদ্দেশে এ ধ্বনি হইতেছে কেহ জানে না!

মাধবপুরের প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ; তাহাদের মূলদেশ সামান্য গুল্মাদিতে আবৃত, কখনও পরিষ্কৃত হয় না।

বামভাগস্থ বৃক্ষটীর এক পার্শ্বে সুরভি কুসুমদাম পরিশোভিতা বনলতা তাহাকে বেষ্টন ও পবনভরে হেলিয়া দুলিয়া সোহাগে চুম্বন করিতেছে। অপর পার্শ্ব বেষ্টিত কণ্টকিত বেতসলতা ঈর্য্যান্বিতা ও তাহার সর্ব্বাঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ করিতেছে। তরুবর এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া উর্দ্ধমুখে যেন বলিতেছে "নাথ! আমায় এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ কর।"

অদূরে একটী সরোবর, এ সময়েও জলে পরিপূরিতা, স্বচ্ছতা হেতু তাহার নিম্নভাগে মৎস্যাদির বিচরণ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। বাত্যাগতিরহিত সেই জলাশয় নির্ম্মল আকাশের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, এমন সময় একটী মৎস্য আঘাত করায় ক্ষুদ্র উর্ম্মিমালা উৎপাদিত হইয়া সরসীহৃদয়কে মুক্তামালা সুশোভিত রমণী-বক্ষের ন্যায় শোভমান করিল।

অন্ধকারের অসুবিধা ভোগ করে বলিয়াই লোকে সূর্য্যা-লোক ভালবাসে, সূর্য্যদেব আত্মাদর বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যখন অন্ধকারকে আহ্বান করিতেছিলেন, এবং তরুতলে লুক্কায়িত সামান্য অন্ধকারগুলি সুযোগ পাইয়া, যখন নিজ কলেবর বৃদ্ধি ও গাঢ়তা অবলম্বন করিতেছিল, সেই সময় একটী সপ্তদশ বর্ষীয়

প্রিয়দর্শন যুবক ঐ অশ্বথ বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন পূর্ব্বক বৃক্ষ ও সরোবর মনোনিবেশপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

যুবকটী গৌরবর্ণ, তাঁহার প্রশস্ত ললাট ঈষৎ উচ্চ। আয়ত নয়ন যুগল সুবঙ্কিম ভ্রূযুগলের সহিত সমতা রক্ষার নিমিত্ত, ঈষৎ বঙ্কিমভাব ধারণ করিয়াছে। নয়নের বর্ণ গোলাপের আভাযুক্ত অত্যন্ত উজ্জ্বল; দেখিলে বোধ হয় যেন বুদ্ধি মস্তকে ধরে নাই, নয়নপথে বাহির হইতেছে। আকৃতি স্থূল নহে ঈষদ্দীর্ঘ।

সহসা দক্ষিণে রুণুঝুনু শব্দ তাঁহার চিত্ত ও নয়নকে আকর্ষণ করিল। দেখিলেন, এক পরম রমণীয় রমণীর চরণাভরণ ঐ মধুর ধ্বনি করিতেছে। সে রমণীর কক্ষে হেমকুম্ভ, সুতরাং কিঞ্চিৎ বঙ্কিমভাব, চলিতে চলিতে সহসা স্থগিত হইলেন; তিনি যৌবন-ভিন্ন-শৈশবা। সে রূপ সরসীজলে নয়ন দুটী, মৃণাল বিহীন নীল-কোমল সদৃশ ভাসিতে ভাসিতে পথিকের নয়নদ্বয়ে মিলিত হইল, তখনি ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন, নয়ন ফিরিল না, অনিমেষদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। অপরিচিত পুরুষের পানে চাহিয়া আছেন, ভাবিয়া লজ্জা হইল, লজ্জায় আঁখিকে ফিরাইয়া আনিল। সঙ্গিনী সখীকে বলিলেন, দাঁড়িয়ে আছিস কেন! জল আনতে যাবিনে?

আমার অপরাধ কি? দোষ বুঝি আমার হল! আপনার স্বপন পরকে দেখাচ্ছ। তুমিইত ঐ দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ। সখীর গায় ধাক্কা দিয়া বলিলেন, দুর হ, আমি আবার কোথা চেয়ে আছি।

সখী বলিল আচ্ছা ভাই! এ সব তর্ক পরে হবে, দেখ ঐ যুবকটী পরম সুন্দর, উঁহার পরিচয়টা একবার জিজ্ঞাসা করে

আসি না কেন? তুমি দাঁড়াও ঐ পুরুষটী কোথা যায় এ স্থানেই বা এ সময়ে কেন, সমস্ত জানিয়া আসি।

তোমার ইচ্ছা হয় যাও, আমি এখানে থাকিব না, নিজের কার্য্যে যাই, এই বলিয়া সরোবরের দিকে চলিয়া গেলেন।

সখী ধীরে ধীরে পথিকের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, মহাশয়! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আমি আপনাকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, আপনি ব্রাহ্মণ?

হাঁ, আমি ব্রাহ্মণ।

প্রণাম করি, আপনার নামটী জানিতে বাসনা?

আমার নাম কালিদাস।

আপনার পিতার নাম কি? এবং নিবাস কোথা?

পিতার নাম সদাশিব, নিবাস স্থরপুরে।

এ স্থানে অসময়ে বসিয়া আছেন কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর আপনাকে পরে দিব। অনুগ্রহ করিয়া বলুন দেখি, আপনারা দুইজন কে?

আমাদের বসতি এই গ্রামে; কাঁধে কল্‌সী দেখিয়াই বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, আমরা এখন কোন কার্য্যে ব্রতী।

আপনারা দুই জনই কি এক জাতীয়া?

আজ্ঞা না।

আপনাদের কে কোন্ কুলসম্ভবা?

আমার সখী ব্রাহ্মণতনয়া, আমি ক্ষত্রিয়া।

এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দিন্।

এ সময় কোথায় যাই, কাহার আশ্রয় গ্রহণ করি, বসিয়া ভাবিতেছি।

যদি আতিথ্য স্বীকার করিতে আপত্তি না থাকে, তবে আমরা জল লইয়া আসি; আমাদের সঙ্গে চলুন, বিশ্বরূপ ঠাকুরের বাড়ীতে অদ্য রজনীতে অতিথিরূপে বাস করিবেন।

বিশ্বরূপ, রাজমন্ত্রী?

আজ্ঞা হাঁ।

তিনি বাড়ীতে আছেন?

না, তবে আপনার উপযুক্ত সম্মান হইবার সর্ব্বপ্রকার আয়োজন আছে।

সে বাড়ী কতদূর?

এই যে।

তাঁহার সন্তান সন্ততি কেহ বাড়ী আছেন? তাঁহার পুত্র সন্তান কেহ নাই, একমাত্র দুহিতা। তিনি এই আমার সঙ্গে।

ব্রাহ্মণতনয়া শুনিয়া পথিকের বদনে যে পরিমাণ প্রফুল্লতা দেখা গিয়াছিল, মন্ত্রীর একমাত্র তনয়া শুনিয়া সেই পরিমাণ বিষাদের লক্ষণ দেখা গেল।

আপনারা বাড়ী গিয়া একজন লোক পাঠাইয়া দিলে, আমি তাহার সঙ্গে যাইব, এখন কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি।

বালিকাদ্বয় প্রস্থান করিলে, কালিদাস একান্তে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কি দেখিলাম, এমন রূপ কখন দেখি নাই। আহা! কি সুন্দর সীমন্ত, এই সীমন্ত দৃষ্টেই বুঝি রমণীর নাম সীমন্তিনী হইয়াছে। আপাদলম্বিত সুচিক্কণ কৃষ্ণ কেশপাশ বন্ধন না করার কারণ কি? একি আমাকে দেখাইবার নিমিত্ত? আমি যে এস্থানে আছি তাহা কি ইহারা জানে, অথবা জানিলেই বা আমাকে দেখাইবার উদ্দেশ্য কি? তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ ললাটে

সিন্দূর বিন্দু কত শোভা করিয়াছে, স্বর্ণাভরণের মধ্যস্থ রক্ত প্রস্তরের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। কপোলদেশ তাম্রমিশ্রিত স্বর্ণের ন্যায় ঈষৎ রক্তাভ ও সুগোল। অধরের নিম্নে ও ওষ্ঠের উপরিভাগে গুঞ্জা পরিমিত স্থান কিঞ্চিৎ নিম্ন থাকিলে রমণীর লাবণ্য যে এত বৃদ্ধি হয়, তাহা আমি এই প্রথম বুঝিলাম; সুগোল গলদেশ ঈষৎ দীর্ঘ ও সম্মুখে সামান্য বক্র। কিবা সুন্দর বপুঃ, কিবা ক্ষীণ কটী। আহা! এ অপরূপ দৃশ্য কি আর জগতে আছে?

এমন সময় একটী ভদ্রলোক আসিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল, দ্বিজবর! অনুগ্রহ করিয়া আমার স্বামীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলে আমরা কৃতার্থ হই।

পথিক তাঁহার অনুগমন, এবং সুরম্য হর্ম্ম্যমালা পরিশোভিত এক বাটীকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ।

বামে শিবারব।

বন্দীগৃহের প্রহরী পরিবর্ত্তিত হইবার কিয়ৎকাল পরে একজন দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ পুরুষ দ্বারদেশে উপস্থিত। তিনি কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন—ঘোরতমসাচ্ছন্ন কক্ষ, সমতল হইতে প্রায় সপ্ত হস্ত পরিমিত নিম্ন,পবন ও মার্ত্তণ্ডদেবের গতি রহিত, দুর্গন্ধময় শিক্তস্থান। একটি ছায়া তন্মধ্যে বিচরণ করিতেছে, মনোনিবেশপূর্ব্বক দর্শন করিলেন, বন্দীকে চিনিতে পারিলেন না। তাহাকে দ্বারদেশে আসিতে আহ্বান করিলেন, বন্দী আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। কিয়ৎকাল পর ঈষৎ পশ্চাৎ-পদ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ওকে, কুমার বিক্রমাদিত্য, আপনি এই কারাগারে, সেকি, আপনার এ দশা কে করিয়াছে? আহা! আকৃতির এত পরিবর্ত্তন, বর্ণ কাল, শরীর জীর্ণ শীর্ণ, আমি প্রথমে দেখিয়া চিনিতেই পারি নাই, একে অন্ধকার তাহাতে এই পরিবর্ত্তন, আমারি বা দোষ কি, আপনি এ স্থানে কতদিন?

আমি দিবা রাত্র কিছু জানিতে পারি না, আমার প্রত্যহ ক্ষুধা হইলে একবার আহার্য্য সামগ্রী প্রাপ্ত হই, যদি প্রত্যেকবার

আহারে এক দিবারাত্রি গত হইয়া থাকে তবে আমি এ স্থানে পাঁচমাস সাতদিন অবস্থান করিতেছি।

আপনাকে কে বন্দী করিয়াছে?

গৌর প্রতাপসিংহ।

এ অসঙ্গত কার্য্য তিনি কেন করিলেন?

দূতের কথায় যে পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বোধ হয় আমাকে বঞ্চনা করিয়া রাজ্যলাভের জন্য।

আপনি তাহাতে প্রতিবাদ করেন নাই?

আমি বারাণসী হইতে আসিবার সময় পথে অতর্কিতভাবে আমাকে বন্দী করিয়াছেন। আপনি কি এসমস্ত কিছুই অবগত নন?

না, আমি এস্থানে ছিলাম না, বিদায়গ্রহণে স্থানান্তর গিয়াছিলাম।

আপনার মত সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এ নরকের প্রহরী কেন?

আমরা ঠিক প্রহরী নহি, রাজকীয় বন্দিগণের প্রহরীদের কার্য্য পরিদর্শন নিমিত্ত আমরা সময় সময় নিযুক্ত হইয়া থাকি।

দেখুন, আমি আহারাদির সমস্ত ক্লেশ সহ্য করিতে পারি, কিন্তু এই দুর্গন্ধময় গৃহে বাস করা আমার পক্ষে নিতান্ত অসহনীয় হইয়াছে। এ অবস্থায় আমি আর অল্পকালই জীবিত থাকিতে পারিব। বোধ হয় আমার শত্রুগণের বাসনাও তাহাই।

আপনাকে যাহাতে এস্থানে আর থাকিতে না হয় আমি তাহা করিতেছি, এই বলিতে বলিতে পরিদর্শক চলিয়া গেলেন।

ক্ষণকালবিলম্বে সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,

প্রজাগণের ইচ্ছা বন্দীকে বলপূর্ব্বক মুক্ত করা, এ বিষয় বিশেষ ষড়যন্ত্র হইয়াছে, কুমারের অনুসন্ধান নিমিত্ত চর আসিয়াছিল। যত সত্বর হয় ইহাকে স্থানান্তরিত করুন।

আমি এখনি তাহার উপায় করিতেছি।

প্রায় একপ্রহরকাল গতে আটজন পদাতিক ও একজন অশ্বারোহী সৈন্য কারাগারদ্বারে উপস্থিত হইল এবং কুমারকে লইয়া প্রস্থান করিল।

পাদুকাবিহীন পদে চলিতে চলিতে প্রস্তর আঘাতে কুমারের বামপদের মধ্যমাঙ্গুলীর অগ্রভাগ ক্ষত হইয়া রক্তপাত হইতে লাগিল।

কুমার বলিলেন, দেখ প্রহরিগণ! তোমরা কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলে আমি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও পায়ের অঙ্গুলীটী বন্ধন করিয়া লইতে পারি।

একজন প্রহরী বলিল, ওসব কিছু নয়, নিয়ে চল। অপর কএকজন বলিল, তাতে ক্ষতি কি। সকলে বলিলে বন্দী নিজের বস্ত্র ছিন্ন, ও তদ্দ্বারা অঙ্গুলীটী বন্ধন করিলেন, কিন্তু সর্ব্বথা চলিতে অশক্ত হইলেন।

প্রহরিগণ পরামর্শ করিল যে, কুমারকে অশ্বে আরোহণ করাইয়া অশ্বারোহী সৈন্য ঘোটকের বল্গা ধারণ পূর্ব্বক পদব্রজে গমন করুক।

একজন বলিল, কুমার! আপনি ঘোড়ায় চড়ুন।

কুমার মনের ভাব গোপন করতঃ বলিলেন, বন্দীর আর অশ্বারোহণে প্রয়োজন কি? যতই কষ্ট হউক না কেন আমি পদব্রজেই যাইব।

সকলে সমস্বরে অনুরোধ করায় আরোহণ করিলেন।

অশ্বারোহী সৈন্য বল্গা ধারণপূর্ব্বক ঘোটকের দক্ষিণ পার্শ্বে পার্শ্বে গমন করিতে লাগিল। অপর সৈন্যগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

সুচতুর বন্দী অশ্বটিকে অতর্কিতভাবে অল্প অল্প বেগে চালাইতে লাগিলেন সুতরাং অপর সৈন্যগণ পশ্চাৎ হেটিয়া পড়িল। তখন বন্দী সেই বল্গাধারীর পার্শ্বলম্বিত কৃপাণ হঠাৎ আকর্ষণ, নিষ্কোষিত এবং তদ্দ্বারা তাহাকে অলীক আঘাতের উদ্যমে চমকিত করিয়া, সবেগে তাহার হস্ত হইতে বল্গা-রজ্জু মোচন এবং ঘোটকে পদাঘাত পূর্ব্বক নক্ষত্র বেগে প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিলে তাঁহার বামপার্শ্বে কয়েকটি শৃগাল, প্রভাকরের অস্তগমনে আনন্দিত অন্তরে পুচ্ছ স্ফীত ও কম্পিত করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তন্মধ্যে একটি 'ক্যাহুয়া হুয়া' আর একটী 'যো হুয়া সো হুয়া' তৃতীয়টী 'ক্যা হোগা' এবং আর একটি 'মজা হোগা' এইরূপ শব্দ করিতে লাগিল।

পাঠক! সকল দেশের শৃগালই হিন্দী বলে কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পার?

সপ্তম সর্গ।

ডাকিনী যোগিনী।

রাজধানীর পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে যে সুদৃশ্য গিরিনিকর দৃষ্টি-গোচর হয়, তাহার অভ্যন্তরে একটী নির্ঝরিণীর নিকট সমতল ক্ষেত্রে দুইটী অসিতবর্ণা প্রায় পঞ্চত্রিংশ বর্ষ বয়স্কা সুদৃঢ়াঙ্গী বৃহৎকায়া রমণী বসিয়া আছে। তাহারা প্রায় উলঙ্গ, কেবল কটিদেশে সামান্য চর্ম্মাবরণ উরুর অর্দ্ধ পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত রাখি-য়াছে। বারইয়ারি পূজার শ্মশানকালীর পার্শ্বস্থিতা ডাকিনী যোগিনীর অনুরূপ। অদূরে বনলতাবদ্ধ একটি পীবরতনু বন্য ছাগ নিপতিত।

এক পরম সুন্দর যুবক ঐ স্ত্রীদ্বয়ের সমীপে সহসা উপস্থিত ; দেখিয়া তাহারা কেমন একটা বিকট ধ্বনি করিল। কিয়ৎকাল পর দুইটী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পুরুষ, যষ্টি হস্তে ঐ স্থানে উপনীত। তাহারা, আকৃতি ও পরিচ্ছদাদিতে ঐ স্ত্রীদ্বয়ের অনুরূপ।

ঐ যুবক বাল্যাবধি অবগত ছিলেন যে, ঐ স্থানে নরশোণিত লোলুপ মনুষ্যাকৃতি রাক্ষসগণ বাস করে, উহাদিগকে দেখিয়াই, ঐ বাল্যকালের বিভীষিকাময় বিবরণ সমস্ত তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

উত্তম শীকার মিলিয়াছে, ভাবিয়া উহারা আহ্লাদে গদ গদ এবং যুবকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, আমার নিকট আসিও না, আসিলে তোমাদিগকে প্রাণে বিনষ্ট করিব। উহারা সে কথায় কর্ণপাত করিল না। তাঁহার নিকটে গমন করিয়া যেমন আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, যুবক অমনি নিজকরস্থ তীক্ষ্ণধার অসি দ্বারা তাহার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিলেন, যষ্টি নিপতিত হইল। আক্রমণকারী অতি ভীষণ রবে চীৎকার করিয়া উঠিল, অপর পুরুষ তাহার পশ্চাৎ দিক হইতে, আরও পশ্চাতে সরিয়া গেল। আহত সিংহের ন্যায় ঐ ছিন্নহস্ত পুরুষ যুবককে ভয়ানকরূপে আক্রমণ করিল। যুবক তাহাকে বেগে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সে পতন-আঘাতে এবং শোণিতপাতে হীনবল হইয়া পড়িয়া রহিল। এই সময় দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্রুতপদে তাঁহার সমীপাগত, এবং সবলে পদাঘাত করিল। স্ত্রীদ্বয়ও প্রায় সমকালে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত দেখিয়া, যুবক ভয়ানক বিপদ মনে করিলেন। নিরুপায় হইয়া, সেই আততায়ীকে বামন পৈতা করিয়া দ্বিখণ্ডিত করিলেন। স্ত্রীদ্বয় ভীতা হইয়া চীৎকার করিতে করিতে দ্রুতপদে পলায়ন করিল। ক্ষুৎপিপাসা ব্যাকুলিত যুবক কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন ও ঐ স্থান স্থিত ছাগটাকে ছেদন করতঃ মাংসদগ্ধ ও পরম পরিতোষ সহকারে ভোজন করিলেন।

অষ্টম সর্গ।

আর কি গোপন থাকে ?

সন্ধ্যা গতে অন্তঃপুরে একটী দ্বিতল গৃহের প্রশস্ত কক্ষ মধ্যে মন্ত্রীদুহিতা একাকিনী গভীর চিন্তায় নিমগ্না, কি চিন্তা কেহ জানে না। যাহার রূপ আছে তাহাকে সকল অবস্থাতেই ভাল দেখায়, চিন্তায় ভ্রূ-কুঞ্চিত ও বদন বিষণ্ণ—তবু যেন সে রূপের আলো গৃহ আলোকিত করিয়াছে। দুই পার্শ্বে দুইটী আলো জ্বলিতেছে। প্রাচীরাঙ্গে পরিলম্বিত কয়েকখানি চিত্রপট তাহার একদৃশ্যতা দূর করিতেছে।

একখানি পটে একটী হরিণী, দুইটী শিশুশাবক সহ বিচরণ করিবার সময়, এক হিংস্র জন্তু হরিণীর গলদেশ দংশন করিয়া ধরিয়াছে; তাহার কাতর দৃষ্টি দর্শকের মনে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত করিয়া দিতেছে। সরলপ্রকৃতি শাবক দুইটী ঐ হৃদয়বিদারক ব্যাপারের কিছু মাত্র বুঝিতে পারিতেছে না, স্নেহ ও ভীতি মিশ্রিত ভাবে মাতার নিকটে বিচরণ করিতেছে। একটী বৃহৎ সারমেয়, অদূরবর্ত্তী স্থানে মুখ ব্যাদন পূর্ব্বক ভয়ানক চীৎকার করিতে করিতে কখন অগ্রসর, আবার পশ্চাৎপদ হইতেছে, বোধ হয়।

অপর এক খানি চিত্রপটে রক্ত বস্ত্র পরিধান একটী কৃষ্ণ-

বর্ণ পুরুষ অরণ্য মধ্যে একটী অর্দ্ধ পতিত বৃক্ষের কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান, নিকটবর্ত্তী বিরল জঙ্গলে নিদ্রিত বৃহৎ ভল্লুকের প্রতি সত্বর বাণ নিক্ষেপে উদ্যত। বিপরীত দিকে দুইটি পুরুষ অতর্কিতভাবে ঐ জন্তুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে হঠাৎ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়ায়, ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া ঐ দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অপর দিকে বেগে চলিয়া যাইতেছে। শিকারী ও ভল্লুকের মধ্যে যে দূরত্ব আছে তাহার মধ্যভাগে উপস্থিত হইয়া একটি প্রৌঢ়া রমণী হঠাৎ প্রাণনাশক জীবকে সম্মুখে দর্শন করিয়া চমকিয়া যেমন ফিরিয়াছেন অমনি শিকারীকে শীঘ্র বাণ নিক্ষেপে উদ্যত দেখিয়া দুই হাত উত্তোলন এবং নিষেধ করিতেছেন, কোন কথা বলিতে সাহস পাইতেছেন না।

সখী মন্ত্রীতনয়াকে অনেকক্ষণ দেখেন নাই, অনুসন্ধান করিতে করিতে গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া, অর্দ্ধাবরুদ্ধ দ্বার পথে দেখিলেন, তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় নিমীলিতনেত্রে, প্রাচীর প্রান্তে উপবিষ্টা। লুক্কায়িতভাবে থাকিয়া কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিলেন, মৃদুস্বরে ডাকিলেন, কোন উত্তর নাই। দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক ঈষদুচ্চৈঃস্বরে দুই তিন বার ডাকিলে, তিনি চকিতভাবে মুখ উত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন কে চপলা; এস এস।

হাঁ তাইত, আমি তোমার অনুসন্ধান করে কোথাও তোমায় পেলেম না; এখানে এসে দেখি তুমি ঘরে আছ, সেই অতিথির রূপ ধ্যান কচ্ছ।

তুমি যখন তখন আমাকে যা ইচ্ছা তাই বল, এসেই বল্লে কি, অতিথির রূপ ধ্যান কচ্ছ।

আচ্ছা সত্যি বল দেখি ঠিক তোমার মনের কথা বলেছি কি না ?

ভাল, তা ভাবলেইবা কি, তিনি আমাদের বাড়ীতে অতিথি হয়েছেন, তাঁর আহারাদির কথা ভাবলেম তাতে দোষ কি ?

আমি কি কোন দোষের কথা বলেছি ?

যার মনে যা আপনি উঠে তা' ।

আচ্ছা অতিথির খাবার সব আয়োজন হয়েছে ?

তা সব হয়েছে, কিন্তু ভাই ! কথা ফিরচ্ছ কেন, মনের কথা লুকতে চেষ্টা কচ্ছ কেন ! আমার কাছে গোপন কল্লে এ সংসারে কার কাছে প্রকাশ কর্বে বল দেখি ? আমায় সব ভেঙ্গে বল। আগুণ যতক্ষণ না জ্বলতে পারে ততক্ষণ ধূম বের করে নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করে দেয় ।

মন্ত্রীদুহিতা ভাবিলেন, কথা ঠিক, আর গোপন রাখিতে পারিতেছি না। বলিলেন, সখি ! এই অপরিচিত যুবক কি অপরূপ রূপবান—আমি এমন রূপ কখনও দেখি নি। সে কি দেব না মানব ? অতি অল্প কাল দেখে আমার মন ও নয়নের তৃপ্তি হয় নি। তিনি আমাদের বাড়ীতে এলে আমি অতিথি সৎকার উপলক্ষে মার সঙ্গে সে রূপ দেখ্‌তে গিয়েছিলেম, কিন্তু সখি ! লজ্জা ও সঙ্কোচ এত হল যে, এক বারও নয়ন ভরে দেখ্‌তে পেলেম না, এত লজ্জা কেন হল বুঝ্‌তে পারি না। মনে হল তাঁর সঙ্গে কথা বলি ; কে যেন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কৈতে দিল না। সে মধুর রূপ আর দেখতে পাব না, তাই চোখ বুজে মনে মনে দেখ্‌ছিলেম সেরূপ পরেও দেখব মনে করে, চিত্তপটে এঁকে রাখ্‌ছিলেম। যে রমণী এই পুরুষরতন লাভ

কর্বে সেই ভাগ্যবতী, আবার ভবিষ্যতের কথাই বা কেন বলি, এমন হয়ত কোন সৌভাগ্যশালিনী যুবতী এঁকে পতিত্বে বরণ করে জন্ম সফল করেছে। এঁকে দেখেছি অবধি আমার মন যেন পাগল হয়েছে। আমি কুলকামিনী একজন অপরিচিত পুরুষকে দেখে এমন হওয়া যে নিতান্ত অন্যায় তাও বুঝি, তবে কি করি মন আমার মানে না; এমন শত শত কারণ আছে যাতে আমার এ প্রকার হওয়া অনুচিত। কিন্তু আমি প্রাণকে প্রবোধ দিয়ে রাখতে পারছি না প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠছে।

এই বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইল, সখীর গলা ধরিয়া অবিরলধারে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন চপলাও আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

কিয়ৎকাল এই প্রকার মন-দুঃখ নিবারণ করার পরে চপলা বলিলেন যুবকের যেমন রূপ তেমনি মধুর স্বর, আমার সঙ্গে যে কটি কথা বলেছিলেন তা যেন আমার কাণে লেগে রয়েছে তুমি যদি বল, আমি এখনি তাঁর নিকট গিয়ে কৌশলে যেনে আসি তাঁর বিয়ে হয়েছে কি না, এবং তাঁর অবস্থাই বা কেমন।

না, তাতে প্রয়োজন নেই, আশাই সুখ আশা-লতার মূল ছেদ করা আমার বিবেচনায় উচিত নয়, যে কদিন হয় আশার আশায় থাকি।

সখী না মানিয়া চলিয়া গেল।

নবম সর্গ।

পর্ণকুটীরে।

অদ্য শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথি, নিশানাথ মার্ত্তণ্ডের অমিত তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া দীর্ঘকাল তাঁহার অস্তকাল প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এখন সময় পাইয়া পূর্ব্বদিক আলোকিত, নিশার মনোরঞ্জন, এবং জগৎ সুধারসে প্লাবিত করিয়া দিলেন।

ছাগ মাংস ভোজন করার পর যুবক ঐ স্থানে কালাতিপাত করা আর সঙ্গত মনে করিলেন না। বিজন অরণ্য মধ্যে নানা বিধ ফলপুষ্প-প্রসূ তরুলতা পরিশোভিত একটী পর্ণ কুটীরের সমীপবর্ত্তী হইলেন, সে স্থানে শান্তি বিরাজমান, ঝিল্লী রবে স্থানীয় গাম্ভীর্য্য পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। একটী কুণ্ড মধ্যে হুতাশন গম্ গম্ ও এক একবার ধপ্ ধপ্ করিয়া জলিয়া উঠিতেছে। নিকটে জনৈক পুরুষ সিদ্ধাশনে শিবনেত্রে ভ্রূযুগলের মধ্যভাগে স্থির দৃষ্টে উপবিষ্ট। তাঁহার গৈরিক বসন, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম-মাখা, য়োগীর বেশ, পক্ক শ্মশ্রু, কিন্তু যুবকের ন্যায় পুষ্ট সটান বপুঃ। মস্তকস্থ জটাবলী পৃষ্ঠোপরি পরিলম্বিত। এ দৃশ্য দর্শকের মনে সেই মহাযোগী ধূর্জ্জটীর রজতগিরিনিভরূপ উদিত করিয়া দিল। তিনি ভক্তিভাবে উদ্দেশ্যে প্রণিপাত পূর্ব্বক ধ্যান ভঙ্গ

কাল প্রতীক্ষায় নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। দীর্ঘকাল পরে যোগভঙ্গ হইলে আগন্তুকের দিকে দৃষ্টি করিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় বলিলেন, তুমি অসময়ে এ ঘোর অরণ্য মধ্যে কেন? যুবক ধীরে ধীরে আগমনবার্ত্তা বিবৃত করিলেন।

যোগীবর শ্রবণ করিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন, আমি তোমার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব, এখন তুমি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কর। পরে ফলমূল আহারান্তে উভয়ে শয়ন করিলেন। এই সন্ন্যাসীর শিষ্যরূপে যুবক নানা বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

এবম্প্রকারে কিয়ৎকাল গত হইলে যোগীবর বলিলেন, আমি স্থানান্তরে প্রস্থান করিলাম, তুমি এই স্থানে আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা কর। যদি আমি দীর্ঘকাল মধ্যেও প্রত্যাগত না হই তবে তোমার ইচ্ছামত কার্য্য করিও। এই স্থানে যে কিছু খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হও, তদ্দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করিও। কিছু দেখিয়া ভয়ের কারণ নাই। এ আশ্রমে কেহ হিংসা করে না। মৃগয়ার্থে বা অন্য কারণে কাহারও প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিও না। কোন মনুষ্য তোমার আহার্য্য সহ এ স্থানে আসিলে, তাহা গ্রহণ করিও, তাহার সহিত পরিচয়ের প্রয়োজন নাই।

যোগীবরের প্রস্থানান্তে, যুবক কখনও নিকটবাহিনী নির্ঝরিণীর তটে বসিয়া পবিত্র শীতল বায়ু সেবন এবং কখনও সমীপস্থ আমলকী, হরিতকী প্রভৃতি বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিয়া, বিচিত্র পক্ষ পতঙ্গকুলের সুললিত তান শ্রবণে মোহিত হইতে লাগিলেন। পর্ণকুটীরস্থ সংস্কৃত গ্রন্থাবলী তাঁহার সময় ক্ষেপণের সহচর হইল।

দিন, যামিনী, সপ্তাহ, পক্ষ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর

বৎসর গত হইতে চলিল, তপোধন্ আর ফিরিলেন না। নির্জ্জনে দীর্ঘকাল বাসকরা অতীব কষ্টকর হইল, তাঁহার দুঃখের দিন অত্যন্ত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল, তথাপি ঐ তপোধনের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা না করা সঙ্গত মনে করিলেন না। এই পর্ণ কুটীরে আমার এ সুখাদ্য দ্রব্যাদি কে আয়োজন করিয়া দেয়, তাহা আমি কিছুই জানিতে পারি না, আজ একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখি না কেন। এই দীর্ঘকালমধ্যে মনুষ্যের মুখদর্শন করি নাই, যদি কোন মনুষ্যকে দেখিতে পাই তাহাতেও মনের শান্তি হইতে পারে, যুবক নির্জ্জনে উপবেশনপূর্ব্বক এই প্রকার চিন্তা করিলেন। ক্ষণকাল গতে যে স্থানে খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সেই স্থানে এক ঘনপত্রাচ্ছাদিত তরুশাখায় আরোহণ পূর্ব্বক গোপনভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে কাল গত হইল কেহ আসিল না, নিরূপিত সময় অতীত হইল, জঠরানল জ্বলিয়া উঠিল, খাদ্য নাই জনমানবের সমাগম নাই। আর প্রতীক্ষায় ফল নাই বিবেচনায় অবরোহণ ও কুটীরে আগমন করিলেন। সে দিন আহার্য্য পর্ণকুটীরে, বড় আশ্চর্য্য! একি দৈব শক্তি না যোগ বল। পরদিবস কুটীরেই অনুসন্ধান করিলেন; কিছু দেখিতে পাইলেন না। ক্রমান্বয়ে দীর্ঘকাল গত হইয়া গেল কোন অনুসন্ধন পাইলেন না।

এক দিবস দেখিলেন একটি সুরূপ সুগঠন বালক তাঁহার খাদ্য সামগ্রীসহ আগমন করিতেছে, নিকটে গমন করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া বালক চমকিয়া উঠিলেন।

যুবক বলিলেন, তোমার কোন ভয় নাই, আমা হইতে তোমার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করি-

লেন, এ সুখাদ্য বহুমূল্য সামগ্রী তুমি কোথায় পাও? বালক নিস্তব্ধ, কোন উত্তর করিলেন না, অধোদৃষ্টে দণ্ডায়মান রহিলেন। আমার সঙ্গে কথা বলা তোমায় কেহ নিষেধ করিয়াছে?

বালক অটল অচল পূর্ব্বভাব।

বালকের পরিচয় গ্রহণে অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, যোগীবরের কথা মনে পড়িল, সে উদ্যম হইতে বিরত হইলেন।

অতি দরিদ্রের পক্ষে অমূল্য রত্নের ন্যায় যে বালক তাঁহার অতি আদরের ধন, তাঁহার সহিত কথা বলিতে, তাহাকে ক্রোড়ে করিতে, তাঁহার সুকুমার বদন চুম্বন করিতে, তাহাকে নিকটে রাখিতে, অনাহারে থাকিলেও তাহাকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিতে, মনুষ্যের শব্দ শ্রবণ করিতে, তাহাকে সেই পর্ণকুটীরে, হৃদয়-মন্দিরে স্থান দিতে কত বাসনা জন্মিল। দীর্ঘকাল অদর্শনের পর মানব রূপ দেখিয়া, উত্তাপিত দুগ্ধের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে আহ্লাদ আর ধরিল না, অন্তর হইতে বাহির হইয়া পড়িল, বলিলেন, তুমি আমার সঙ্গে একটী কথা কও, আমি একবার মানবমুখের মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অন্তরের তাপ নিবারণ করি। একবার বালকের সুকুমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিল, কিন্তু সাহস হইল না। ললাটে হস্তার্পণ ও হস্তে হস্ত পেষণ করিলেন, কত কি ভাবিলেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, বালকের সুন্দর মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিলেন, কোন কথা বলে কিনা দেখিবার জন্য দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাহার নিকটে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া অধোবদন কিসে উত্তোলিত হয়, তাহা চিন্তা করিলেন। তুমি যদি আমার দিকে না তাকাও, আমার সঙ্গে কথা না কও তবে

আমি এ স্থান হইতে যাই, এই বলিতে বলিতে কিয়দ্দূর চলিয়া গেলেন। বালককে তদবস্থায় থাকিতে দেখিয়া পুনরায় নিকটে আগমন করিলেন, কহিলেন, তুমি আমার সঙ্গে কথা না বলিলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব। তখন বালক একবার মুখ উত্তোলন ও যুবকের মুখপানে তাকাইলেন। অসহ্য গ্রীষ্ম সময়ে বৃষ্টি ও বায়ুর নিমিত্ত লোক ব্যগ্র হইলে, আকাশে এক খানি মেঘ দেখা দিলে, লোকের মানস যেমন আহ্লাদে গদগদ হয়, যুবকের মনে তেমনি ভাব হইল—ঐ মেঘে বর্ষণ হইবে, আশা জন্মিল, চক্ষের নিমেষ মধ্যে মেঘ অন্তর্হিত হইল, বর্ষণ হইল না—বালক আবার অধোবদন, কথা কহিলেন না। যুবকের পরিষ্কার অন্তরাকাশ বিষাদ মেঘে ঢাকিল, পুনরায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, ও বিষাদিত অন্তরে উপবেশন করিলেন।

ইতঃপূর্ব্বেও বালক গোপনে যুবককে দর্শন করিয়াছিলেন, অন্তরে তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। যুবকের দুঃখজনক বাক্য ও দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার অন্তরে ক্লেশ দিল; মৃদুস্বরে বলিলেন আপনার খাদ্য সামগ্রী কোথায় রাখি ?

নিদাঘে তৃষ্ণাতুরের পক্ষে শীতল জল, ক্ষুধাতুরের পক্ষে অনায়াস লব্ধ সুখাদ্য, নিদ্রাতুরের পক্ষে সুশয্যা, যেমন সুখদ, এ ধ্বনি যুবকের হৃদয়ে তেমনি অপার আনন্দ দান করিল।

যুবক বলিলেন, আমার কুটীরে লইয়া চল।

বালক কুটীরাভিমুখে গমন ও খাদ্য রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

দশম সর্গ।

মনের কালী।

আহারার্থ বিবিধ প্রকার মিষ্টান্ন ও সুখাদ্য ফল মূলাদি সুরম্য সুবর্ণ পাত্রে সুসজ্জিত, নিকটস্থ সুন্দর আসনে অতিথি সমাসীন, কিছু মাত্র আহার করিতেছেন না, গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

অদূরে জগা ভাণ্ডারী উপবিষ্ট, ব্রাহ্মণকুমার আহার করিতেছেন না দেখিয়া তাহার আনন্দের সীমা নাই। তিনি পত্র ত্যাগ করিবামাত্র, অন্যে অবগত হইবার পূর্ব্বে, সমস্ত আত্মসাৎ করিবে ভাবিয়া আহ্লাদে গদগদ।

জগা দীর্ঘাকার, মস্তক ক্ষুদ্র, তাহার গঠন দেখিলেই বোধ হয় বুদ্ধি তাহাতে কখন স্থান পায় নাই; উদর অতি বৃহৎ। সর্ব্বদা আকণ্ঠপূর্ণ ভোজন করে, এজন্য পণ্ডিতগণ তাহার উদরের উত্তর সীমা কণ্ঠ নিরূপণ করিয়াছেন। দক্ষিণে যে স্থানে মানব দেহ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পদরূপে পরিণত হইয়াছে ঐ স্থান। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে মেরুদণ্ড বা নীল দাঁড়ার হাড়। আহারের পূর্ণতা হেতু ক্ষুদ্র নাড়ী সমূহ অভ্যন্তরে বাস করিতে অপারগ ও কৃষ্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া উদরের উপরে উঠিয়া বিশ্রাম করিতেছে।

সহসা চপলা ঐ স্থানে উপনীতা,—জগাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণা হইলেন।

চপলার বিবেচনায় জগা নির্ব্বোধ—কিসে কি বুঝিয়া কাহার নিকট কি বলে চপলার এই আশঙ্কা। তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, জগা দাদা! তুমি একবার মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে এস দেখি, অতিথির খাবার আর কিছু আছে কি না?

জগার আশঙ্কা পাছে চপলাই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির বাধা জন্মায়, উত্তর করিল, না দিদি ঠাকরোণ আর কিছু নেই।

হাঁ, তবে তুই যাবিনে, এইখানে বসেই আর কিছু নেই, অলস অর্দ্ধেক সর্ব্বজ্ঞ, যা শীগ্‌গির।

জগা গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে আস্তে ব্যস্তে প্রস্থান করিল।

চপলা ব্রাহ্মণকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কে কে আছেন?

আমার পিতা মাতা আছেন।

চপলা উত্তর অসম্পূর্ণ মনে করিলেন, অন্যমনস্কের ন্যায় কহিলেন, আপনি কোথা বিয়ে করেছেন?

কোথায় বিবাহ করিয়াছি, না কোথায় বিবাহ করিব?

চপলা মনে মনে সন্তুষ্ট, যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়াছেন, মুখের ভাব তেমনি করিয়া; উত্তর করিলেন, আমি অতটা বিবেচনা করি নি।

আপনার পিতা কি করেন?

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

আপনাদের অবস্থা তবে ভালই ?

সরস্বতী যাঁহাকে কৃপা করেন, লক্ষ্মী প্রায়ই তাঁহার প্রতি অপ্রসন্না, আমার পিতা এই দ্বন্দ্বের এক উদাহরণস্থল।

যুবতীর বদন কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি করেন ?

অধ্যয়ন। আচ্ছা বলুন দেখি আপনার সখীর নাম কি ?

অপর্ণা।

নামটী রূপের অনুরূপ বটে, আপনার নাম কি ?

আমার নামে আর আপনার প্রয়োজন কি ?

তা যদি বলেন তবে পূর্ব্ব প্রশ্নটিরি বা উত্তর দিলেন কেন ?

আমার নাম চপলা।

চপলা, তবে এস্থানে স্থিরভাবে কেন ?

আমি যেখানে থাকি সেখানে অন্ধকার বা কালী থাকিতে পারে না, আমার সখীর মনে কালী লেগেছে, আমার উপস্থিতে পাছে কালী ঘুচে যায়, তাই তাঁর নিকট পরিত্যাগ করে অন্যত্র বেড়াচ্ছি।

কালিদাস স্মিত বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের দুই জনেরই কি বিবাহ হইয়াছে ?

হাঁ হয়েছে।

উত্তর শ্রবণে অতিথির মুখ মলিন হইল, চপলা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

কালিদাস ভাবিলেন, ইনি তবে আমায় লইয়া পরিহাস করিতেছেন। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন, কতদিন কোথায় বিবাহ হইয়াছে ?

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে গোধূলী লগ্নে আমার পিত্রালয়ে।

পথিক ভাল বুঝিতে পারিলেন না, জিজ্ঞসা করিলেন, উভয়ের বিবাহ আপনার পিত্রালয়ে কেন?

আর কোথা হবে?

আপনার সখীর বিবাহ তাঁহার পিত্রালয়ে।

ও! আপনি আমার সখীর বিয়েব কথা জিজ্ঞাসা করছেন?

আপনি আর কার কথা ভাবিয়াছিলেন?

আমার স্বামীর কথা ভেবেছিলাম।

কালিদাসের প্রাণে আশ্বাস জন্মিল, কিঞ্চিৎকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে আপনার সখীর বিবাহ হয় নাই?

চপলা এ প্রশ্নেব উত্তর প্রদান না করিয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি এখন কোথা যাচ্ছেন?

অতিথি তখন নিজের প্রশ্নের উত্তর কি হইবে এই চিন্তায় নিমগ্ন, চপলার প্রশ্ন শুনিতে পাইলেন না, পুনরায় বলিলেন তাঁহার বিবাহ হইয়াছে?

আপনি আমার কথা যে শুনেনি না।

আপনার আর কি কথা? আমার কথার উত্তর প্রদান করুন।

না, তাঁর বিয়ে হয় নি।

এই সময় জগা আসিয়া বলিল, আমাকে অনর্থক কষ্ট দিলেন, কৈ কিচ্ছু নেই।

চপলা প্রস্থান করিল, অতিথি পাত্র ত্যাগ করিলেন, জগা সমস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক ভোজন করিল।

এমন সুন্দর শয্যায় শয়ন তবু পথিকের নিদ্রা নাই। অপর্ণার মূর্ত্তি ও চপলার কথা কয়েকটী তাঁহার মানসে উদিত হইয়া, কখন আশা কখন নিরাশা কভু উভয়ের মধ্যে তাঁহার মনকে দোলায়মান করিতে লাগিল, মুহুর্ত্তের জন্যও সুস্থির হইতে দিল না। নিদ্রাদেবী অনেক ইতস্ততের পর তাঁহার সে চিন্তা দূর করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না।

এদিকে চপলার প্রস্থানের পর অপর্ণা ভয়ে লজ্জায় কখন আশ্বাসে কখন নৈরাশ্যে বিহ্বলা, সখীর ক্ষণিক বিচ্ছেদ জনিত অলিক আশঙ্কা তাঁহাকে ব্যাকুলিতা করিতে লাগিল।

একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, ঠাকুর ঝি! কর্ত্তা মা আপনাকে ডাকছেন চলুন।

অপর্ণা অনিচ্ছা সত্বেও তখনি মাতার নিকট গমন করিলেন। মনের ভাব গোপন করিতে চেষ্টা, কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, মন তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ না করিয়াই ক্ষণে ক্ষণে অনুপস্থিত হইতে লাগিল। চপলার সঙ্গে দেখা হইল না জন্য তাঁহার দুঃখের অবধি রহিল না। পথিকের ন্যায় তাঁহারও সে শর্ব্বরী অনিদ্রায় যাপিত হইল।

প্রণয়ের সঞ্চার সময় অনেক স্থলে দুঃখদ, দুঃখলব্ধধন আনন্দপ্রদ, তাহাতে যত্ন ও আদর অধিক জন্মে। পরিণামে অধিক সুখ উৎপাদন করিবার নিমিত্তই বিধাতা প্রণয়ের সঞ্চার-সময় ক্লেশদায়ক করিয়াছেন।

একাদশ সর্গ।

শমন-বাহন।

একদা আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যুবক নির্জনে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় সহসা একটী তরুণ বয়স্ক অরণ্য মহিষ তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। ঐ হিংস্র জন্তু নাসিকায় ফঁস্ফঁস্ শব্দ ও গুল্মাদি বিকম্পিত করিয়া, অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিল। তাঁহার পার্শ্বস্থ খরধার কৃপাণদ্বারা এক আঘাতেই ঐ শত্রুকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে সক্ষম থাকিলেও অমিতবীর্য্য যুবক তাহার শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করিলেন। পরে উহার নতমুখ প্রস্তরোপরি বেগে পৃষ্ট করায় শোণিত স্রাব হইতে লাগিল। তখন সে রাগান্ধ হইয়া দ্বিগুণ বলে যুবকের দিকে অগ্রসর হইল, যুবক সে বেগ সম্যকরূপে প্রতিরোধ করিতে অশক্ত, যথাসাধ্য বল প্রয়োগে বেগ নিবারণ এবং ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। কিয়ৎ কালানন্তর যখন শত্রুকে ক্লান্ত বোধ করিলেন, তখন সবেগে তাহাকে পশ্চাৎ দিকে ঠেলিয়া সমীপবর্ত্তী বৃক্ষের সহিত এমন বলে আঘাতিত করিলেন যে, তাহার পশ্চাৎভাগ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল।

এই প্রকারে বারত্রয় যাতায়াত এবং আঘাত করার পর সেই বন্য পশু অসার হইয়া ভূতলশায়ী হইল। যম তাঁহার বাহনকে নিজালয়ে লইয়া গেলেন।

পাঠক মহাশয়! বালক যে দিন খাদ্য রাখিয়া প্রস্থান করে, তাহার পর যুবক কত অনুসন্ধান করিলেন আর বালককে দেখিতে পাইলেন না।

অনেক দিন পরে আজ আবার সেই মধুর রূপ পর্ণ কুটীরে উপস্থিত। উভয়ে নানা প্রকার কথোপকথন হইল—বালক জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এস্থানে আর কতকাল থাকিবেন?

আমি তাহা ঠিক বলিতে পারি না, যোগীবরের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিব।

তিনি যদি আর না ফেরেন?

তখন যা মন চায় তা করিব।

তখন কখন?

যখন জানিব তিনি আর আসিবেন না।

তা যদি আপনাকে কেহ না জানায়?

আমি যখন নিজেই বুঝিতে পারিব যে, তিনি আর ফিরিবেন না।

এখনও আপনার ভরসা আছে?

না থাকিলে চলিয়া যাইতাম।

আপনি বিবাহ করিয়াছেন?

না, এ সংসারে আমার কেহ নাই।

বিবাহ করিবেন?

ভাগ্যে কি আছে জানি না, এখন আমার যে দশা দেখিতেছ

—তুমি যদি আমায় খাইতে না দেও তবে আমি উপবাসী, এই কথা বলিবার সময় যুবকের মুখ বিষণ্ণ হইল, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

বালক মস্তক অবনত করিলেন, তাঁহার এক বিন্দু অশ্রু পতন হইল।

আপনি কে, আপনার নাম কি, এ বিজন অরণ্যে কেন বাস করিতেছেন?

যুবকের মুখচ্ছবি আরও মলিন হইল, কিয়ৎকাল নীরবে রহিলেন, পুনরায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

বালক আবার পূর্ব্ব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

সে সমস্ত কথা উত্থাপন করিয়া আমায় কষ্ট দিও না।

আপনাকে কষ্ট দিবার ইচ্ছা নাই, তবে পরিচয়টা জানিতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে, যদি কোন বাধা না থাকে তবে আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।

তোমায় আমি যে ভালবাসি, তুমি আমার যে উপকার করিতেছ, তাহাতে তোমার নিকট গোপন করিবার কোন প্রয়োজন বা বাধা দেখি না, কিন্তু আমি এ স্থানে থাকা প্রকাশ হইলে, আমার সমস্ত আশা ভরসা, এমন কি আমার প্রাণও বিনষ্ট হইতে পারে।

তা যদি হয় তবে নাই বলিলেন, কিন্তু আমার নিকট বলিলে প্রকাশ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

এখন নাই কিন্তু হইতে পারে।

সে জন্য কোন আশঙ্কার কারণ নাই, আপনি বলুন।

যুবক বালকের কর্ণের নিকট মুখ রাখিয়া অতি গোপনে কি বলিলেন।

শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল বদনে বালক প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ সর্গ

সাগরতরঙ্গে।

কালিদাসের পিতা সুচতুর ও সুপণ্ডিত, ক্রমান্বয়ে পুত্রের ভাবভঙ্গি দৃষ্টে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মন প্রণয়ে অধিকার করিয়াছে। সমপাঠিগণের সহিত আলাপে তাঁহার সে প্রত্যয় দৃঢ়তর হইল। কাহার প্রণয়ে সন্তানের মন সন্তপ্ত তাহা কোন ক্রমে জানিতে পারিলেন না।

এক দিবস কালিদাস পিতা মাতার অনুমতি অনুসারে রাজধানী অভিমুখে গমন করিলেন। সূর্য্যাস্তের পর মাধবপুরে চপলার সহিত সাক্ষাৎ হইল।

চপলা বলিলেন, কি ঠাকুর! আবার এ স্থানে কেন? আর আমরা আপনার মত অতিথকে স্থান দেই না।

কালিদাস বালক, প্রথম প্রণয়ের পথে পদার্পণ করিয়াছেন, চপলার কথায় মর্ম্মাহত হইলেন, কি উত্তর করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে বলিলেন, আমি ত কোন অপরাধ করি নাই, তবে আমায় এ কথা বলিলেন কেন? এবার আমি অতিথি হইতে বা দেখা দিতে আসি নাই, আপনাদিগকে একবার দেখিতে আসিয়াছি।

আমাদিগকে দেখিলে আপনার লাভ কি?

কি লাভ জানি না, কেন দেখিতে ইচ্ছা হয় বুঝি না, মন পাগল হইয়াছে, তাহাকে বুঝাইয়া রাখিতে পারিলাম না, তাই দেখিতে আসিয়াছি। এই কথা বলিবার সময় পথিকের মুখ বিষণ্ণ, চক্ষু সজল হইল। তাহাতে চপলার মন আর্দ্র হইল, তাঁহার প্রাণের প্রাণ অপর্ণার জীবনধনকে অমন করিয়া কান্দান আর ভাল লাগিল না।

মহাশয়! আমার সখী আপনাকে দেখা অবধি পাগল হয়েছেন, কেবল আপনার কথাই বলেন; যদি আপনিও তাঁকে এক আধ বার ভেবে থাকেন, তবে আমাদের পরম সৌভাগ্য।

কালিদাস কিঞ্চিৎ ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, আমি দিবারাত্রি সেই সুবদনীর চিন্তাসাগরের তরঙ্গে পতিত হইয়া কভু নিমজ্জিত, কভু ভাসমান হইতেছি; এখন আমার এমন দশা যে, আর কূলে গমন বা সন্তরণ করিবার শক্তি নাই, শক্তি বিহীনে এ দেহ সেই অতলস্পর্শ জলধি-জলে নিমজ্জিত হইবে, অথবা অসীম সাগর বক্ষে অনন্তকাল ভাসিয়া বেড়াইবে। আপনার সখী আমাকে তাঁহার বাহু ও শক্তি দান করিলে, আমি এখনও কূল পাইতে পারি, আমি ব্রাহ্মণ কুমার, দানের সৎপাত্র, সৎপাত্রে দান স্বর্গারোহণের সোপান পরিষ্কার করে।

চপলা মৌনাবলম্বন করিলেন, ভাবিলেন, ইনি কিঞ্চিৎ অধিক স্বাধীনতা ও মনের আবেগ দেখাইতেছেন। ইহা কি বাস্তবিক প্রণয়ের বেগ সম্বরণে অসমর্থতা হেতু, কিম্বা দরিদ্র ব্রাহ্মণ ধনী লোকের তনয়ার পাণি গ্রহণে বড়লোক হইবার প্রবল ইচ্ছায়?

পুরুষের সরল প্রেমের আবেগকে. কুটীলতা পূর্ণ বক্রভাব বিবেচনা করা, কামিনীকুলে এক প্রকার স্বাভাবিক। চপলা এ স্থানে জাতীয় ধর্ম্মানুগামিনী হইলেন। শেষোক্ত ভাবই তাঁহার বিবেচনা সিদ্ধ হইল।

চপলা বলিলেন, মন্ত্রী মহাশয় তাঁহার মেয়ের বিয়ে ভবনগরের ঠাকুর পুত্রের সঙ্গে এক প্রকার স্থিরই করেছেন। আমি তাঁতে নানা প্রকার আপত্তি করেছি, তিনি তা গ্রাহ্য কচ্ছেন না। এই কার্য্যই বোধ হয় ঠিক হয়ে যাবে। আর যেমন ঘরের মেয়ে, তাতে সেই কার্য্যই উপযুক্তও বটে।

কালিদাস বলিলেন, ভবনগরের ঠাকুর অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর, কিন্তু বড়লোক সাধারণতঃ মুর্খ হয়, মুর্খ হইলে এ রমণী রত্ন লাভের অধিকারী নহে, সুশিক্ষিতা অপর্ণার প্রণয়ভাজন হইতে পারে না।

শেষের কথাটি চপলার মনে ধরিল, মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত এ তর্ক করিবেন ভাবিলেন। পরে অন্যান্য বাক্যালাপে বুঝিলেন, বাস্তবিক কালিদাসের মন প্রণয়ে অধিকার করিয়াছে।

চপলে! এ দেবদুর্লভ রূপলাবণ্যবতী রমণী আমি লাভ করিতে পারিব এমন সম্ভাবনা অতি অল্প, তবে জন্মের মত তাঁহাকে আর একবার দেখিয়া যাই এই আমার বাসনা। আপনি দয়া করিলে আমার এ আশা পূর্ণ হইতে পারে। একবার দেখা হইলে, নয়ন মন ও এ জীবন সার্থক জ্ঞান করিতাম।

আমি এখন এ কথার কোন উত্তর কত্তে পাচ্ছি না। আপনি এখানে থাকুন, আপনার প্রার্থনা পূর্ণ হবে কি না, তা ফিরে এসে জানাব, বলিয়া চপলা প্রস্থান করিলেন।

পথিক তাঁহার অনুপস্থিত কালে চিন্তা করিলেন, যদি অনুমতি পাই, তবে তাঁহার নিকট মনের বেদনা জানাইব, আবার তখনি মনে উদয় হইল যদি অনুমতি না পাই, তবে আমার দশা কি হইবে, আমি কি করিব, ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, মন অত্যন্ত অস্থির হইল। চপলা আর ফিরিলেন না।

ত্রয়োদশ সর্গ

রণযাত্রা !

উজ্জয়িনীর রাজবাটীর অন্তঃপুর মধ্যে সপ্তত্রিংশৎবর্ষ বয়স্কা এক রূপবতী বিধবা রমণী কুশাসনে সমাসীনা, তাঁহার অধোবদনে বিষাদের লক্ষণ প্রতীয়মান ! তিনি কৃশাঙ্গী, পর্য্যুষিত কুসুমের ন্যায় মলিনমুখী, মনোনিবেশপূর্ব্বক দেখিলে বোধ হয় এ কুসুম দিনান্তে বাসি বা মলিন হয় নাই, শোকাদি কীটের আভ্যন্তরিক দংশনে তেমন দেখাইতেছিল।

সোরপ্রতাপ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। নিকটস্থ একটি বিধবা মহিলা বলিলেন, মা ! রাজপুত্র এসেছেন। কোন উত্তর নাই। মন ইন্দ্রিয়ের চালক, সে মন চিন্তায় নিমগ্ন, ইন্দ্রিয়ের কোন কার্য্য হইল না ; তিনি কিছু দেখিতে বা শুনিতে পাইলেন না।

যাহারা পাপকার্য্যে রত, তাহাদের মন সদা সন্দিহান। রাজপুত্র ভ্রাতাকে বন্দী করার পর হইতে নিতান্ত সন্দিগ্ধচিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন। কখন্ বা সমস্ত বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়ে, তজ্জন্য সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতেন। মাতার এ ভাবের

অর্থ তিনি এই বুঝিলেন যে, তাঁহার দুষ্কার্য্যের বৃত্তান্ত তিনি অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, না হইলে এতক্ষণ কথা কহিতেছেন না কেন। এই ভাবনায় রাজকুমার বিষণ্ণ হইতেছেন। কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া ঈষৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, মা! আমায় কেন আসিতে আদেশ করিয়াছেন?

রাণী বলিলেন কে, বাছা সৌরপ্রতাপ! তুমি কতক্ষণ আসিয়াছ? আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, তোমায় দেখিতে পাই নাই।

আমাকে আসিতে বলিযাছেন কেন?

আমি শুনিলাম, বিক্রমাদিত্য রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, তোমার লোক গুপ্তবেশে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাকে বন্দী করিয়াছে, এ কথা কি সত্য?—নিস্তব্ধ হইয়া রহিলে কেন—কথা বল না যে?

হুঁ মা! আপনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা সত্য।

তোমার একার্য্য নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে, যত সত্বর হয় তাহাকে মুক্ত কর, আমার আদেশ প্রতিপালন কর।

সে এখন কোথা আছে জানি না।

কি তুই জানিস্ না? কি আমার নিকট মিথ্যা ব্যবহার, তবে তুই বোধ হয় তাহাকে প্রাণে বিনষ্ট করিয়াছিস্। রে দুরাচার! তুই তবে এখনি আমার নিকট হইতে দূর্ হ।

কুমার বলিলেন, মা! আমি তাহাকে প্রাণে বিনষ্ট করি নাই, আবদ্ধ করার পর, বিক্রম প্রহরীদিগের হস্ত হইতে পলায়ন করিয়াছে, অনুসন্ধানে লোক নিযুক্ত করিয়াছি, কিন্তু কিছু জানিতে পারি নাই।

এই সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, সৈন্যা-

ধ্যক্ষ, মন্ত্রী মহাশয়, পূর্ব্বমন্ত্রী, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে এসেছেন !

পূর্ব্ব মন্ত্রী ! তিনি যে সন্ন্যাসী হইয়াছেন।

আজ্ঞা তিনিই।

আচ্ছা, আসিতে বল।

ক্ষণকাল পরে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন, এবং যোগীবর বলিলেন, রাজ্য নষ্ট হইল, শাসনাভাবে প্রজাগণ বিভক্ত সুতরাং দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

পার্ব্বত্য জাতিগণ দেশ আক্রমণ করিয়াছে, তাহাদের উচিত শাসন হইতেছে না ! বৃহৎ পর্ব্বত আভ্যন্তরিক উৎপাতে শতধা বিভক্ত হইলেও যেমন প্রত্যেকে পূর্ব্ব গৌরবের পরিচয় দেয়, খণ্ড রাজ্যের অধীশ্বরগণ তেমনি আত্ম বলবার্য্য দেখাইতে ক্রটি করিতেছেন না; কিন্তু সমস্ত নিষ্ফল হইতেছে। রাজগৃহে বিবাদ থাকিলে রাজ্যের বল ও শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া যায়।

রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, পার্ব্বতীয় জাতিগণ কেন আক্রমণ করিল ?

তাহারা বলে, একজন শিকারী তাহাদের জনৈক প্রধানকে বধ করিয়াছে। আমি জানিতে পারিয়াছি, কুমার বিক্রমাদিত্যই এই কার্য্য করিয়াছে। রাজপুত্রদ্বয়ের মধ্যে একটা মীমাংসা হওয়া উচিত, নতুবা বিষম বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

রাণী বলিলেন, বিক্রমাদিত্য তবে প্রাণে বাঁচিয়া আছে ? সে এখন কোথা ?

পার্ব্বত্য অরণ্য মধ্যে নানা বিপদ ভোগ করিয়া, আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, আমি তাহাকে রাখিয়াছি।

একবার তাহাকে আমার নিকট আনিয়া দিন্।

সমস্ত মীমাংসা না হইয়া গেলে, তাহাকে উপস্থিত করিব না।

আপনারা এখনি একটা মীমাংসা করুন।

আমরা যুক্তি করিয়াছি, উভয় ভ্রাতা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া যে জয়ী হইবে, এ রাজ্য তাহার। রাজ্যের লোক কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিবে না, তাহাতে রাজ্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এখন আপনার ও রাজপুত্রদ্বয়ের মতের প্রতীক্ষা।

রাণী—আপনাদের মতেই আমার মত।

পরে সকলে সৌরপ্রতাপের মুখপানে দৃষ্টি করিলেন। তিনি বলিলেন, ক্ষত্রিয়তনয় কখনও এ প্রস্তাবে অসম্মত হইতে পারে না।

সকলে প্রস্থান করিলেন।

সৌরপ্রতাপ নিজ কক্ষে শয়ন করিয়া ভাবিলেন, নিরাপদে এ রাজ্যলাভ করিতে পারিলাম না, যুদ্ধের কি ফল হয় বলা যায় না। যদি পরাজিত হই, তবে কেবল কলঙ্কই রহিল। এই সমস্ত চিন্তায় বায়ু বৃদ্ধি হইয়া তাঁহার মস্তিষ্কে তরঙ্গ উৎপাদিত করিল। দণ্ডের পর দণ্ড, প্রহরের পর প্রহর গত হইল, উত্তরোত্তর বায়ু প্রবল, তরঙ্গ বৃদ্ধি পাইল; সে প্রবল বায়ু ও বিশাল তরঙ্গে নিদ্রাজাহ্নবী নৌকা চালনা করিতে সক্ষম হইলেন না।

চতুর্দ্দশ সর্গ

মল্লে মল্লে।

যুদ্ধের প্রস্তাব হইবার এক সপ্তাহ পর, রাজবাটীর বহির্ভাগস্থ প্রাঙ্গনের পার্শ্ববর্ত্তী স্তম্ভোপরি দ্বাদশটি বৃহৎ দামামা সহসা গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া গগণস্পর্শী ভীষণ শব্দ করিয়া উঠিল।

সৌরপ্রতাপ ও বিক্রমাদিত্য মল্লবেশে নিজ নিজ বাহুমূলে চপেটাঘাত করিতে করিতে সেই প্রাঙ্গনে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে ঐ স্থানের ধূলি উত্তোলন পূর্ব্বক শরীরে পৈষণ করিতেছেন।

কয়েকটি পরম সুন্দরী যুবতী সমীপস্থ প্রাসাদের গবাক্ষ দ্বারে উপবেশন করিয়া, পরস্পর কহিতেছেন, এমন সোণার অঙ্গে মাটি মেখে বিকৃতি না করিলে কি মল্ল যুদ্ধ হয় না?

যুবকদ্বয় আপন আপন উরুদেশে হস্তার্পণ এবং শরীরার্দ্ধ বক্র করিয়া পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। 'হাতিশিন' পেঁচে মস্তকে মস্তক লগ্ন, ও উভয়ে উভয়ের বাহুমূল ধারণ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল বল প্রকাশ, এবং সুবিধাজনকরূপে ধরিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দৃষ্টতঃ ইহাঁদের তৎকালে কোন কার্য্য না করাই প্রকাশ পাইল, কিন্তু নাসিকার বিশাল শব্দে দর্শকগণ বুঝিতে পারিলেন, এ সামান্য ব্যাপার নহে।

পরক্ষণে উভয়ে উভয়কে বাহুবেষ্টিত, এবং 'হাতীছাঁদ' পেঁচে পদে পদে পদ জড়িত, একে অন্যকে ভূশায়িত করিতে আগ্রহান্বিত, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

মুহূর্ত্ত মধ্যে উভয়ে ভূতলে পতিত, একে অপরের পৃষ্ঠোপরি উপবিষ্ট, তাঁহার মেরুদণ্ড মৃত্তিকা স্পর্শ করাইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু যত্ন সফল হইতেছেনা; হঠাৎ লম্ফ প্রদানে পরস্পর পৃথক হইয়া গেলেন।

রণভূমির চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতে ঘুরিতে সৌরপ্রতাপ বিক্রমাদিত্যের গলদেশে হস্ত দ্বারা 'নাগপাশ' পেঁচ কসিলেন, মুহূর্ত্তের অসতর্কতায় তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারিত, কিন্তু আক্রান্ত রাজকুমার ক্ষিপ্রহস্তে আত্মরক্ষা করিলেন; অতি ত্রস্ততার সহিত নিজ হস্ত দ্বারা এমনভাবে বাধা দিতে লাগিলেন যে, পেঁচ কোন ক্রমে দৃঢ় হইতে পারিল না, আর অর্দ্ধদণ্ড চেষ্টার পর আক্রমণকারী পশ্চাৎপদ হইলেন।

"উড়াক" পেঁচে একে অপরের গলদেশ হইতে মস্তকছিন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমুচিত নৈপুণ্যের সহিত রক্ষিত হওয়ায় চেষ্টা বিফল হইল।

যে পেঁচে একে অন্য সমকক্ষ বা অধিকতর শক্তি সম্পন্ন মল্লকে হস্তধারণ পূর্ব্বক দশ বার হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিতে সক্ষম, তাহার নাম "ধোবিপাট"। ইহাতে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তির অঙ্গ বিকল, যুদ্ধে অসমর্থতা বা তেমন হ'লে প্রাণবিয়োগ হইতে পারে। বিক্রমাদিত্য জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে এ চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইলেন।

মগলী, বাঘাদস্ত, বগলী, রুবী এবং সেরাজবন্দ প্রভৃতি নানাবিধ পেঁচ ও কৌশলে মল্লযুদ্ধ হইল।

দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর উভয়কে ক্লান্ত দেখিয়া, মধ্যস্থগণ যুদ্ধ ক্ষান্ত করাইলেন। বিবাদ মীমাংসা হইল-না।

এ যুদ্ধে কোন অস্ত্রের ব্যবহার না থাকায়, যোদ্ধাগণের গাত্রে বিশেষ কোন চিহ্ন রহিল না। কিন্তু উভয়ে উভয়ের বিশাল বিক্রম অনুভব করিলেন।

সাধারণতঃ যে সমস্ত কুস্তিগির খেলা দেখাইয়া উপার্জ্জন করে, তাহারা শরীর রক্ষা করিয়া চলে, এ সে প্রকার খেলা নহে। রাজসিংহাসনের লালসায় নির্ম্মম হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ।

কেহ কাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে না পারিয়া বিষাদগ্রস্ত হইলেন।

এত ক্লান্তি ও কষ্ট, তবু কিসে যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন, এই চিন্তায় তাঁহারা দিন যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। কখন হিংসা কখন দ্বেষ, জয়লাভে সুখ, পরাজয়ে দুঃখ, এ যুদ্ধের পরিণাম, নিজের বা ভ্রাতার প্রাণবিনাশ, ইত্যাদি নানা চিন্তা তাঁহাদিগের মানস আকাশে উদয় ও বিলয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

পুনর্ব্বার শর্ব্বরী প্রভাতা, সূর্য্যদেব উদিত হইলেন, তাঁহার বাল্য, যৌবন পৌঢ়াবস্থা ক্রমে গত হইল, তিনি রশ্মিজালে কখন সংসারের উপকার, কখন অপকার, শীতের স্থানে সুখ, গ্রীষ্মের দেশে দুঃখ প্রদান করিলেন। দিননাথ কভু মেঘাবৃত, কভু প্রভাকর, পরিণামে শেষাবস্থা প্রাপ্ত এবং পুনরায় বাল্যভাব ধারণ করতঃ লীলা সম্বরণ করিলেন। এ সংসার তিমিরাচ্ছন্ন হইল, সূর্য্যের নাম বিলোপ হইয়া গেল, একের পর অন্যের অধিকার হইল, যুবকদ্বয় ইহা দেখিয়াও বুঝিলেন না যে, তাঁহাদেরও ঠিক সেই দশা। উভয় ভ্রাতাই জানিতেন যে, যে প্রাণসংশয় ব্যাপারে

তাঁহারা লিপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে যে রাজ্য লব্ধ হইবে, তাহা চিরকাল ভোগ্য নহে। কিন্তু মায়ার কি মোহিনী শক্তি! মোহের কি পরাক্রম! লোকে বুঝিয়াও বুঝে না, দেখিয়াও দেখে না!

পঞ্চদশ সর্গ।

উদ্যান প্রান্তে।

চপলার প্রস্থানের পর কালিদাস যে অবস্থায় কাল যাপন করিলেন, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের অনুভব করিবার শক্তি নাই।

দীর্ঘকাল গতে চপলাকে আসিতে দেখিয়া, পথিক দোলায়মান চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইল?

চপলা নিস্তব্ধ, কোন উত্তর করিলেন না, মুখ ভারি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কেন, কোন উত্তর দিতেছেন না কেন? যদি আমার আশালতা ছিন্ন হইয়া থাকে, তবে আমাকে জানিতে দেওয়াইত ভাল, আমি আর তাহা সংবর্দ্ধন করিতে চেষ্টা করিব না। তবে তাঁহাকে দেখিয়াছি অবধি আমার কেমন ভাব হইয়াছে, তাঁহাকে না দেখিলে প্রাণ অস্থির হয়, থাকিতে পারি না, তাই চক্ষের দেখা দেখিতে আসিয়াছি। তিনি যদি আমাকে না দেখিতে ইচ্ছা করেন,—না দেখিলেন, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। আমি তাঁহাকে এক বার দেখিয়া যাইব, আপনি তাহাই সংঘটন করিয়া দিন। যদি আমার ভাগ্যে তাহাও না ঘটে, তবে

আমার এ জীবন রক্ষা হইবে না, তোমার সখীতে ব্রহ্মহত্যার পাপ বর্ত্তিবে।

সে ভয় দেখিয়ে কিছু হবে না, ঠাকুর! আমরা সে ভয় করিনে। আমার সখী রূপে অনুপমা, গুণের তুলনা নেই, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী। তাঁকে দেখে আজ আপনি পাগল, আবার তাঁকে দেখতে চাচ্ছেন ; তাঁকে প্রণয়ে আবদ্ধ ক'রে বিয়ে কর্ত্তেও, বোধ হয় আশা আছে। আজ ব্রহ্মহত্যার ভয়ে আপনার সঙ্গে দেখা কর্লেন, কাল ঐ কারণে আপনার সঙ্গে বিয়ে বস্‌তে হবে। এমন শত শত লোক এ প্রকার কামনা ও আশা কর্ত্তে পারে, তাই কি তিনি সকলের আশা পূর্ণ কর্‌বেন? আপনার তবু রূপও আছে, গুণও আছে. বয়সেও যুবক, আপনার আশা পূর্ণ হতেও পারে ; কিন্তু মনে করুন, এক জন কুরূপ বৃদ্ধ কোন গুণ নেই, এমন লোক যদি এই প্রকার আশা করে ও ব্রহ্মহত্যার ভয় দেখায়, তখন আমরা কি কর্‌ব? তাঁর প্রাণ যাকে যায়, তাঁর মনোবাঞ্ছা অবশ্য পূর্ণ হবে। কিন্তু তিনি যাকে ভালবাসেন না, সে মরুক, তাতে তাঁর ক্ষতি কি? কোন পাপ তাঁকে স্পর্শ কর্ত্তে পারে না। যে রমণীর রূপ গুণ এক জনেরই আনন্দ বর্দ্ধনে রত হয়, তাঁরই রূপ গুণের প্রশংসা। একাধিক পুরুষের মনোরঞ্জন রমণী ধর্ম্মের বিপরীত। আপনি জ্ঞানী, জেনে শুনে আমাকে অনর্থক ভয় দেখাচ্ছেন কেন?

চপলা ক্ষান্ত হইলে, কালিদাস কিছু কাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন, তবে আর কি সে রূপ দেখিতে পাইব না?

"না, আপনি এখন এখান থেকে যান, লোকে দেখ্‌লে

নিন্দা কর্‌বে, আপনি কেন আমাদের ব্যড়ীর কাছে ঘোরেন?"

কালিদাস বিপরীত দিকে গমনোন্মুখ, দক্ষিণ পদ বিক্ষেপ, এবং চপলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; চপলা দেখিলেন, যুবকের আনন বিবর্ণ হইয়াছে; সেই ব্যথিত হৃদয়ে আর ব্যথা দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না, ঈষৎ হাস্য বদনে বলিলেন, মহাশয়! সন্ধ্যার পর আপনি আমাদের অন্তঃপুর উদ্যানের প্রাচীরের বাহিরে দাঁড়ালে, তাঁকে দেখ্‌তে পাবেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই পথিক উদ্যান প্রান্তে উপস্থিত, অধোবদনে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক সম্মুখে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সম্মুখে সুরম্য উদ্যান নানা জাতীয় পুষ্পাদিতে পরিশোভিত, সে শোভা দর্শক মাত্রের মনোরঞ্জন করে, কিন্তু কালিদাসের মনোরঞ্জন করিল না;—কেন করিল না তাঁহার মন ও নয়ন তদপেক্ষা সুরম্য পদার্থ প্রাপ্ত হইতে লালায়িত! ক্রমে সন্ধ্যা গত হইতে চলিল, অপর্ণা বা চপলা কেহই আসিল না।

কত আশা, কত ভরসা, কত সুখস্বপ্ন, সমস্তই স্বপ্নের ন্যায় অলীক বোধ হইল। একবার উপবেশন করিলেন, দক্ষিণ হস্তে কপোল বিন্যস্ত, ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, নয়ন নিমীলিত করিয়া অপর্ণার রূপ ধ্যান ও চপলার বাক্যগুলি স্মরণ করিলেন, ভাবিলেন, এবার দৃষ্টি করিলেই বাঞ্ছিত বস্তু দর্শন করিবেন, নেত্রপাত করিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। পুনরায় চিন্তায় নিমগ্ন, মনুষ্যের পদশব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল, অন্তরে আশার সঞ্চার হইল, নয়ন উন্মীলিত করিলেন, কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বিষাদগ্রস্থ হইলেন, কি করিবেন স্থির

করিতে পারিলেন না, ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছায় পদবিক্ষেপ অমনি দণ্ডায়মান হইয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিলেন, চন্দ্রালোকে উদ্যান হাসিতেছে, প্রার্থিত পদার্থ নাই, পুনরায় চলিলেন।

লতামণ্ডপের মধ্য হইতে শব্দ হইল, "ও ঠাকুর! যাচ্ছ কোথা?" এ শব্দ কাহার, এ যে বামাকণ্ঠ, এ যে চপলার কণ্ঠ-ধ্বনি, কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন, পুনরায় নিস্তব্ধ, আর শব্দ নাই। তবু লুব্ধাশ্বাসে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় অপর্ণা উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রণয়ীদ্বয় হারা নিধি প্রাপ্ত হইলেন। সতৃষ্ণ নয়নে পরস্পর রূপ মাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিলেন।

চপলা লতামণ্ডপ হইতে বহির্গত হইয়া, অপর্ণার অজ্ঞাতে পথিককে যাইতে সঙ্কেত, এবং সখীর হস্তধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

পথিক কত কথা বলিবেন আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাক্য স্ফুরণ হইল না; মনের কথা মনেই রহিয়া গেল, ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

অপর্ণা অন্তঃপুরে যাইতে যাইতে, অনেক বার সেই পথিকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

চপলা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনিও একটী কথা বল্লেন না, তুমিও তাঁর সঙ্গে কটি কথা কইতে কত সাধ করেছিলে, কিন্তু তাঁকে এনে দিলেম; একটী কথাও বল্লে না।

কি জানি, সহসা তাঁকে দেখে আমার যেন কেমন হ'ল। আগে জান্‌লে, না হয় প্রস্তুত হয়ে যেতেম, তুমিও আমায় তা কিছু বলনি।

এত অল্প সময় দেখে আমার নয়নের সাধ মিটিলই না, আর কথা কব কখন্? যেমন দেখা, অমনি তুমি আমায় ধ'রে নিয়ে এলে। সখি! সে বোধ হয়, আমায় ভালবাসে না—ভালবাস্‌লে আমার সঙ্গে কথা না ব'লে সে পথিক, পথিকের মত চলে যেত না। আমিও তাঁকে কেমন ভালবাসি, তা বুঝি না। আমি তোমায় ভাল বাসি, তোমার নিকট আমার কোন লাজ নেই, তাঁর নিকট আমার এত লাজ লাগে কেন? আহা! কি অপরূপ রূপ লাবণ্য! সখি! আমি কি সাধে তাঁকে ভালবাসি? তাঁর রূপ, তাঁর নয়ন ছুটী আমাকে ভালবাসায়, ইনি কি এবার আমাদের বাড়ীতে অতিথি হবেন না?

আচ্ছা, দেখ চপলে? আমি তোমার নিকট একটী পরীক্ষা দি, তুমি দেখ, আমি কেমন চিত্র লিখ্‌তে শিখেছি! এই বলিয়া, অপর্ণা নির্জ্জনে বসিলেন, চপলা চলিয়া গেলেন।

পর দিবস প্রত্যূষে অপর্ণা চিত্রপটখানি হস্তে করিয়া দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মোহিত হইতেছিলেন, সেই সময় চপলা তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ও কি হচ্ছে? এই দেখ, আমি কেমন চিত্র লিখেছি! চপলা পটখানি হস্তে লইয়া দেখিলেন, কল্য সন্ধ্যার পর যে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন; এ তাহারই চিত্র। চিত্রের নৈপুণ্য দেখিয়া চপলা বিস্মিতা হইলেন! পরে চিত্রখানি প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন, এমন পরম সুন্দর সজীব চিত্র আমার চক্ষে আর কখন পড়েনি। তুমি বোধ হয় কাল রেতে ঘুমাও নি, এঁরি সঙ্গে কাল কাটিয়েছ। তুমি আর এখন পথিককে না হ'লে থাক্‌তে পার না।

অর্পণা ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, ছবি এঁকেছি, তাত্তেও তোমার নানা কথা।

তাঁহার অনুপস্থিতে অর্পণা কি করেন, তাহাই দেখিবার জন্য চপলা কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু সফলমনোরথ হইতে না পারিয়া, ঘুরিয়া পশ্চাৎভাগে গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া গোপনে দেখিতে লাগিলেন।

সেই বালিকা পর্য্যঙ্কোপরি শয্যায় উপবেশন, এবং চিত্রখানি অনিমেষ নেত্রে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বক্ষে স্থাপন করিলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিয়া, তাহা অঞ্চল দ্বারা পুঁছিলেন। চিত্রখানি একপার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। চপলা নীরবে প্রস্থান করিলেন।

ষোড়শ সর্গ।

ঘোটক কবন্ধ।

নিরস্ত্রে মল্ল যুদ্ধের প্রায় একপক্ষ পরে, প্রত্যূষ সময়ে উজ্জয়িনী নিস্তব্ধ, কচিৎ নদীর ঘাটে, দুই একটী ব্রাহ্মণ "গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রুয়াৎ" ইত্যাদি বলিতে বলিতে অবগাহন করিতেছেন। নগরের পার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ভয়ানক মধুর রণবাদ্য সকলের শ্রুতিগোচর হইল। সে ধ্বনি জনপদের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ব্যাপ্ত ও সকলকে চকিত করিয়া তুলিল। ঐ শব্দ লক্ষ্য করিয়া জনস্রোত কল কল ধ্বনিতে চলিতে লাগিল।

প্রান্তরমধ্যে কতকস্থান লৌহ তার সংযোজিত কাষ্ঠস্তম্ভনিকর দ্বারা বৃত্তাকারে পরিবেষ্টিত; তন্মধ্য হইতে ঐ বাদ্যধ্বনি বিনির্গত হইতেছে।

বৃত্তের চতুঃপার্শ্ব দেখিতে দেখিতে জনাকীর্ণ হইল। এবং ক্রমে তাহার আয়তন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, জনস্রোত ক্রমে আসিয়া ঐ স্থান হ্রদাকারে পরিণত করিল।

মধ্যস্থলে দ্বাদশটী অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের মস্তকে রক্তবর্ণ উষ্ণীষ; তাহাতে স্বর্ণাক্ষরে

কি লেখা আছে, চঞ্চলতা হেতু পড়িয়া উঠা গেল না। শরীর কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গরাখা আবৃত। বক্ষে লোহিত পদ্ম অঙ্কিত। বামভাগে, কিঞ্চিৎ পশ্চাৎদিকে, অসি লম্বিত। দক্ষিণ হস্তে তীক্ষ্ণধার কৃপাণ ঝক্ ঝক্ করিতেছে। পরিধান অপ্রশস্ত পাজামা, পদে দৃঢ় পাদুকা।

দেখিতে দেখিতে পশ্চাৎভাগে চপটক্ চপটক্ ঘন ঘন শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। বৃত্ত দ্বারের সম্মুখস্থ পরিষ্কার পথের দিকে ঐ শব্দ ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। দুইটী অসিতবর্ণ তুরগপৃষ্ঠে রাজকুমারদ্বয় রণবেশে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সৈনিকগণ তাঁহাদিগকে সামরিক অভিবাদন করিল।

কুমারদ্বয়ের মস্তক লৌহ আবরণে আবৃত, সুবর্ণ শৃঙ্খলে ঐ আবরণ মস্তকে আবদ্ধ। শরীর লৌহ বর্ম্মে পরিরক্ষিত। অপর সমস্ত ঐ সৈনিকগণের ন্যায়। কেবল ইঁহাদের বাম হস্তে এক এক খানি ক্ষুদ্র চর্ম্ম।

যুবকদ্বয় মধ্যভাগে ঘোটক চালন করিতে করিতে, একে অন্যকে আক্রমণের সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। কখনও পশ্চাৎ হইতে দ্রুতবেগে পার্শ্বে, আবার তখনই সম্মুখে উপনীত, উভয়ে উভয়কে আক্রমণ করিলেন।

সৌরপ্রতাপ বিক্রমাদিত্যের ঘোটককে তাঁহার হস্তস্থিত সুশাণিত বিশাল অসি দ্বারা এমন গুরুতর আঘাত করিলেন যে, তদ্দ্বারা তখনই তাহার মস্তক কলেবর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইল। কিন্তু রণবিশারদ বিক্রমাদিত্য চর্ম্মযোগে প্রতিঘাত করায়, অস্ত্র ঝনাত্ শব্দ করতঃ প্রতিনিবৃত্ত হইল, ঘোটক কিছু অনুভব করিতে পারিল না।

ঐ রণকুশল যুবকদ্বয় কখন বাজী পৃষ্ঠে উপবেশন, কখনও দণ্ডায়মান, কখনও শয়ান অবস্থায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

আহত কৃষ্ণ সর্প যেমন ক্রোধে ফণা বিস্তার করিয়া অস্থির-ভাবে দুলিয়া দুলিয়া, মুহুর্মুহুঃ ফঁশ্ ফঁশ্ শব্দে জিহ্বা বাহির করিতে থাকে, বীরদ্বয়ের হস্তস্থিত কৃপাণ, তেমনই ঘন ঘন কম্পিত, ঝন্ ঝন্ শব্দে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ করিতে লাগিল। সে দৃশ্য অতি ভয়াবহ!

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অস্ত্র তীব্রবেগে কনিষ্ঠের বাহুমূলে আঘাত করিতে করিতে প্রতিঘাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, তাঁহার বাম উরুতে আঘাত করিল; তৎক্ষণাৎ পরিধেয় পাজামার ঐ স্থান রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

অনেক সময় কোন আঘাত হইতে দেখা গেল না; কেবল রক্তচিহ্নাদি তাহা প্রকাশ করিল। রক্তচিহ্ন সমুদয় যুবক-দ্বয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিল। যাঁহাদিগের শরীরের শোণিত, তাঁহাদিগের পক্ষে যাহাই হউক, দর্শকগণের পক্ষে সে দৃশ্য মনোহর।

সহসা বিক্রমাদিত্যের অশ্বের মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। একবার কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া উঠিতে চেষ্টা, ও কিছুকাল বদন সঞ্চালন করিল, পরে যেন রণে পরাজয়ের অপ-মান সহ্য করিতে না পারিয়াই, জিহ্বায় দংশন করতঃ অধো-বদনে মলিন হইয়া রহিল। ঘোটক কবন্ধ কিঞ্চিৎ অগ্রসর এবং প্রায় চারি হস্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, যে স্থান হইতে সৌরপ্রতাপ তাহার প্রতি আঘাত করিয়াছিল, ঠিক সেই স্থানে বিষম শব্দে পতিত হইল।

রণপণ্ডিত সৌরপ্রতাপ পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়া, সতর্কতার সহিত স্থান পরিত্যাগ না করিলে, ঐ মৃত দেহই সে দিনের যুদ্ধ নিষ্পত্তি করিয়া দিত। *

অনেক রক্তপাত হইয়া, রণভূমির কতক স্থান পঙ্কিল করিল। তুরগের মস্তক ছেদনের প্রায় সমকালে, আরোহী লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূমিতলে দণ্ডায়মান হইলেন। একজন সৈনিক তাহার ঘোটক ঐ স্থানে উপস্থিত করায়, তিনি তাহাতে আরোহণ এবং পূর্ব্ববৎ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই সমস্ত কার্য্য এক নিমেষ-মধ্যে সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিক্রমাদিত্য ভ্রাতার বাম হস্তে এমন বেগে আঘাত করিলেন যে, তাঁহার চর্ম্ম হস্তচ্যুত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। একজন সৈনিক তাহা অর্পণ করা সত্ত্বেও তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলেন। এই সুযোগে পুনরায় আঘাত করায়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অজ্ঞান ও অসার হইয়া পড়িয়া গেলেন। সুশিক্ষিত বাজী ঐ দেহ উদরের নিম্নে রাখিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিল।

একজন অশ্বারোহী পুরুষ শ্বেত পতাকা হস্তে অগ্রসর হওয়ায়, বিক্রমাদিত্য অস্ত্র সম্বরণ করিলেন। কি যেন বলিতে বলিতে তাঁহার বাক্য রোধ হইল! ঘোটক হইতে পতিত হইবার উপক্রম

* জীবনান্ত সময়ে মনের ভাব অনেক স্থলে মৃত দেহে প্রকাশ পায়, এবং দৈবাৎ মৃত্যু ঘটিলে দেহে যতক্ষণ শক্তি থাকে, ততক্ষণ সেইভাব অনুসারে কার্য্য করিতে দেখা যায়। রুষ তুরস্ক যুদ্ধে হত মুসলমানসেনাগণের মুখচ্ছবিতে বীরত্ব-ব্যঞ্জক বৈরনির্যাতন ইচ্ছা বিশদরূপ অঙ্কিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। ছিন্নমস্তক কপোত উড়িয়া উর্দ্ধে উঠিতে, বোধ হয়, অনেকেই দেখিয়াছেন ; এস্থলে ঘোটকদেহ তদ্রূপ কার্য্য করিল।

দৃষ্টে, একজন সৈনিক তাঁহাকে ধারণ পূর্ব্বক অবতরণ করাইল। তখন তিনি জ্ঞানশূন্য! উভয়ের বর্ম্মাদি উন্মুক্ত করা হইল।

বেলা দ্বিপ্রহর, সূর্য্যদেব মস্তকোপরি আগমন করিয়াছেন। রাজাজ্ঞানুসারে সমস্ত দর্শকমণ্ডলী ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সকলের মুখেই এই কথাটি শুনা গেল, "মন্ত্রিগণ যুক্তি করিয়া উভয় রাজপুত্রকে বধ করিল, আমাদের সর্ব্বনাশ! রাজবংশ নির্ম্মূল হইল।"

সপ্তদশ সর্গ।

রণ সংহার।

যুদ্ধ সময়ে রাণী দূত দ্বারা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রণস্থলের সংবাদ গ্রহণ করিতেছিলেন। উভয়ের মঙ্গল কামনায় রণচণ্ডীর পূজা মানস করিতেছিলেন। একের অপায়ে বা সাংঘাতিক পীড়া জন্মাইয়া, অন্যের মঙ্গল কি রাজত্ব লাভ হয়, এমন ভাব তাঁহার মনে কখন স্থান পাইল না। এ পর্য্যন্ত যে সংবাদ আসিতেছিল, তাহাতে রাণীর কোন দুঃখের কারণ হয় নাই। ক্ষত্রিয় জননী রণ সংবাদে বরং আনন্দিতাই হইতেছিলেন।

উভয়ের পতনবার্ত্তা শ্রবণে রাজমহিষী হতজ্ঞান হইলেন, পরে চৈতন্য লাভ করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আমিই এ রাজবংশের নিপাতের কারণ; আমি সম্মতি না দিলে, এ অনর্থ কখনও ঘটিত না। যুদ্ধে বাধা দেওয়া গর্হিত কার্য্য বিবেচনায়, তখন বাধা দিলাম না; এখন সেই জীবন সর্ব্বস্ব ধন হারা হইলাম। এ যুদ্ধে উভয়ের প্রাণ বিনষ্ট হইবে ইহা কেহ জানিতে পারেন নাই। এ বিশাল রাজ্য, এই বিপুল ঐশ্বর্য্য, এখন কাহার জন্য, কে ভোগ করিবে?

আমি ত রমণী, এ রাজ্যে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি কাহারও নাই, থাকিলে আমার এ বিপদ কখন ঘটিত না। আমার বাছাধনদের

কি সত্যই প্রাণান্ত হইয়াছে ? আহা ! যেন কত দুঃখেই সাধের বাছাগণের প্রাণ গিয়াছে ! হা জীবন ধন ! আঘাতে আঘাতে সোণার অঙ্গ কাটিয়া, রক্তপাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছ ? এ দ্বি-প্রহর বেলা পর্য্যন্ত আহার না করিয়া, ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রাণত্যাগ করিয়াছ। আমি যত্ন করিয়া খাইতে দেই নাই, এ জন্য রাগ করিয়া এ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছ ? আমি পাছে যুদ্ধে বাধা দেই, এই ভাবিয়া কি যুদ্ধ করিতে করিতে আমার অগম্য স্থানে চলিয়া গিয়াছ ? এক বার আমার নিকটে আইস, চাঁদমুখে "মা" বলিয়া জন্মের মত বিদায় হও। এ দুঃখিনী শেষবার "মা" বোল শুনিয়া, প্রাণ শীতল করুক। বাছা ! তোদের রক্তমাখা দেহ কি মাটিতে পড়িয়া আছে ? আমি যাই, একবার কোলে করিয়া প্রাণ শীতল করি। আমার উঠিবার শক্তি নাই। যাহা-দের অমন শক্তি, তাহারা কি এই অল্পকাল যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, চিকিৎসা করিলেও কি আরাম হইবে না। মা কালি ! কালভয়নাশিনি ! বাছাধনেরা যেন প্রাণে না মরে। আমি তোমায় কত ভক্তিভাবে পূজা করি ; তুমি আমায় একটু দয়া কর, আর আমার প্রাণে সয় না ; আমি তাহাদিগকে একবার দেখিব।

বিক্রম ! তোর মা ভাগ্যবতী ; তোকে রাখিয়া স্বর্গে গিয়াছে, কোন শোক দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। আমি অভাগিনী, বিধবা হইয়া এ পাপ সংসারে বাস করিতেছি, এখন তোদের অভাবে সে দুঃখভার গুরুতর হইল। আমি পতি-পুত্রহীনে কত কাল এ ভার বহন করিব, কে বলিতে পারে !

লোকে বলিবে সপত্নীপুত্র বলিয়া তোমায় আমি কত কষ্ট দিলাম, পরে যুদ্ধের ভাণ করিয়া তোমাকে প্রাণে বিনাশ করি-

লাম। ধর্ম্ম জানেন আমি নিষ্পাপী, কিন্তু লোকসমাজে আমার এ কলঙ্ক চিরকাল থাকিয়া যাইবে।

স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে কত কষ্ট ভোগ করিতেছি, আহার নাই, নিদ্রা নাই, তবু কঠোর জীবন কিছুতেই এ পাপ দেহ পরিত্যাগ করিতেছে না।

আত্মহত্যা মহাপাপ, আত্মঘাতীর নরকেও স্থান হয় না। তাহার দেহ দাহন হয় না, শ্রাদ্ধ তর্পণ নাই, অনন্তকাল উদ্ধার নাই; তাই ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

জীবন! আমি তোমার নিকট কত কি অপরাধ করিয়াছি, এত কষ্ট দেখিয়াও আমায় পরিত্যাগ করিতেছ না। হা দেহ! আমি এত যত্নে চিরকাল তোমায় পোষণ করিয়াছি, এখন আমার এ ঘোর বিপদের সময় তুমিও আমার প্রতি নির্দ্দয় হইলে, তুমি আত্মশক্তিতে প্রাণকে বাহির করিয়া দেও না কেন? হা নাথ! আমি তোমার কত আদরের ধন, এ বিপদ সময়ে আমাকে ভুলিয়া থাকা উচিত নয়, তোমার চরণ নিকটে লইয়া যাও।

হা পুত্রগণ! তোমাদিগকে কত যত্ন ও কত আদর করিয়াছি, আশা ছিল, তোমাদের হাতে পিণ্ড পাইব, তাহার পরিণাম কি এই হইল? কপালে যাহা ছিল তাহা ঘটিল, ইহা অপেক্ষা আর দুঃখ নাই, আর আমার ভয় নাই।

এমন সময় রাজ কুমারদ্বয়ের দেহসহ বাহকগণ রাজভবনে উপস্থিত হইল, রাণী তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবামাত্র মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন।
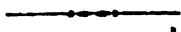
অষ্টাদশ সর্গ।

সেই বালক।

সৌর প্রতাপসিংহ ও তাঁহার মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বত্র বিষাদে পরিপূর্ণ, আমোদ নাই, আহ্লাদ নাই, আনন্দের চিহ্ন মাত্রও দৃষ্টিগোচর হয় না।

কুমার বিক্রমাদিত্য মৃত্যু শয্যায় পতিত, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, রক্তপাতে শরীর শীর্ণ ও বিবর্ণ, বাক্যস্ফুরণ হয় না। কত যত্ন কত চেষ্টা, কত চিকিৎসা, কত ঔষধ, কত তৈল কিছুতেই কোন উপকার দর্শেনা। নিশ্বাস প্রবাহিত হয়, কখনও নয়ন উন্মীলিত করেন, এই মাত্র জীবনের চিহ্ন। শয্যাপার্শ্বে একটী বালক সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত, দিবা রজনী বিশ্রাম নাই, কিসে কুমার স্বাস্থ্য লাভ করেন সেই চেষ্টায় ব্যস্ত। বালক কখন অশ্রুবারি বিসর্জ্জন, কখন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ, কখন বিষণ্ণবদন কখন কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল। বালক কুমারের গাত্রে কোমল হস্তপ্রদান, তুলা নাসাগ্রভাগে স্থাপনপূর্ব্বক নিশ্বাস পরীক্ষা করিতেছেন, কখন সুযোগ বিবেচনায় মৃদুস্বরে কুমারকে ডাকিতেছেন, উত্তর পাইতেছেন না—পুনরায় ডাকিতেছেন, মুখপানে স্থিরনেত্রে চাহিয়া থাকিতেছেন। দীর্ঘকাল পরে কুমার একবার বালকের

দিকে অর্দ্ধ উন্মীলিত নেত্রে চাহিলেন, বালকের মুখ প্রফুল্ল, অমনি নয়ন নিমীলিত হইল।

ক্রমে কাল গত হইতে লাগিল, বালকের মনে আশার সঞ্চার হইল, রাজকুমার তাঁহার কথায় মৃদুস্বরে উত্তর প্রদান করিলেন। বালক বলিলেন, এখন আপনার শরীর অনেক ভাল হইয়াছে, জীবনের কোন আশঙ্কা নাই।

আমি কোথায়, আমি কি সেই কুটীরে, তুমি কি সেই বালক?

আমি সেই বালক, আপনি রাজবাটীতে।

না আমি রণভূমিতে।

এই কথা শেষ হইতে না হইতেই রাজকুমার অজ্ঞান হইলেন।

বালক অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন, ভাবিলেন ইহাঁকে এত কথা বলিতে দিয়া বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। পরে তাল বৃন্তদ্বারা তাঁহাকে ব্যজন ও সুবাসিত পরিষ্কার বারি তাঁহার মস্তকে ও চক্ষে প্রদান করিলেন।

ক্ষণকাল নিস্তব্ধতার পর কুমার বলিলেন, আমার অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছে।

বালক তাঁহাকে স্নিগ্ধ পানীয় প্রদান করিলেন।

আমার মা কোথায়?

তিনি পতিসহ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

ছোট মা?

বালক তাঁহার মৃত্যু সংবাদ দেওয়া সঙ্গত মনে না করিয়া কি উত্তর করিবেন বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

কুমার পুনরায় বলিলেন, আমার ছোট মা?

তাঁকে আমি দেখি নাই।

আর শব্দ নাই, দীর্ঘকাল নিস্তব্ধ। এখন রাজপুত্রের শরীর অনেক সুস্থ হইতেছে, কিন্তু শয্যা পরিত্যাগের ক্ষমতা জন্মে নাই।

দেখ বালক! এখন আমার শরীর অনেক সুস্থ, ক্ষতস্থান সমস্ত প্রায় শুষ্ক হইয়াছে। তুমি আমার অসময়ের বন্ধু, তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ তাহার প্রতিদান প্রাণ দিলেও হয় না।

আমি আর কোন প্রতিদান চাই না, আমি আপনাকেই চাই, আপনার প্রাণ রক্ষা হইল এই আমার পুরস্কার।

তুমি আমাকে চাও, আমিও তোমাকে চাই, আজ হইতে আমি তোমার ক্রীতদাস হইলাম, তবে বিনামূল্যে নয়, তুমি আমায় অমূল্যধন প্রদান করিয়াছ, তুমি আমার প্রাণরক্ষা ও প্রাণদান করিয়াছ,তোমার মত ভালবাসার বস্তু আমার এসংসারে আর নাই। এখন বল দেখি বালক! তোমার নামটি কি?

আমাকে আপনি বালক বলিয়াই জানুন, আমার পরিচয় নিতে আপনাকে নিষেধ আছে।

উত্তর শ্রবণে কুমার মস্তক অবনত করিলেন।

ভোজরাজতনয়া ভানুমতী এখন চতুর্দ্দশবর্ষে উপনীতা, আপনি তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছেন?

আমি তাঁহাকে দেখি নাই,তাঁহার কিরূপ গুণ আছে জানিনা, এখন হঠাৎ এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা বড় কঠিন।

তিনি অশেষ গুণসম্পন্না, অত্যন্ত রূপবতী না হইলেও লাবণ্য আছে, লোকে বলে আমার আকৃতির সঙ্গে সে আকৃতির অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

তোমার রূপ অতুলনীয়; যদি এ রূপের কথঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্যও থাকে, তবে আমি এ প্রস্তাবে সম্মত আছি, সময়ে আমাকে এ কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে।

পরে বালক বিদায় গ্রহণে প্রস্থান করিলেন।

কুমার ভাবিলেন বালক আমায় পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত কেন, কে এ বালক, যোগীবরই বা ইহার পরিচয় লইতে কেন নিষেধ করিয়াছিলেন, কিছুমাত্র বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বালক আমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসে। বালক যখন আমার নিকটে থাকে তখন আমি এ সংসার আনন্দময় দেখি, বালকের অভাবে এ সংসার শূন্যময়। তাহার সুমধুর কণ্ঠধ্বনি, সুষমা রূপ গৈরিক বসনে কত শোভা করে। গৈরিক বসন, গৈরিক বসন কেন; সে কি সন্ন্যাসী, যোগীবরের চেলা, যোগীবর এ বালককে কোথা পাইলেন? এমন রূপ এমন গুণ এমন উদার স্বভাব উচ্চবংশীয় ব্যতীত অন্যে সম্ভবে না। ইহার কি মা বাপ নাই, না থাকাই বোধ হয়, থাকিলে কোন প্রাণে ইহাকে সন্ন্যাসী করিয়া দিয়াছে।

ঊনবিংশ সর্গ

কাল ভাল কি আলো ভাল।

মধ্যস্থগণ বিক্রমাদিত্যের জয় নিরূপণ করার পর, সন্ন্যাসী স্বকার্য্য সাধনার্থ প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় হইতে প্রায় মাসত্রয় গত হইলে, বিক্রমাদিত্যের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে মহাসমারোহের আয়োজন আরম্ভ হইল। নানাদিক দেশ হইতে পণ্ডিতগণ আহূত হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহাদের বিচার আরম্ভ হইল "রামায়ণ, কি মহাভারত অগ্রে হইয়াছে" এই প্রশ্ন উপস্থিত হওয়াতে, পণ্ডিতগণ মধ্যে নানাপ্রকার তর্ক হইতে লাগিল। কেহ বলিলেন মহাভারতে রামায়ণের উল্লেখ থাকায় মহাভারত যে পরে হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ হইতে পারে না। অন্যে ঐ সমস্ত প্রক্ষিপ্ত বলিলেন।

১ম পণ্ডিত। তবে যে সময়ে মহাভারতের কথা রামায়ণে উল্লেখ হইত তখনও পণ্ডিতগণ জানিতেন, রামায়ণ অগ্রে মহাভারত পরে হইয়াছে। আবার প্রক্ষিপ্তের সময় মহাভারতের সমকালে, বা কিঞ্চিৎ পরেও হইতে পারে। সুতরাং তৎকাল হইতেই ঐ সংস্কার চলিয়া আসিতেছে। এবং এ বিষয়ে কোন

পণ্ডিতের মনে কখনও কোন সন্দেহ হয় নাই, হইলে রামায়ণেও মহাভারতের বিষয়ের উল্লেখ বা ঐ প্রকার প্রক্ষিপ্ত থাকিত।

প্রায় ত্রিসহস্র বর্ষ গত হইল মহাভারতের ঘটনা ও গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে, এই দীর্ঘকাল যে জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে, তাহাও আমারই মতের পোষক করে। এই সমস্ত বিষয় জনশ্রুতি অতি গুরুতর প্রমাণ। এই ব্যাপক কাল মধ্যে ঐ জনশ্রুতির বিরুদ্ধে কোন আপত্তি বা অন্য লোকপ্রবাদ শ্রুতিগোচর হয় নাই। তৎপর দ্বিতীয় পণ্ডিত আর কয়েকটি তর্ক উপস্থিত করায়, তাহা অকর্ম্মণ্য বলিয়া অগ্রাহ্য হইল। মধ্যস্থ প্রাচীন পণ্ডিতগণ একবাক্যে সাব্যস্ত করিলেন যে, রামায়ণ অগ্রে, মহাভারত পরে হইয়াছে।

"কাল ভাল কি আলো ভাল?"

১ম পণ্ডিত। কাল ভাল, তোমার ঘরে কালা বা অন্ধকার রাখ, কোন ব্যয় নাই; যদি থাকে, সে অতি সামান্য। আলো বা গোরা রাখিতে হইলে তৈল, বসা, ঝাড় আদি নানাপ্রকার আয়োজন ও ব্যয়বাহুল্যের প্রয়োজন আছে। কালর সংখ্যা অধিক, কাল সুলভ, গোরার সংখ্যা অল্প ও দুর্লভ। তৈল বসা প্রভৃতির কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলেই গোর বা আলো নির্ব্বাণ হইয়া যায়, অথবা অল্পক্ষণ জ্বলিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কাল বা অন্ধকার একভাবে বিনা তৈলে বিনা বসায় দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে বা কার্য্য করিতে সক্ষম।

২য় পণ্ডিত। আমরা সচরাচর যেমন দেখিতে পাই তাহাতে আলো বা গোরাই অন্ধকার বা কালকে নষ্ট করে; তজ্জন্যই ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা পণ্ডিতগণ আলোর আধার সূর্য্যকে তিমিরারি,

ধ্বান্তারি প্রভৃতি নাম প্রদান করিয়াছেন। গৌরাকে বিনাশ করিতে পারেনা বলিয়াই পণ্ডিতগণ কালর আধার বা কালকে অমন কোন উপাধি প্রদান করেন নাই।

আমার আলোর আধার যেমন সূর্য্য তোমার কালর তেমন কোন আধারই নাই, কাল সর্ব্বদাই আলোর নিকট পরাস্ত, সুতরাং গোরাই শ্রেষ্ঠ।

১ম পণ্ডিত। অন্ধকারের সৃষ্টিকর্ত্তা অন্ধকার হইতেও অন্ধকার, কাজেই তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, অথবা অন্ধকারের কর্ত্তা এখন প্রকাশ নাই, পরে প্রকাশ হইবেন। আমরা সমস্ত জগৎ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহার স্রষ্টাকে দেখি না, তাই বলিয়া পরমেশ্বর নাই, এ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

যখন কাল বা অন্ধকারের কর্ত্তা প্রকাশ হইবেন এবং সমস্ত কাল একতায় তাহার সঙ্গে প্রকাশ পাইবে, তখন দিবাকরের তিমিরারি নাম এ সংসার অভিধান হইতে উঠিয়া গিয়া কালার কর্ত্তার নাম 'গোরারি' বলিয়া প্রকাশ হইবে।

গোরাই কালকে, বা কালই গোরাকে বিনাশ করিতে সক্ষম, এ প্রশ্নের মীমাংসা কখনই হয় নাই; পৃথিবীর একদিকে আলো, অপর দিকে অন্ধকার। দিবসের প্রারম্ভে যখন আলো পূর্ব্ব দিকে, তখন পশ্চিমে অন্ধকার, এখন তাহার কতক বিপরীত ঘটিয়াছে। কিন্তু কাল কখনই নষ্ট হয় না; মধ্যাহ্ন সময়েও অন্ধকার স্থানে স্থানে থাকিয়া যায়, তরুতলে একটু রূপান্তর ধারণ করিয়া ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, গৃহাভ্যন্তরে, গিরিগুহায়, ছায়ারূপে জনগণের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া যায়। দিনান্তে স্বজাতির আগমন জানিবামাত্র নিজ আয়তন বৃদ্ধি ও বাহু প্রসারণপূর্ব্বক

আলিঙ্গন ও স্বজাতি-প্রেমেমাতিয়া, সকলে একতায়, এ সংসার করায়ত্ত করিয়া ফেলিতে সক্ষম হয়। তবে দেখ, সূর্য্যালোকের বা গোরার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার বা কাল থাকিয়া যায়, এবং থাকিবার প্রয়োজনও আছে। কিন্তু অন্ধকারের অধিকার সময়ে সূর্য্যালোক বা গোরা থাকিতে পারে না, প্রয়োজনও হয় না। সুতরাং অন্ধকারের পরাক্রম ও সংখ্যা অধিক। আবার এই সমস্ত গ্রীষ্ম প্রধান দেশে কাল সর্ব্ব প্রকারেই ভাল, গোরা কোন কার্য্যেই আসে না।

দ্বিতীয় পণ্ডিত আর কোন উত্তর করিতে না পারায় কালর অনুকূলেই সিদ্ধান্ত হইল। অন্যান্য যে সমস্ত উচ্চ অঙ্গের গণিত ও বিজ্ঞানাদির আলোচনা হইয়াছিল, তাহা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা অসম্ভব। একটি তরুণ বয়স্ক পণ্ডিত সমস্ত বিষয়ে এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া জয়লাভ এবং বিদ্যা বুদ্ধিতে সভাসদ্‌গণকে চমৎকৃত করিলেন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁহার প্রতিভা দর্শনে পরম প্রীতিলাভ ও পণ্ডিতবরকে বিশেষ রূপ পুরস্কৃত করিলেন।

পাঠক মহাশয় এ পণ্ডিতটিকে মন্ত্রীমহাশয়ের বাটীতে ও উদ্যান প্রান্তে দেখিয়াছেন, ইনিই আমাদের কালিদাস।

বিংশ সর্গ।

উদ্দেশে প্রণাম।

কালিদাস প্রচুর অর্থ লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরাত্মা যে চিন্তায় আকুলিত, তাহার কিছু মাত্র উপশম হইবার কারণ ঘটিল না।

কালিদাস শূন্য মনে মাধবপুরের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, চপলা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, মহাশয়! এবার প্রচুর অর্থলাভ হয়েছে, বিচারেও জয়ী হয়েছেন, গৌরবের কথা বটে। এবার বোধ হয় আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবকে চখে দেখ্‌তে পাচ্ছেন না, কথা বলা ত সর্ব্বথা অসম্ভব।

পণ্ডিতবর চপলাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, আমি আপনাদের কথাই ভাবিতে ভাবিতে জ্ঞান হারা হইয়া যাইতেছিলাম। আপনার সখী ভাল আছেন ত?

চপলা। কেন, আমাকে কি ভাল দেখায় না; আমি সম্মুখে, আমার মঙ্গলটা একবার জিজ্ঞাসা ক'ল্লেও কি পাপ আছে? আমি কি এমনই তুচ্ছ হলেম,? প্রথম কথাটাই হল কি, আপনার সখী ভাল আছেন ত?

কালি। আমার অপরাধ হইয়াছে, আপনাকে সুস্থ অব-

ন্যায় দেখিলাম, তাই কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই; আপনি পরমাসুন্দরী, আমায় ক্ষমা করুন।

আপনার সখীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হওয়ার বাসনা, আপনার অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর।

পরে চপলার অনুমতি অনুসারে, উদ্যানে অপর্ণার সহিত সাক্ষাৎ হইল।

কালিদাস বলিলেন, অপর্ণা! আমি প্রথমেই তোমার নাম ধরিয়া ডাকিলাম বলিয়া কিছু মনে করিও না,—ঐ নামটি ধরিয়া তোমায় ডাকিব, আমার অনেক দিনের মনের সাধ; তাই আজ মিটাইলাম।

আমায় ডাকিলেন কেন?

কোন কারণে নয়, কেবল ঐ মধুর নাম উচ্চারণে প্রাণ জুড়াইবার তরে!

তবে, এখন আমি বাড়ী যাই?

না, তোমায় কটি মনের কথা বলিতে আছে—তুমি আমায় ভালবাস?

অর্পণা কিয়ৎক্ষণ অবনত বদনে থাকিয়া, মৃদুস্বরে বলিলেন, হাঁ, বাসি।

আমি যে তোমার মত রমণীরত্ন লাভের আশা করিয়াছি, তাহা কি সফল হইবে?

আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম।

ভালবাসার কথা শুনিয়া, কালিদাসের মন অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল; পরের উত্তর শ্রবণে ধপ্ করিয়া পড়িয়া গেল! জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন পার না?

পিতা মহাশয়ের বিনানুমতিতে আমার বিবাহ হইতে পারে না, আপনাকে এই বলিতে পারি, আমি তোমা বই আর জানিনা, তোমার চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। যদি পিতা তোমার সঙ্গে বিবাহ না দেন, তবে আমি চির কৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করিব, অন্য বিবাহ করিব না, দ্বিচারিণী হইব না। যদি কোন দিন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তবে তুমি অধিনীকে দয়া করে ওচরণে আশ্রয় দিও, এই ভিক্ষা।

এখন আমি আপনার চরণস্পর্শ করিতে পারি না, উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

একবিংশ সর্গ।

কার্য্য ধার্য্য।

চপলা মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট গিয়া বলিলেন, আমি শুনিয়াছি, ভবনগরের ঠাকুর পুত্র অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, কিন্তু যে ধনে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব জন্মায়, তাহাতে তিনি সর্ব্বথা বঞ্চিত। আপনি কি এই গজমুক্তামালা শূকরের গলে পরাতে ইচ্ছা করেন? সেই অনুর্ব্বরা অকর্ষিত নীরস ভূমিতে কি এই সুকুমার মাধবীলতা রোপণ করতে ইচ্ছা করেন? তা হলে সে লতা নিশ্চয়ই শুষ্ক হ'য়ে বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

আমিও তাই শুনেছি অবধি নিতান্ত অশ্রদ্ধা জন্মেছে; কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ে সমান কোথা পাই?

আপনি প্রভূত সম্পত্তির অধীশ্বর, আপনার একমাত্র দুহিতার পক্ষে সম্পত্তির আর প্রয়োজন কি? যেমন সুশিক্ষিতা তনয়া, তেমনি সুপণ্ডিত বরে সম্প্রদান করাই শ্রেয়।

তেমন সুযোগ্য পাত্রই বা কোথা আছে?

এবার রাজসভায় যে ব্রাহ্মণকুমার সর্ব্বজয়ী হয়েছেন, তাঁর রূপ গুণের অনুরূপ।

ঠিক্ চপলা! যুবক দেখ্তে পরম সুন্দর বটে।—তার কি বিয়ে হয় নি?

আমি শুনেছি, হয় নি।

তুমি কেমন করে তার বিষয় জান?

রাজসভার বৃত্তান্ত শুনেছি, এই মাধবপুরেই তাঁকে দেখেছি। মা, অপর্ণা ও অন্যান্য যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, সকলেই সে রূপের প্রশংসা করেছেন। বিয়ের প্রস্তাবে কার কি মত হবে, আপনি জিজ্ঞাসা করে নিরূপণ করুন।

তুমি অপর্ণার মত জান?

বিবাহ সম্বন্ধে আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি, তবে এমন সুপাত্রে বিয়েতে তার অমত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তার [illegible]জনে আপনাকে জানাব।

চপলা অন্তঃপুরে গিয়া অপর্ণার মুখ ধরিয়া বলিলেন, কি ভাবছ?

তোমার অতিথি বোধ হয়, শীঘ্রই তোমার আতিথ্য গ্রহণ করবেন।

আমি যাতে মর্ম্মে ব্যথা পাই, তাই করা কি উচিত? যা হবেনা, তা নিয়ে সর্ব্বদা উপহাস ক'ল্লে কেবল কষ্ট বাড়ে।

না, আজ অন্য দিনের মত নয়। আজ কর্ত্তার মত পরিবর্ত্তন করিয়েছি। পথিকের সঙ্গে তোমার বিয়ে এক প্রকার ধার্য্য হয়েছে, এখন তোমার মতের প্রতীক্ষা, তাই জানতে এসেছি। হয় আমার নিকট, না হয় কর্ত্তার নিকট গিয়ে মত প্রকাশ কর, সেই পথিককে তোমার মন চায় কিনা।

এখন রসিকতা ছেড়ে দে, ঠিক কি হয়েছে বল্।

এতে কিছুমাত্র মিথ্যা নেই, বাস্তবিক মত পরিবর্ত্তন করিয়েছি।

তুমি বাবাকে ওসব কথা কিছু বলেছ না কি?

তা বল্লেই বা ক্ষতি কি?—কাজ হ'লেই হ'ল।

অপ। বলিস্ কি?

চপ। না, তা এখন পর্য্যন্ত বলিনি, তবে আমি যাই, কর্ত্তাকে বলিগে যে, তাঁর সঙ্গে অপর্ণার আগেই প্রণয় হয়েছে, এ বিয়ের নামে সে এক পা'র উপর দাঁড়িয়ে।

অপ। দূর হ! ওসব কিছু বলিস্‌নে, যদি কথা সত্যি হয় তবে বল্ গিয়ে, তাঁর যে মত, তাতে অন্যের কোন আপত্তি নেই।

চপ। মিথ্যা কথা বলা ও সত্যি কথা গোপন করা উভয়ই সমান পাপ। আমি পাপ কখন করিনি, এখন উচিত কথা গোপন করে তোমার শিখান কথা কৈতে পার্‌ব না, এতে তুমি সন্তোষই হও আর অসন্তোষই হও।

অপ। বলিস্ কি? ওসব প্রকাশ হ'লে, কি জাত কুল মান থাকে? লোকে শুন্‌লে বল্‌বে কি? ওকথা প্রকাশ হ'লে ঘোর অনর্থ ঘটবে। তোর যে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই। এ আবার গোপন কি করা হলো, আমি কিছু বুঝি না। আচ্ছা ভাই! তোমার গিয়েই কাজ নেই, আমি নিজেই আমার মত প্রকাশ কর্‌ব।

চপলা। আমি কিন্তু তখন উপস্থিত থাক্‌ব।

অপর্ণা। কেন, প্রয়োজন কি? তোমার ওসকল পাপ কত্তে গিয়ে কাজ কি?

চপলা। তুমি কথাটা কেমন করে বল, তাই শুন্‌ব, আমার যদি কিছু বল্‌তে হয়, তাও বল্‌ব।

অপর্ণা। তোমার আবার কি বল্‌তে হবে!

চপলা। আচ্ছা, কিছু না বলি, দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব, যদি একটু হাঁসি পায় হাঁস্‌ব।

অপর্ণা। হাঁসি আবার পাবে কিসে?

চপলা। তা কি আগেই বলা যায়?

অপর্ণা। তোর কি গলা একটু ছোট হয় না।

চপলা। ছোট হবে কেন? সকলের নিকট যাতে প্রকাশ হয় তাই কর্‌ব, লুকচুরির ধার ধারিনে, আমি এখন গিয়ে সব বলি, কাজটা সকালে সকালে যাতে হয় তাই করি।

অপর্ণা। তবে তুই আমার নিকট বলে যা, ওসব কথা কিছু বল্‌বিনে।

আচ্ছা দেখা যাবে, বলিতে বলিতে চপলা চলিয়া গেল।

চপলা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কর্ত্তাকে বলিল, আপনার মতেই তার মত।

ঘটক কালিদাসের পিতার নিকট কার্য্য উপস্থিত করিলে. তিনি পুত্রের সম্মতি গ্রহণে, এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন।

শুভলগ্নে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

দ্বাবিংশ সর্গ।

বিবাদ ভঞ্জন।

অদ্য বড় পবিত্র দিন, বৈশাখ মাসের প্রথম দিবস, নব বর্ষারম্ভ, জন সমাজে আনন্দের সীমা নাই।

প্রাতে মহারাজ বিক্রমাদিত্য সুধিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, গ্রহগণ মধ্যস্থ আদিত্যের ন্যায়, শোভা পাইতেছেন, এমন সময় রাজধানীর অনতিদূরে এক প্রকার "শোঁ শোঁ" শব্দ সকলের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। সে ধ্বনি প্রথমে সামান্য ভাবে, নিম্নদিকে আরম্ভ, ও ক্রমে উচ্চ এবং ধীরে ধীরে লঘু হইয়া, এককালীন বিলয় প্রাপ্ত হইল।

বেলা দ্বিপ্রহর পর, ঐ শব্দ ঐ প্রকারে ঊর্দ্ধ হইতে আরম্ভ, ও ক্রমে নিম্নাভিমুখে আগত হইয়া, সমাপ্ত হইলে; "এ শব্দ কিসের?" এই সমস্যা লইয়া ঘোরতর আলোচনা হইতে লাগিল।

প্রতিদিন ঐ প্রকার শব্দ শ্রুতিগোচর, ও তদবস্থায় ক্রমে, এক সপ্তাহ কাল গত হইল। কিন্তু বুধগণ নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও ইহার কোনই তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিলেন না।

একদা পণ্ডিত কালিদাস প্রকাশ করিলেন যে, শব্দের কারণ নিরূপিত হইয়াছে।

একথা শ্রবণে, প্রথমতঃ সকলেই অতি বিস্মিত হইলেন। কালিদাসের মত পণ্ডিতের কথা সহসা অবহেলা করিয়া উড়াইয়া দেওয়া, কেহ সাহস করিলেন না। তবে কোন কোন পণ্ডিত ঈষৎ উপহাসের হাসি হাসিয়া, সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, যে এটা কেবল কথার কথা।

অন্য পণ্ডিতগণ বলিলেন, আপনার কথা প্রমাণদ্বারা সিদ্ধান্ত হইতে পারে ? নতুবা একটা বলিলেই যে সকলে বিশ্বাস করিবে, এমত সম্ভব নয়।

কালিদাস কিঞ্চিৎ কোপন ভাবে কহিলেন, আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাই আমার উক্তির প্রকৃততা প্রতিপাদন করিতে প্রস্তুত আছি। যদি জ্যোতিষশাস্ত্র প্রকৃত হয়, তবে আমার কথিত বিষয় সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হইবে।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য এক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ ভাবে এই সমস্ত বাকবিতণ্ডা শ্রবণ করিতেছিলেন, এখন বলিলেন, যদি আপনার উক্তি প্রমাণ করিতে কোন অর্থ বা অন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহা রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইবে; আপনি তাহা প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করুন।

ধনাধ্যক্ষকে ও মহারাজের আয়ত্তীকৃত তালবেতালকে পণ্ডিত-বর কালিদাসের আজ্ঞাধীন করা হইল।

কালিদাস ইহাদের সাহায্যে এক সুরম্যপুরী নির্ম্মাণ করিলেন। পুরাণ পাঠের সভার সম্মুখে পাঠকের উপবেশনের নিমিত্ত যেমন উচ্চ একটী বেদী প্রস্তুত হয়, তেমনি একটি বেদী প্রস্তুত হইল।

নিকটে আর একটি স্থান এমন ভাবে প্রস্তুত হইল যে, তথা হইতে ঐ পুরীর সমস্ত কার্য্যকলাপ দর্শন করা যাইতে পারে, কিন্তু তথা হইতে ঐ স্থানের কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐ স্থানই নৃপতির ও সভাসদবর্গের থাকিবার জন্য নিরূপিত হইল।

বৈশাখীয় অষ্টাদশ দিবসে, কালিদাস কিঞ্চিৎ বয়োধিকের রূপধারণ করতঃ, নামাবলি প্রভৃতি পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, তাল-পত্রে লিখিত একখানি রামায়ণ হস্তে, ঐ মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে গ্রন্থের ষষ্ঠকাণ্ডের দ্বাবিংশতি শ্লোকপাঠ করিতে উদ্যত, এমন সময় পূর্ব্বকথিত শব্দ সকলের শ্রবণ দ্বারে প্রবেশ করায়, তাঁহারা নিস্তব্ধতা অবলম্বন করিলেন। ঐ শব্দ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী, ও পরে এক অভূতপূর্ব্ব রূপ, ঐ পুরী মধ্যস্থ আসন-সমূহে উপবিষ্ট দেবদেবীগণ মধ্যে, এক শূন্য আসন গ্রহণ করি-লেন, শব্দ নিঃশেষ হইয়া গেল।

কালিদাস পুরাণ পাঠ আরম্ভ করিলেন, দ্বিপঞ্চাশৎ শ্লোক পর্য্যন্ত পাঠান্তে যেমন পুস্তক বন্ধ করিলেন; অমনি শ্রোতৃ দেব-দেবীগণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, বিমানপথগামী হইলেন, এবং ঐ অভূতপূর্ব্ব মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ শব্দে পাতালাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ঐ দৃশ্য দর্শকমণ্ডলীকে অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত করিল!

পণ্ডিতগণ দেখিলেন, কালিদাসের গণনা সর্ব্বাংশে প্রতিপন্ন হইল। প্রথমে তাঁহার কথার ব্যঙ্গোক্তি করা অসঙ্গত হইয়াছে, ভাবিয়া সকলেরই মনে মনে লজ্জা হইল, দুঃখ হইল, কাহারও কাহারও মনে ঈর্ষাও যে না জন্মিয়াছিল এমত বোধ হইল না।

এই ব্যাপার সমাধান্তে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য মঞ্চোপরিস্থ

কালিদাসের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া গললগ্নীকৃতবাসে, কৃতাঞ্জলীপুটে, বিনয়বিনম্র বচনে, নিবেদন করিলেন, আপনি কে? কোন দেব—মানবরূপে আমাদিগকে ছলনা করিতেছেন, পরিচয় প্রদান করিয়া এ ঘোর সন্দেহ হইতে মুক্ত করুন। একি দেখিলাম, এ অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য কি প্রকারে উৎপাদিত, ও বিলয় প্রাপ্ত হইল, এ অপরূপ সুন্দর মানবদেহের নিম্নার্দ্ধভাগ সর্পাকৃতি, ইনি কে? স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, এবং ভগবতী লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবদেবীগণ কেন এ স্থানে আগমন করিয়াছিলেন? অথবা দেব! আপনি কোন্ বিদ্যাপ্রভাবে, এই সমস্ত অশ্রুত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা ঘটাইলেন, তাহা আমাদিগকে সবিস্তার বর্ণন করুন।

কালিদাস বিনীতভাবে কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার আশ্রিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমাতে কোন দৈবশক্তি নাই। কেবল আপনারই কৃপাগুণে এবং অর্থসাহায্যে, জ্যোতিষশাস্ত্রের ও আমার মানরক্ষা হইল। আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত কিছুই হইতে পারিত না। এখন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, আর বিলম্বের সময় নাই, এখনই এই নবনির্ম্মিত বাটী ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত আসনাদি স্থানান্তরিত করিতে উদ্যোগ করুন। অদ্য রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই সমস্ত সমাধা না হইলে, বিষম বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা,এ সমস্তের আমূল বৃত্তান্ত আপনি পরে জানিতে পারিবেন। রাজাজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ ঐ সমস্ত গৃহাদি স্থানান্তরিত হইতে আরম্ভ হইল, সকলে প্রস্থান করিলেন।

কালিদাস অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, তাঁহার প্রতিভায় জগৎ আলোকিত, তাঁহার রচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলা, রঘুবংশ, মেঘদূত,

প্রভৃতি গ্রন্থ কাব্যজগতে, নারায়ণের কণ্ঠভূষণ কৌস্তভ,রামচন্দ্রের মুকুটাভরণ কহিনুর সদৃশ উজ্জ্বল অমূল্যরত্ন।

তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হইলেও, লোকে এই সময় পর্য্যন্ত তাঁহাকে কবিকুল চূড়ামণি বলিয়াই জানিত। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার এতাধিক অধিকার থাকা, কেহ জানিতে পারে নাই।

এই ঘটনার পরে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও সভাসদ্‌গণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, তিনি "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন, যাহা এতকাল পরেও এ জগতে অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে।

নৃপতি কালিদাসের কৃতকার্য্যে পরম সন্তোষ লাভ ও তাঁহাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিলেন। পণ্ডিতবর ঐ সমস্ত অর্থ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বিবাদভঞ্জনে পর্য্যবসিত করিলেন, কিন্তু সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

এ ঘটকালী কাহার জন্য ?

একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্য শয়নকক্ষে এক খানি পত্র প্রাপ্তান্তে পাঠ করিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল, "একটী বালক পার্ব্বত্য অরণ্য মধ্যে আপনার আহার্য্য আয়োজন করিয়া দিত; পরে যুদ্ধে আহত হইলে, ঐ বালক আপনার সেবা ও শুশ্রূষা করিত। বোধ হয় আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, সে বালক এক দিন ভোজরাজ-তনয়া ভানুমতীর সহিত আপনার বিবাহের প্রস্তাব করে। তাহাতে আপনি তাঁহার সৌন্দর্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে এই উত্তর করিয়াছিল—"অত্যন্ত সুন্দর নয়, তবে লাবণ্য আছে।" আমার অবয়বের সহিত অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। আপনি তাহাতে, সেরূপের প্রশংসা করিয়া, ঐ প্রস্তাবে স্বীকৃত হন।"

"কথিত বালকের মধ্যস্থতায় ভানুমতীও আপনাকে পরিণয় করিতে সম্মতা হইয়াছেন।"

"ভোজরাজ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যে কোন রাজপুত্র তাঁহার রাজধানীতে, প্রথম উপস্থিত হইয়া তাঁহার তনয়ার পাণি-গ্রহণে প্রার্থী হইবেন, তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন।"

"ভোজবিদ্যার কুহক বশে এতকাল কোন রাজপুত্র তাঁহার রাজধানীতে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। যদি অন্যে কৃতকার্য্য হয়, তবে আপনারা উভয়েই প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হন। কিন্তু আপনি চেষ্টা করিলে উভয়ের প্রতিজ্ঞা সফল হইতে পারে।"

"আপনার অনুগত—
সেই বালক।"

বালকের সেবায় পরিতুষ্ট, সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ, বচনলালিত্যে বিমোহিত, বিক্রমাদিত্যের মনে বালকের সমস্ত বিষয় যুগপৎ উদিত হইল: ভাবিলেন, বালকের সেই অলৌকিক সৌন্দর্য্য, সুমধুর কণ্ঠধ্বনি, যুবতী রমণীতে থাকিলে, তাহার কতই গৌরব হয়!

মহারাজ কয়েকজন বয়স্যসহ গোপনে ভোজরাজধানী অভিমুখে গমন করিলেন।

চতুর্থ দিবসে এক পরম রমণীয় রাজধানী তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল, তাঁহারা আহ্লাদ সহকারে প্রবেশ দ্বার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন ভ্রমণ করিলেন, দ্বার প্রাপ্ত হইলেন না। পরে নিরাশ হইয়া, সমীপস্থ এক বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া রহিলেন।

নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন, তাঁহারা এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে অনাবৃত স্থানে শয়ান রহিয়াছেন। রাজধানীর চিহ্নমাত্রও লক্ষিত হইল না। তাঁহাদের সঙ্গীয় ঘোটক চতুষ্টয় নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

পূর্ব্ব রজনীর অনাহারের পর, চলিতে চলিতে তাঁহারা

নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন ; সম্মুখে প্রকাণ্ড অরণ্য দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সেই দুঃসময়ে মার্ত্তণ্ডদেব, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পথিকগণ নিরুপায় হইয়া, ঐ স্থানে উপবেশন ও জঠরানল প্রজ্বলিত করতঃ, অন্য সমস্ত চিন্তা ও ক্লেশ ভস্মীভূত করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল বিলম্বে একটী একদন্ত মহাকায় হস্তী পশ্চাৎ ভাগে অপর দুইটী হস্তিনী তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল ; দেখিয়া, তাঁহারা প্রাণভয়ে অভিভূত ও নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। প্রথম হস্তী ক্রমে তাঁহাদের এত নিকট আসিল যে, শুণ্ড দ্বারা অবলীলাক্রমে, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে। তখন নিরুপায় হইয়া মহারাজ তাঁহার হস্তস্থিত অসি দ্বারা শুণ্ড লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিলেন, কিন্তু তাহা শুণ্ডস্পর্শ করিল না ; হস্তী বিশাল শব্দ করিয়া যূথসহ প্রস্থান করিল।

তাঁহারা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিতেছেন, এমন সময়ে এক প্রকাণ্ড ঘোটকের ন্যায় বৃহৎ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ব্যাঘ্র, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে, দেখিয়া তাঁহারা ভয়ে বিহ্বল হইলেন ; এবং সমীপস্থ একটী বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইলেন। ঐ হিংস্র জন্তু বৃক্ষের অপরপার্শ্বে আসিয়া, 'গুম্ গুম্' বিশাল শব্দে ডাকিয়া উঠিল ; বর ও বরযাত্রিগণ তাঁহাদিগের অন্তকাল অতি নিকট মনে করিয়া ব্যাকুল হইলেন। অন্যে দেখিতে না দেখিতে, ঐ বন্যপশু এক জন বয়স্যের গ্রীবাদেশ ধারণ পূর্ব্বক, বিড়ালের শাবক স্থানান্তরিত করার ন্যায় লইয়া গেল। সঙ্গিগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ কোলাহল করিতে করিতে ধাবমান হইলেন, কিন্তু ধরিতে পারিলেন না।

রজনী প্রভাত হইলে, আর ব্যাঘ্র দেখিতে পাইলেন না। নিজেরা উজ্জয়িনীর রাজবাটীর নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন, দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

স্বর্গে পরিচয়।

বৎসরের দ্বিতীয় মাসের পঞ্চদশ দিবসে মার্ত্তণ্ডদেব প্রায় সার্দ্ধ ত্রিযামকাল ভূমণ্ডল অসহ্যতাপে দগ্ধীভূত ও অলস গণিত-বিদের মত দীর্ঘকালে আমাদিগের মস্তকোপরি একটা অর্দ্ধবৃত্ত প্রায় অঙ্কিত করিয়াছেন, এমন সময় সভামণ্ডপের সম্মুখে এক-খানি অদৃষ্টপূর্ব্ব সুরম্য যান, দেখিতে কতকটা এখনকার ল্যাণ্ড গাড়ীর মত, সহসা শূন্য হইতে অবতীর্ণ হইল। সভাস্থ সমস্ত জনগণ অকস্মাৎ তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইলেন। কেহই কিছু বুঝিতে না পারিয়া, পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।

নরপতি বিদূষককে বলিলেন, একবার ঐ স্থানে গিয়া জানিয়া আইস, ব্যাপারটা কি।

আমার কর্ম্ম নয়। ও কোন দেব, কি অসুর রথ নিয়ে যুদ্ধ কর্ত্তে এসেছেন, আমার নিশ্চয় বোধ হয়। আর বৈশাখ মাসে পণ্ডিতগণ যে কার্য্যটা করেছেন, আমি নিষেধ কর্ত্তে চেয়েছিলাম; তারপরে ভাব্‌লেম কাজ কি। আমার দরিদ্র ব্রাহ্মণের অনধিকার চর্চ্চায় কাজ কি। এখন তাঁহারাই গিয়ে জেনে আসুন না কেন? এখন বুঝি আমি? আমার প্রাণ থাকতে হবে না। ঐ আপনার

বড় আদরের পণ্ডিতগণকে, আর সৈন্য সামন্ত ডেকে, যুদ্ধের আয়োজন করুন।

তখন যানের অভ্যন্তরে একটী সুমধুর ধ্বনি হইল, সে ধ্বনি সভাসদ্‌গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

তাঁহারা অবলোকন করিলেন, আকর্ণ পূরিত সুদীর্ঘলোচন, মণিকুণ্ডল পরিশোভিত শ্রুতিযুগল, এক সুঠাম দেবাকৃতি পুরুষ, যান হইতে অবতীর্ণ হইয়া, সভাভিমুখে আগমন করিতেছেন! সুবিন্যস্ত কৃষ্ণকেশপাশ পরিশোভিত মস্তকোপরি বিবিধ উজ্জ্বল রত্নমণ্ডিত শিরস্ত্রাণ, সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি নানা প্রকার মণিখচিত কণ্ঠভূষণ, তাঁহার সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত করিতেছে।

ক্রমে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া দূতের প্রশ্নে বলিলেন, "আমি দেবরাজ ইন্দ্রের সারথি, আমার নাম মাতলি।"—রাজা ও পাত্রমিত্রগণ দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহাকে সমাদরে উপবেশন করাইলেন।

ইন্দ্রসারথি এক লিখন রাজার হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি তদর্থ অবগত হইয়া, প্রফুল্লবদনে, কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে ঐ লিপি পাঠ করিলেন।

'বহুল সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং'।

'বৃহস্পতিদেব গণনা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন, আপনার সভায় কালিদাস নামধেয় সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অত্যন্ত প্রতিভা-শালী তরুণ বয়স্ক এক পণ্ডিত আছেন। দেবগণ তাঁহাকে দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াছেন, যদি সুধীবর, কষ্ট বোধ না করিয়া, ত্রিদশালয়ে আমার বাসস্থান অমরাবতীতে একবার আগমনে সম্মত হন; এবং আপনি অমরবৃন্দের বাসনা পূরণার্থ একার্য্যের সহায়তা

করেন, তবে সুরগণ পরম-প্রীতি লাভ ও আপনাদের উভয়ের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইবেন।'

রাজপ্রাসাদ অমরাবতী } নিবেদক শ্রীপুরন্দর দেবরাজ।

পত্রের তারিখ কীটে কর্ত্তন করায় তাহা লিখিত হইল না।

পত্র পাঠান্তে নৃপবর মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! এ গণনার কারণ কি, অনুগ্রহ করিয়া বলিলে পরম আপ্যায়িত হইব।

আমি নিজজ্ঞানে তাহা অবগত নহি।

মহারাজ কালিদাসের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন, হে সুধীবর! আপনার অলোকসামান্য গুণে আমি দেবলোকেও প্রতিষ্ঠিত হইলাম। এখন কি উপায়ে অমরবৃন্দের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, এবং এ পত্রের কি উত্তর প্রদান করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি করুন।

মাতা পিতার অনুমতি ব্যতীত এখন এ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিতেছি না, তাঁহাদিগের ও আপনার অনুমতি পাইলে, সুরলোকে গমন করিতে আমার কোনই আপত্তি নাই।

এই কথোপকথন উপলক্ষে কালিদাসের পরিচয় পাইয়া, মাতলি তাঁহাকে নমস্কার করিলে, কালিদাস প্রতিনমস্কার করিলেন।

রাজা বলিলেন, তবে আপনার মাতা পিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া, আমাকে জানাইবেন, আমার নিজের অভিপ্রায় জানিতেই পারিয়াছেন।

পুনরায় মাতলির দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ বলিলেন, দেবগণের অনুগ্রহে ও আপনার আগমনে আমি ধন্য হইলাম, আমার জীবন সার্থক হইল। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ করিলে, আমি কৃতার্থম্মন্য হই।

পরে মাতলির বাসস্থান ও আহারাদির আয়োজন হইল।

কালিদাস সভা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আলয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সভ্যগণমধ্যে বররুচি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, এ বালকটী অসীম ধীশক্তি-সম্পন্ন, পুস্তকস্থ বিদ্যা অত্যন্ত অধিক, কিন্তু বহুদর্শিতা আদৌ নাই। নরপতির আদরে অত্যন্ত আস্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হইয়াছে। "অরুণ নয়, বরুণ নয়, যমের সঙ্গে বাদ।" দেবতা লইয়া খেলা করা যে, কতদূর অসঙ্গত হইয়াছে, তাহা এখন জানা যাইতেছে।

বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক গণনা করিলে অনেকেই শব্দের কারণ নিরূপণ করিতে পারিতেন। কেহ কেহ যে না করিয়াছিলেন, এমনও বোধ হয় না। তবে এ কথা বিশ্বাস করাইবার উপায় নাই, এবং ইহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে, তাই কেহ প্রকাশ করেন নাই। এখন স্বর্গে গিয়া দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে, ইহাই প্রকাশ কিন্তু সাক্ষাৎ, কি আর কিছু, তাহা পরে বুঝা যাইবে। এই সমস্ত বিপদ আহ্বান করার কোন প্রয়োজন ছিল না, হঠাৎ একজন দেবদেবী কুপিত হইয়া শাপ দিলে কত দুর্দ্দশাই ঘটিতে পারে; এখন এতদূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে যে, আর পশ্চাৎপদ হওয়া অসম্ভব। এখন আর স্বর্গে গমন না করা কোনক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। কিন্তু

ইনি যে ভাবে মাতা পিতার অনুমতির আপত্তি করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহাতে যে আর প্রত্যাগমন করিবেন এমন বোধ হয় না, 'হা—হা—হা' !

পঞ্চবিংশ সর্গ।

অপর্ণা ও যামিনী।

অদ্য পৌর্ণমাসী তিথি, শর্ব্বরী সতী সারাদিন স্বামি-বিরহে, কাতরা থাকিয়া, এ সংসারের নিভৃত স্থানে বসিয়া ভাবিতে-ছিলেন; এমন সময়ে নিশানাথ, পূর্ব্বদিক আলোকিত করিয়া, তাঁহার নয়ন-পথের পথিক হইলেন। যামিনীর বদন প্রফুল্ল হইল, আনন্দে মাতিয়া হাসিতে লাগিলেন।

এই সময় কালিদাস মাতলির আগমনাদি চিন্তা করিতে করিতে পিতৃসমীপে উপনীত ও প্রণিপাতপূর্ব্বক নিবেদন করি-লেন, পিত! অদ্য রাজসভায় অবস্থান সময়ে স্বর্গাধিপের সারথি মাতলি বিমান সহ সভায় উপস্থিত হইলেন, এবং দেবরাজের স্বাক্ষরিত একখানি লিপি রাজাকে প্রদান করতঃ প্রকাশ করিয়া-ছেন, "আমাকে ত্রিদশালয়ে উপস্থিত হইয়া দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।"

সদাশিব কিয়ৎকাল বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে পুত্রের মুখ পানে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! হঠাৎ এ প্রকার ঘটনা হইবার কারণ কি? তাহা কিছু অবগত হইয়াছ?

কালিদাস কহিলেন, মাতলি তাহা কিছু জানেন না, পত্রেও তদ্‌বিষয় কিছু প্রকাশ নাই।

সদাশিব কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, এ বড় আনন্দের বিষয়, সশরীরে স্বর্গারোহণ এ জগতে কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই! আমার অনুমতির প্রতীক্ষা না করিয়াই, মাতলির প্রস্তাবে স্বীকৃত হওয়া উচিত ছিল, মাতলি আছে ত?

আজ্ঞা, আছে।

তবে চল, জগদম্বার নিকট গিয়া তোমার যাইবার অনুমতি গ্রহণ করা যাউক।

পরে, কালিদাস মাতার চরণ ধূলি মস্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিলেন।

জগদম্বা শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন, পরে বলিয়া উঠিলেন, মাতলিকে কেহ চিনে? সে যে ইন্দ্রের সারথি তাহার প্রমাণ কি? তাহা না হইয়া, যদি অন্য কেহ ছলে তোমায় লইয়া গিয়া প্রাণে বিনাশ করে? তোমার বিদ্যা-বুদ্ধিতে অনেকের ঈর্ষা জন্মিয়াছে, ছলে তোমায় লইয়া যায়; আমি তোমায় যাইতে দিব না। যদি কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দ্বারা সে দেব-সারথি বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, তখন যাওয়া না যাওয়া বিবেচনা করিব। দেবতাগণের চরিত্র বুঝা ভার, মনুষ্যও কৌশলে সব করিতে পারে, এ সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া যাহা হয়, করিও।

সদাশিব বলিলেন, এমন কার্য্যে কি বাধা দিতে আছে!

আমি বাধা দিতেছি না, জানিয়া শুনিয়া যাহা হয়, করুন। এ কার্য্যে কোন ইতস্ততঃ বা সন্দেহ করা উচিত নয়, তাহা আমি বুঝি; মানবের স্বর্গে নিমন্ত্রণ, বোধ হয়, এই প্রথম; কিন্তু

সুরলোকে গিয়া যদি কালিদাস না ফেরে, অথবা ফিরিতে বাসনা করিলেও, দেবতাগণ যদি আসিতে সুযোগ না দেন, তখন কি উপায় হইবে?

পরে জগদম্বা অনেক ইতস্ততের পর, যাইতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু কয়েক বিন্দু অশ্রুপতিত হইল। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কবে যাত্রা করিতে হইবে?

কল্য প্রত্যুষে।

জগদম্বা পুত্রের মস্তকে হস্ত প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করিলেন, বাছা! মা সরস্বতী তোমার মঙ্গল করুন। তুমি অচিরে স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কর।

অপর্ণা দেবী নির্জ্জনে বসিয়া, বীণা যন্ত্রে সুতান লয় স্বরে একটী রাগিণী বাজাইতেছেন, ও আপনা আপনি মোহিত হইতেছেন!

বাদন সমাধা হইলে, বীণা রাখিয়া দিয়া বলিলেন, দূর হ'ক্, যিনি এ বাদ্য শুনিলে সুখী হইবেন, তিনি হয়ত রাজবাড়ীতে এখন চন্দ্রসূর্য্যের গতি নিরূপণ কর্‌ছেন।

পুনরায় বীণা গ্রহণপূর্ব্বক বীণা-ঝঙ্কারে কণ্ঠধ্বনি মিলিত করিয়া একটী গান ধরিলেন।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

ছিল কিবা নিদারুণ বাদ বিধাতার সনে,
তাই এত দুঃখ দিলে যামিনীর মনে;
দেখিলে প্রাণ প্রিয়শশী, মুখভরা চারুহাসি,
শোভন অঙ্গ হয় মসী, ক্ষণ বিহনে।

দেখামাত্র দিনকরে, লুকায় অমনি লাজভরে,
পতি বই অন্য কাহারে, কভু না জানে ;
শত প্রিয়ায় রত পতি, তবু নাথে এত মতি,
কখন জীবনে নাহি মজে অভিমানে।
ক্ষণপতির অদর্শন, যার যুগান্তর জ্ঞান,
একপক্ষ সে বিরহ সহে কেমনে।

কালিদাস বীণাবাদন ও গীত, অন্তরালে থাকিয়া, শুনিতেছিলেন, আর থাকিতে পারিলেন না, নিকটে গিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার এ মধুর গীত কে শিখাইল?

কেউ শিখায় নি ; যামিনীর দশা এবং নিজের অবস্থা মিলাচ্ছিলেম।

তোমার কণ্ঠস্বর আমায় মোহিত করিয়াছে! যার রূপ আছে তার গুণ নাই, যার গুণ আছে তার রূপ নাই, তোমার প্রতি বিধাতা সর্ব্ববিষয়ে অমিতব্যয়ী।

অপর্ণা স্বামি-সোহাগে আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া একখানি আসন প্রদান পূর্ব্বক, স্মিত বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ দাসীর ভাগ্য এত প্রসন্ন হ'ল কিসে? এত সকালেই প্রত্যাগমন কর্‌লেন?

তোমার নিকটে বিদায় লইতে আসিয়াছি।

সে কি? বিদায়! বিদায় কিসের? আমার মাতা পিতার স্বর্গারোহণের পর, আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েছেন। আপনি নিজেও যে ধনরাশি উপার্জ্জন করেছেন, তাহাও প্রভূত। অর্থোপার্জ্জনের আর প্রয়োজন নেই, তবে বিদায় নিয়ে কোন্ উদ্দেশে কোথা যেতে বাসনা করেছেন?

কালিদাস মাতলির আগমনাদি সমস্ত বিবৃত করিলেন।

অপর্ণা দেবী এ সংবাদে আনন্দরসে পরিপ্লুতা হইলেন, মনে বড় গৌরব জন্মিল। নিজের শত অভিমানের কারণ থাকিলেও, প্রতিপ্রাণা রমণী স্বামীর গৌরবে, অধিকতর গৌরবান্বিতা হন। পরে বলিলেন, নাথ! তুমি কেবল আমারই আদরের ধন নও, সুরলোকেও তোমার আদর আছে।

যদি সুরলোকেই যেতে হয়, তবে আমার কটী কথা শুনুন। অমরাবতীতে নন্দন কাননে পারিজাত কুসুম যে সুগন্ধ বিতরণ করে, তাহা এ জগতে নেই; পবন হিল্লোলে সে গন্ধ বহন ক'রে আপনার মনোরঞ্জন কোর্‌বে। বিদ্যাধরীগণের সুললিত কণ্ঠরব আপনার মনে অপার আনন্দ উৎপাদন করবে। স্বয়ং রতি ও মদন সে লোকে চিরবাস করেন। সে স্থানে চিরবসন্ত বিরাজিত, আর কত শত প্রলোভনের কারণ আছে, জানি না। অলোকসামান্য রূপগুণসম্পন্না রমণী-নিকর সুরলোকে বাস করে; তাহারা আদর সম্ভাষণ প্রকৃষ্টরূপ জানে। না ভুলে ভুলাতে, না মজে মজাতে জানে। আমার রূপ নেই, আমি নির্গুণ বালিকা; আমি ভুলিতে ও ভালবাসিতে জানি, কিন্তু ভুলাতে বা ভালবাসাতে জানি না। নাথ! এ দাসী আপনার গুণের পরিচয় পাবার পূর্ব্বেই রূপে ভুলে, জনকজননীর একমাত্র আদরের ধন হয়েও তাঁহাদের অনুমতি প্রতীক্ষা না করেই, সেই সরোবরের কূলে আপনাকে যখন প্রথম দেখে, তখনি মনে মনে আপনাতে প্রাণ সমর্পণ করেছিল। আপনি রূপ ও গুণের সাগর, এ সামান্যা স্রোতস্বতী সরল গতিতে আপনাতে পতিত হয়েছে, যাহাতে জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত আপনাতে মিলিত থাক্‌তে পারে, সেই আশীর্ব্বাদ করুন, দাসীকে যেন মনে থাকে, ভুলে যাবেন না।

কালিদাস বলিলেন, নদী কখন কখন সাগর পরিত্যাগ করিয়া হ্রদাদিতে পতিত হয়, কিন্তু প্রিয়ে! সাগর কি কখন নদীকে পরিত্যাগ করে? তুমি আমার কত আরাধনের ধন, আমি কি তোমায় ভুলিতে পারি?

যাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির নিমিত্ত স্বর্গে দেবগণ আহ্বান করেছেন, তাঁহার নিকট আমার পরাজয় অপমানকর নয়।

কালিদাস তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন। উভয়ে উভয়ের দিকে কতকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, উভয়ের নয়নজলে বদন ভাসিয়া গেল।

অপর্ণা কি বলিবেন ভাবিয়া স্বামীর হস্তধারণ করিলেন, কিন্তু অনেক চেষ্টার পরেও বাক্যস্ফূরণ হইল না, অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া উপবেশনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

কালিদাসের অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিল, ভাবিলেন, আমার স্বর্গারোহণ আর ঘটিল না; আমি যাইব না, মাতলিকে বিদায় করিয়া দি; তাতে যদি নিন্দা হয়, হ'ক্। যাঁহারা যৌবনের প্রথম ভাগে এই প্রকার ক্রন্দন শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত কালিদাসের এই সময়ের মানসিক ক্লেশ অন্যের অনুভব করিবার শক্তি নাই। এই সময়ে রজনীদেবী পূর্ণশশীকে আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে একত্রে অস্তাচলে গমন করিলেন।

ষড়বিংশ সর্গ।

বিষম বিভ্রাট।

মন এ দেহ-রাজ্যের একাধিপত্যশালী সম্রাট। ভারত-রাজ্যের অমিতবীর্য্য দুর্জ্জেয় মোগল ; সমস্ত রুসসাম্রাজ্যের বিপুল পরাক্রান্ত জার অপেক্ষাও, এ দেহরাজ্যে মনের অধিকতর আধিপত্য। মন তোমায় পরম সুখে সুখী, অশেষ দুঃখে দুঃখী, এ ধরিত্রীর একমাত্র স্বামী, স্বর্গ-রাজ্যের অধীশ্বর ; পুনরায় মুহূর্ত্ত মধ্যে তোমায় রসাতলগত, অতিশয় হীনাবস্থাপন্ন, দরিদ্র, পথের ভিখারী, করিতে পারে।

মন তোমার ইন্দ্রিয়গ্রামের পরিচালক, মনই তোমার সমস্ত জ্ঞানের নেতা। মনের অনুপস্থিতে ইন্দ্রিয়-নিকর কোন কার্য্য করিতে সক্ষম নহে। মনের অভাবে তুমি জড়পদার্থ, মন তোমায় ক্ষণে ক্ষণে হাসাইতে এবং কাঁদাইতে পারে। যে মন, তোমায় যোগী, ঋষি, পরম ধার্ম্মিক, ইন্দ্রজয়ী, সুপবিত্র দেবতুল্য পরমপূজনীয় করিতে পারে, সেই মন তোমাকে ঈর্ষা দ্বেষ মদ-মাৎসর্য্য-পরিপূর্ণ পিশাচ সদৃশ ও ঘোর নারকী করিতে পারে।

মনের বাসনা পরিপূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি তোমার নও। তুমি স্থির থাকিতে সক্ষম নও।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মনের বাসনা ভোজরাজ্যের রাজধানীতে যাইতে। সে বাসনার তীব্র স্রোতে তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। পূর্ব্ব যাত্রার সমস্ত ক্লেশ প্রতিকূল বায়ুরূপে তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া, তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে। তিনি উভয়সঙ্কটে পতিত, হাবুডুবু খাইতেছেন, কূলে যাইবার উদ্যম ব্যর্থ হইতেছে। বাসনা-স্রোত প্রবল হইল, তিনি সে স্রোতে ভাসিয়া গেলেন।

একদা বিক্রমাদিত্যের গন্তব্য পথের সম্মুখে এক বৃহৎ তরঙ্গিণী বেগে প্রবাহিত। তিনি সঙ্গিগণ সহ পুলিনে উপবেশনপূর্ব্বক ভাবিতেছেন, কি উপায়ে পার হইবেন! সহসা দক্ষিণ আকাশে এক খানি ঘোর নীলবর্ণ ক্ষুদ্র মেঘ, দেখিতে দেখিতে, কলেবর বিস্তার ও প্রভাকরকে আচ্ছাদিত করিল।

প্রবল ঝঞ্জাবাত-বিতাড়িত সৈকত বালুকারাশি গগনমার্গে উড্ডীয়মান, মেদিনী প্রায় তমসাচ্ছন্না হইল!

তরঙ্গিণী বক্ষস্ফীত, অত্যুচ্চ তরঙ্গমালা কূলে উত্থিত, অব্যক্ত ধারাবাহিক বিষম শব্দে শ্রবণ ইন্দ্রিয় বধিরপ্রায়। ভীষণাকার নভোমণ্ডল মুহুর্ম্মুহুঃ বিদ্যুতাগ্নি উদ্গীরণ, এবং সুঘনগর্জ্জনে জীবজগতে আতঙ্ক উৎপাদন করিতে লাগিল।

বায়ুচালিত বৃষ্টিধারা, সচল রজত প্রাচীর আকারে পরিদৃশ্যমান, এবং পথিকগণের ক্লেশ বৃদ্ধি করিল।

স্রোতস্বতীর বারিরাশি কূলে সমাগত, তাঁহার পদস্পর্শ এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার কক্ষের ঊর্দ্ধভাগে উত্থিত হইল। দিক নিরূপণ হয় না, কোন্ দিকে গমন করিলে নিরাপদ হইতে পারেন, কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছেন না। ভয়ে আকুল হৃদয়,

এমন সময় অস্ফুট মনুষ্য-শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে, এক নৌকার শব্দ শ্রবণ-গোচর হইল। ক্রমে নৌকা স্পর্শ করিলেন, এবং তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক সঙ্গিগণের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না। নৌকার বাহকগণ বিদেশী, তাহাদিগের নামধামাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা ব্যস্ততাহেতু কোন উত্তর করিতে পারিল না। নৌকা বাহকগণের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে নৌযান সাগরসঙ্গমস্থলে উপনীত; সে অতি ভীষণ স্থল। সমুদ্রের নীল জলের উত্তাল তরঙ্গমালা, বিস্তৃত-ফণ কালসর্পের ন্যায়, তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে অগ্রসর। বাহক-গণ ভগ্নোদ্যম ও নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া পড়িল। 'আর পারিলাম না, প্রাণ গেল'—বলিয়া চীৎকার করিল। সে ধ্বনিতে বিক্রমাদিত্যের অন্তরাত্মা চমকিয়া উঠিল। ভয়ে ম্রিয়মাণ হইয়া, তাল বেতালকে স্মরণ করিলেন। এ দুঃখসময়ে তাঁহারা দেখা দিলেন না।

নৌকা ক্রমেই সাগরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, তর-ঙ্গের উচ্চতা ও বেগ বৃদ্ধি এবং তরণী মগ্নপ্রায়; ক্রমশঃ নিম্ন ভাগ হইতে জল উত্থিত হইতে আরম্ভ করিল। তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া নৌকায় পতিত হইতে লাগিল, অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে নৌযান জলপূর্ণ ও সেই সাগরগর্ভে নিমগ্নপ্রায় হইল। মহারাজ অধিকতর ব্যাকুল হইয়া, বলিয়া উঠিলেন, "হে বিপদভঞ্জন মধু-সূদন! আমায় এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর।" পুনরায় তাল বেতালকে স্মরণ করিতেছেন, এমন সময় নৌকা জলমগ্ন হওয়ায়;

তিনি গুণবৃক্ষ অবলম্বন করিলেন। ক্রমে তাহাও অতলস্পর্শ সাগরসলিলে নিমজ্জিত, এবং তাঁহার নাসাগ্র পর্য্যন্ত জল উত্থিত হইয়া, নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল; তখন তিনি জীবনের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই তরঙ্গে সন্তরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই তরঙ্গায়িত সাগর বক্ষে কখন ভাসমান, কখন নিমজ্জিত, ক্রমে শক্তিবিহীন ও শরীর অবশ হইয়া আসিতে লাগিল।

সপ্তবিংশ সর্গ।

বিদায়।

কালিদাস অনেক কষ্টে মনকে প্রবোধ দিয়া, বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে শয়নকক্ষ পরিত্যাগ এবং ধীরে ধীরে যাত্রা করিলেন।

একে মার প্রাণ, তাতে একপুত্র, জগদম্বার সে রজনীতে নিদ্রা হয় নাই। পুত্রমুখ দেখিবামাত্র নিকটস্থ হইয়া নিজের বামচরণ হইতে ধূলিগ্রহণ পূর্ব্বক, কালিদাসের মস্তকে প্রদান করিলেন। বলিলেন, মা মঙ্গলচণ্ডী তোমার মঙ্গল করিবেন, তুমি কালিদাস, মা কালী অবশ্য দাসের প্রতি পদচ্ছায়া প্রদান করিবেন। বলিতে বলিতে জগদম্বার নয়নদ্বয় অশ্রুজলে পূরিয়া গেল।

এই সময় মাতলি সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, জগদম্বা মস্তক অবনত করিয়া, মাতলিকে বলিলেন, আপনি অপরিচিত, সুর-লোকে কাহারও সঙ্গে আমার কালিদাসের পরিচয় নাই। বাছা আমার নিতান্ত বালক, কিছুই জানে না, আপনি তাহাকে লইয়া গেলেন, আমিও আপনার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলাম; সাবধানে রাখিবেন। কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে, যত শীঘ্র হয়, আপনিই তাহাকে রাখিয়া যাইবেন। সে আমার অন্ধের

যষ্টি, এ জীবনের একমাত্র অবলম্বন, যেন এ কথা আপনার স্মরণ থাকে।

মাতলি কহিলেন, হাঁ মা! এ কথা আমার স্মরণ থাকিবে; এবং আমিই আপনার কালিদাসকে রাখিয়া যাইব।

রাজা ও রাজ্যস্থ সকলে তাঁহার মঙ্গল কামনা, ও বিদায় করিলেন।

মাতলি কালিদাসকে সঙ্গে লইয়া, বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক কেমন কৌশলে বৈদ্যুতিক বল প্রয়োগ করিলেন। রথ গগন-মার্গে উড্ডীয়মান হইয়া যাইতে লাগিল। মর্ত্ত্যে জয় জয় ধ্বনি হইল, স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল।
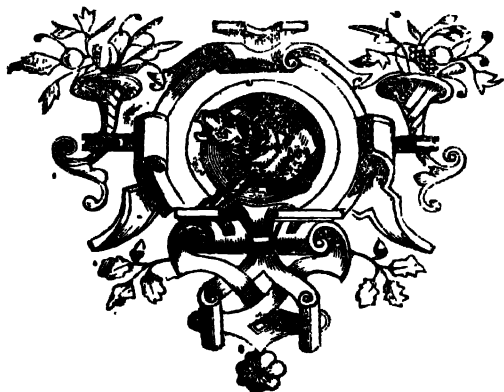
অষ্টবিংশ সর্গ।

শমন-ভবন।

রথারোহণান্তর কালিদাস বলিলেন, ইন্দ্র-সারথে! আমায় স্বর্গে লইয়া যাইতেছেন কেন?

শুনিয়াছি,—দেবগণ আপনার বিচার শ্রবণ করিবেন।

কালিদাস কতদূর আসিলেন, দেখিবার জন্য একবার নিম্ন দিকে দৃষ্টি করিলেন, সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, মস্তক ঘূর্ণিত হইল, পতিত হইলেন। সারথির যত্নে ও শুশ্রূষায় কিয়ৎকাল পরে সুস্থ হইলেন। চৈতন্যলাভ করিয়া দেখিলেন, সুশীতল অনিল-স্রোত তাঁহার অঙ্গে ঢালিয়া পড়িতেছে, সেই অসহ্য গ্রীষ্মসময়ে তাঁহার শরীর স্নিগ্ধ করিয়া জগজ্জীবন নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

ভগবান মরীচিমালী তাঁহার গন্তব্য পথের এক চতুর্থাংশ অতি-ক্রম করিলে, সারথি নানা মণিমাণিক্যখচিত একটী সুবর্ণপাত্র কালিদাসের হস্তে অর্পণ করতঃ কহিলেন, ধীমন্! আমরা চত্বারিংশৎ জ্যোতিষি ক্রোশ প্রায় অতিক্রম করিয়াছি, নিকটে স্থির বায়ু, নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হইলে, এই পাত্রের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, নাসিকা-সমীপে ধারণ করিবেন। কিঞ্চিৎকাল পরে

রথ দৈবাৎ স্থগিত হইল, কালিদাসের শ্বাসবন্ধ হইবার উপক্রম হইল, স্বর্ণপাত্র ব্যবহারের কথা স্মরণ হইল না ; অজ্ঞান হইলেন, কিন্তু পতিত হইলেন না।

মাতলি তখনই ব্যস্ততার সহিত তাঁহার নাসিকাগ্রে ঐ পাত্র না ধরিলে, তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারিত।

চৈতন্যলাভ করিয়া, মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, এবং এ মনোহর গন্ধ কোথা হইতে আগত হইতেছে ?

রথ স্থগিত আছে এবং এই স্বুবর্ণপাত্র হইতে স্থগন্ধ নির্গত হইতেছে।

ক্ষণকাল পরে, পূর্ণ পঞ্চহস্তপরিমিত দীর্ঘ, দৈর্ঘ্যের অনুপাত অনুসারে সমস্ত অবয়ববিশিষ্ট দুই প্রচণ্ড পুরুষ, দ্রুতবেগে রথের দিকে, অগ্রসর হইতেছে। একটীর শরীর অঙ্গার বর্ণ, ঈষদ্দীর্ঘ মস্তকে তদ্বর্ণ দীর্ঘ কেশ। অপরের অঙ্গ তাম্রবর্ণ, তাহার কেশশূন্য মস্তকে সূর্য্যালোক পতিত হইয়া, চক্‌চক্ করিতেছে। উহাদের ভ্রূ-শূন্য ললাটের নিম্নভাগে গোলাকার চক্ষু পক্ক মাকাল ফলের ন্যায় রক্তবর্ণ ও উচ্চভাবে স্থাপিত। বারোয়ারি পূজার মহাদেবের ন্যায় সুম্পূর্ণ উলঙ্গ, বামহস্তে চর্ম্মরজ্জু। কুকুর-হত্যাকারী ডোম-হস্ত-শোভন লগুড়ের ন্যায় বৃহৎ লগুড় দক্ষিণ হস্তদ্বারা একপার্শ্ব ধৃত, এবং অপর পার্শ্ব ঐ স্কন্ধে স্থাপিত ; অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ, বিকট শব্দ করিতে করিতে বেগে রথের দিকে অগ্রসর হইতেছে, দেখিয়া কালিদাস সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কে, আমাদের দিকে কেন আসিতেছে ?

আপনি জানেন না ! এ যে যমালয়, উহারা যমদূত ; আমা-

দিগকে কি দণ্ড প্রদান করিবে, তাহাই পরামর্শ করিতে করিতে আমাদিগকে প্রহার ও বন্ধন করিবার অভিপ্রায়ে, আগমন করিতেছে।

আমরা এ স্থানে কেন? ইহারই নাম কি স্বর্গ! তবে আমার বিচার কি এই স্থানেই সমাধা! এটা যমালয়! আমার সঙ্গে দেবগণ ও আপনি এরূপ ব্যবহার কেন করিলেন?

কালিদাসের মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া, মাতলি ব্যস্ততার সহিত কহিলেন, দ্বিজবর! আপনার কোন চিন্তার কারণ নাই।

ইহাতেও যদি চিন্তার কারণ না থাকে, তবে আর কিসে আছে?

ইহারা আপনাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, ব্রাহ্মণগণ বিদ্যা-বুদ্ধিবলে এ সংসারের অশেষ উপকার করিয়াছেন:—যখন পৃথিবীর সমস্ত স্থান অজ্ঞান-তিমিরাবৃত, কোন স্থানে সভ্যতার লেশমাত্রও পরিলক্ষিত হইত না, সেই সময় ব্রাহ্মণগণ আত্মসুখাদি বিসর্জ্জন করিয়া, কেবল সমাজের উন্নতির নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জগতে পরমপবিত্র সনাতনধর্ম্মের প্রচার এবং সভ্য জগতের আদরের ধন, ন্যায়, বিজ্ঞান, জ্যোতিষাদি-গণিতের উচ্চ অঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদাদি চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রচার দ্বারা এ জগতের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য দেবকুলে তাঁহাদের অত্যন্ত সম্মান এবং আদর। আপনি সেই ব্রাহ্মণকুলের শিরো-ভূষণ, আপনার প্রতি দেবগণ কর্ত্তৃক কোন প্রকার অন্যায় ব্যব-হার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব।

এই সময় যমদূতদ্বয় সমীপে উপস্থিত, ও অপ্রতিভ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

দূতগণের প্রত্যাবর্ত্তনের পর, এক প্রকাণ্ড ধূম্রবর্ণ ও বৃহৎ শৃঙ্গ মহিষোপরি তদ্বর্ণ অতিকায় পুরুষ ধীরে ধীরে আগমন করিতেছেন। দেখিয়া, মাতলি কহিলেন "এই সম্মুখে দেখুন! স্বয়ং ধর্ম্মরাজ, আমাদিগকে সম্ভাষণ করিতে আগমন করিতেছেন।"

কালিদাস বলিলেন, আমাদিগকে—কাহাকে?—আমাকেও? কি প্রকার সম্ভাষণ? আপনারা অমর, উহাঁর সম্ভাষণে বা আগমনে ভয় না করিতে পারেন, আমরা মরণশীল মানব, আমাদের উহাঁর সম্ভাষণাদি কিছুই ভাল বোধ হয় না। আচ্ছা, নিতান্তই যদি সম্ভাষণ করাই হয়, তাহা কিঞ্চিৎ দূর হইতে সমাধা করিয়া, শীঘ্র বিদায় লইতে বলুন। আপনার অনুরোধ না শুনিয়া যদি নিকটে আসিবার সম্ভাবনা হয়, তবে অগ্রেই এ স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিবেন।

মাতলি বলিলেন, আপনি ইহাঁর রূপ পরিদর্শন করুন।

না, আমি ওরূপ আর দেখিতে চাই না। দেখুন, কেমন প্রশান্তমূর্ত্তি, কিবা নবজলধরবর্ণ! আপনি ত্রিদিবেও এমন সুন্দর অথচ গম্ভীর আকৃতি আর দেখিতে পাইবেন না।

কেবল আকৃতি মাত্রই নয়; ধর্ম্মরাজের সুবিচারে জীবগণ কালপূর্ণ হইলেই পরলোকগামী হয়, নব নব প্রাণিগণ তাহাদিগের পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করিয়া জগতের বৈচিত্র্য রক্ষা করে। গলিত কুষ্ঠপ্রপীড়িত অতুর, অন্ধ, খঞ্জ, মহাশোকসন্তপ্ত, শত্রুপদদলিত, পরাধীন, অশেষ অসহ্য যন্ত্রণাভোগী, জনগণ যখন আর দুঃখভার বহন করিতে পারে না, তখন মৃত্যু তাহাদিগকে

উদ্ধার করিয়া থাকে। মৃত্যু না থাকিলে, এ সংসার দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইত, এবং বাসের অনুপযুক্ত হইয়া উঠিত।

ধর্ম্মরাজের নিকট অবিচার বা পক্ষপাত নাই; জাতি বা বর্ণগত বিভিন্নতাহেতু বিচারের তারতম্য নাই; এবং কর্ত্তার আদেশ-প্রতিপালনার্থ অনর্থক দণ্ডবিধানের নিয়ম নাই; ইনি উন্নতির প্রত্যাশায় বিচারে ক্ষিপ্রহস্ততা দর্শান নিমিত্ত, কাহারও সর্ব্বনাশ বা কাহাকেও নিরয়ভোগী করেন না। ক্রোধে বা অভিমানে কখনও বিচলিত হন না; সুতরাং ইহাঁর হস্তে কেহ নিষ্কারণে গুরুদণ্ড ভোগ করে না। যমরাজ প্রজাগণকে অন্যায় বিচারে অতিরিক্ত দণ্ড প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে, কখনও চিরপ্রচলিত বিচার-প্রণালীর পরিবর্ত্তন করেন না। ইনি স্বগণপোষণ নিমিত্ত কখন অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে পদস্থ করিয়া থাকেন না, ভ্রমে পতিত হইয়া কখনও কোন অন্যায় নিয়ম করিলে, তাহা স্বীকার ও ঐ নিয়ম রহিত করিতে কোন ইতস্ততঃ করেন না। ইহাঁকে দেখিয়া ভয়ের কোন কারণ নাই।

পরে উভয়ে সমীপাগত রবিসুতকে অভিবাদন করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনিই কি পণ্ডিত কালিদাস?

সারথি উত্তর করিলেন, ইনিই কালিদাস!

এ যে বালক! জ্যোতিষশাস্ত্রে ইহার এতদূর ব্যুৎপত্তি! এ বালকের রূপের অনুরূপ প্রজ্ঞা বটে। এখন তোমরা নিরাপদে স্বর্গারোহণ কর, বলিয়া, ধর্ম্মরাজ নীরবে প্রস্থান করিলেন।

সারথি বিমান চালনে উদ্যোগ করিতেছেন, সেই সময় অদূরে অত্যন্ত গভীর কোলাহল শ্রুতিগোচর হইল। কালিদাস ঐ শব্দ লক্ষ্য করিয়া যেমন চক্ষু ফিরাইয়াছেন, অমনি দেখিতে

পাইলেন, তাল-দীর্ঘা, ক্ষীণা, অসিতবর্ণা, আলুলায়িত কেশা, উলঙ্গিনী, এক বৃদ্ধা স্ত্রী। তাহার হস্তি কর্ণ, কটাবর্ণ, চক্ষুদ্বয় পরিমাণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র, কুদ্দালসদৃশ তিনটী দন্ত ওষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়াছে; দন্ত বোধ হয় চারিটী ছিল, একটী মধ্য হইতে পড়িয়া গিয়াছে; নিতান্ত অপরিষ্কার জন্য দন্তের প্রকৃত বর্ণ দৃষ্টিগোচর হইল না। গাত্র রোমাবৃত, স্থানে স্থানে বৃহদাকার ক্ষত সমস্ত ঐ ঐ স্থানকে রোমশূন্য করিয়াছে। হস্ত পদের অঙ্গুলিগুলি মশালের ন্যায়। নিরাহারে উদর পৃষ্ঠে সংলগ্ন, ঘোর বীভৎস আকার। গাত্র হইতে পূতিগন্ধ বিনির্গত হইতেছে। দেখিয়া, কালিদাসের গাত্র শিহরিয়া উঠিল। মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ আবার কি দেখিতেছি!

এটা প্রেতিনী, ইহার সঙ্গিগণ ভূত, প্রেত ও পিশাচ প্রভৃতি অপযোনি-প্রাপ্ত পাপিগণ, এ স্থানে পাপের শাস্তি ভোগ করিতেছে। যমালয়ে নরক বা পাপের দণ্ডভোগের স্বতন্ত্র কোন স্থান নাই, পাপিগণের শরীরই নরকরূপে বর্ণিত হয়। এবং তাহাতেই সমস্ত পাপভোগ হইয়া থাকে। এই দেখুন! ইহাদিগের সমস্ত গাত্র ক্ষতবিক্ষত, সর্ব্বাঙ্গ দংশক, মশক, ক্রিমি, জলোকা ইত্যাদি অসংখ্য কীটাকুলিত। বিষধর সর্প সমস্ত ইহাদিগকে অহরহঃ দংশন করিতেছে; আর মৃত্যু নাই, তাই জীবিত আছে। এই যে বিকটধ্বনি শুনিতেছেন, ইহা অসহ্য যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ মাত্র। ইহাদের আহার নাই, নিদ্রা নাই, দুঃখের শেষ নাই। পাপের পরিমাণ অনুসারে এ ভোগের সময় ও পরিমাণ নিরূপিত হয়।

শুনিয়া, সেই সহৃদয় যুবকের হৃদয় গলিয়া গেল। নয়নদ্বয়

হইতে অবিরল বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল। আমি ইহাদের পাপের ভার গ্রহণ করিয়া দুঃখভোগ করিলে, ইহারা মুক্ত হইতে পারে কি না ?—জিজ্ঞাসা করিলেন।

না মহাশয় !—একের পাপের ফল অন্যে ভোগ করিতে পারে না।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

পথে আতিথ্য।

পূর্ব্ববৎ বল প্রয়োগে বিমান ঊর্দ্ধমুখে ধাবমান হইল, পণ্ডিতবর এক পার্শ্ব দিয়া নিম্নভাগে দৃষ্টি করিলেন, শরীর শিহরিয়া উঠিল, যেন, রথ পরিত্যাগ করিয়া, তিনি শূন্যে উঠিতেছেন! বক্ষ মধ্যে ধড় ফড় করিতে লাগিল। মস্তক ঘূর্ণিত হইল; চক্ষু মুদিলেন, মুখ ফিরাইলেন, তবু কতক্ষণ ভয় গেল না।

দিনমণি অস্তগত, শর্ব্বরী সপত্নী তারাগণ সহ উদিতা হইলেন। চন্দ্রপরিবারস্থ তারাগণ মধ্যে যাঁহারা বড়, তাঁহারা প্রকাশ্যে মুখ বাহির করিয়া, কালিদাসের স্বর্গারোহণ ও জীবগণের এ সংসারের বাজী খেলা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁহারা ছোট, তাঁহারা লজ্জায় সম্যক্ প্রকাশ না হইয়া, বিস্তীর্ণ নীলিম যবনিকার অভ্যন্তর হইতে কখনও মুখ বাহির করিতে, কখন লুকাইতে লাগিলেন।

কতকদূর গমন করিলে, দুইটী কনক-চম্পকদাম-গৌরী, ফুল্লারবিন্দ-বদনা, মদন-বিহ্বলালসাঙ্গী পরম সুন্দরী যুবতী রথ-পার্শ্বে আগমন করিয়া, মাতলি ও কালিদাসকে প্রণিপাত করতঃ

দণ্ডায়মানা হইলেন। তাহারা অতি পরিপাটী বেশ ভূষায় সুসজ্জিতা, সুললিত ও সুশোভন অঙ্গ হইতে মৃদুমধুর গন্ধ চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। তাঁহারা বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, "অদ্য রজনীতে আপনারা এ অধিনীগণের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিলে, তাহারা কৃতার্থম্মন্যা হইতে পারে।" সে আহ্বান যেন বংশীধ্বনি, কালিদাসের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কে?

মাতলি উত্তর করিলেন, আমরা পরীরাজ্যে আসিয়াছি, ইহারাই এ রাজ্যের অধিশ্বরী।

কালিদাস মাতলির কর্ণের নিকট মুখ লইয়া, মৃদুস্বরে বলিলেন, ইহারা পরী! যদি আমাদিগকে আশ্রয় করে!

আপনার অসম্মতিতে করিবে না।

আপনি কি মনে করেন পরনারী অতুলনীয় সুরূপা হইলেই আমি তাহার স্পর্শে সম্মতি দিব?

সহস্রলোচনের সারথি বলিলেন, ইহারা পরনারী নহে, এ রাজ্যে কোন পুরুষ বাস করে না।

আমার পরিণীতা স্ত্রী হইতে ভিন্ন, আমি এই অর্থে পরনারী শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।

সূত বিনীত ভাবে বলিলেন, আমি রথচালন কার্য্যে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিয়াছি, আপনি অনুমতি করিলে ইহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, এই যামিনী যাপন করিতে পারি।

আমি আতিথ্য গ্রহণ করিব না, আমি এই রথে বাস করি, আপনি ইহাদিগের বাসনা চরিতার্থ করিয়া আসুন।
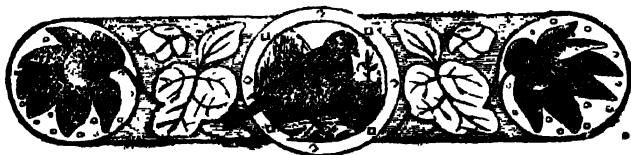
ত্রিংশ সর্গ।

দর্প চূর্ণ।

নারদ কালিদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে, বীণাতে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে, অমরাবতী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর গমনান্তর সম্মুখে একটী পরিপাটী উদ্যান দেখিতে পাইলেন। তন্মধ্যে বিভিন্ন বর্ণ কয়েকটী পুরুষ, এবং পরমাসুন্দরী কয়েকটী রমণী, সুরম্য আসনে উপবিষ্ট। তাঁহাদিগের চতুষ্পার্শে অগণ্য বালক বালিকা তাঁহার নয়ন পথের পথিক হইল।

মুনিবরের অগম্য স্থান নাই, তথাপি এ উদ্যান কখন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কৌতূহলে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় তন্মধ্যস্থ একটী রমণীর আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন, তখনি ঐ নিনাদকারিণীর বাম বাহু, শরীর হইতে ছিন্ন হইয়া, ভূতলে পতিত হইল, অবিরাম রুধির ধারা পতন হইতে লাগিল। আবার দেখিলেন, কাহারও অঙ্গ ভগ্ন, কোন কবন্ধের নিকট মস্তক পড়িয়া আছে। কাহারও গ্রীবা বক্র, শরীর স্থানে স্থানে ক্ষত, অনেকের অঙ্গ বিকল ও বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তাহারা আর্ত্তনাদ করিতেছে।

নারদ এ সমস্তের মর্ম্ম কিছু মাত্র বুঝিতে পারিলেন না, সবিস্ময় হৃদয়ে নিস্তব্ধ ভাবে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল অন্তর, একটী পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কে? আপনাদিগের এ দশা কেন?

আমাদের এ দুর্দ্দশার কথা শুনিবার প্রয়োজন নাই, বিধাতা আমাদিগের ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছেন তাহা ঘটিতেছে, আপনাকে জানাইলে আর কি হইবে?

নারদ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করায়, বলিলেন আমরা 'ভারত-সঙ্গীত', এই পুরুষ কয়টী 'ছয় রাগ', এই বয়োধিকা ছত্রিশটী রমণীর নাম 'রাগিণী', এ বালক বালিকাদিগের নাম 'উপরাগ' ও 'উপরাগিণী।' লোকে উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত সঙ্গীতের আলোচনা করায়, আমাদের এ দুর্দ্দশার কারণ ঘটিয়াছে।

নারদ বলিলেন, মহাশয়! এ জগতে সঙ্গীতের আলোচনা, অর্থাৎ জীবনে অন্ততঃ একবার গান না করে, এমন লোক অতি বিরল। কিন্তু তাহাদিগের এক লক্ষে একজন রাগ রাগিণী শিক্ষা করিতে চেষ্টা করে, সেই চেষ্টাকারী এক লক্ষ লোকের মধ্যে এক জন কতক শিক্ষা করে। এ বিদ্যা এত কঠিন ও বিস্তৃত যে, কেহই পারদর্শী হইতে সক্ষম হয় না। সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত সঙ্গীতের আলোচনা করিলে আপনাদের যদি এ দশা ঘটে, তবে এত দীর্ঘ কাল পরে আপনারা জীবিত থাকা দূরে থাকুক, নাম পর্য্যন্ত এ সংসারে লোপ হইয়া যাইত। আপনারা এমন স্থলে সামান্য ক্ষত শরীরে জীবিত আছেন কি প্রকারে?

যাঁহারা কখন কোনও প্রকারে তত্ত্বানুসন্ধান ব্যতীত সঙ্গীতের আলোচনা করে, তাঁহারাও আমাদিগকে কিছু বলে না, আমরাও

তাহাদিগকে কিছু বলি না। সে সঙ্গীতে আমাদিগের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

যাহারা শিখিতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হয়, তাহারা সময় সময় আমাদের সামান্য কষ্টের কারণ হইয়া থাকে।

কিন্তু আপনার কথিত তৃতীয় শ্রেণীর খুঁত আগরে গো-বাঘারাই আমাদিগের কালস্বরূপ। এই দেখুন, এখনই এক বেটা আমার প্রিয়তমা পরম সুন্দরী ললিত-রাগিণীর বাহু ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

শুনিয়া, নারদের মুখশ্রী মলিন হইল, ভাবিলেন, আমিই ত এখন ললিত-রাগিণীতে বীণা বাদন করিতেছিলাম।

আচ্ছা, আপনারা কি এ সমস্ত অনিষ্টকারী লোকের নাম জানিতে পারেন?

পারি বৈ কি?

শুনিয়া, নারদ আস্তে ব্যস্তে প্রস্থান করিতে উদ্যত, এমন সময় রাগ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নাম কি?

নারদের মনে অত্যন্ত ভয় হইল, পাছে পরিচয় পাইয়া সকলে তাঁহাকে আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় প্রশ্ন শুনিয়াও শুনেন নাই, এই ভাবে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

রাগের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, কেন, উত্তর দিচ্ছেন না যে?

নারদ একবার পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত ও বাহনে কশাঘাত পূর্ব্বক অতি বেগে প্রস্থান করিলেন।

রাগ বলিলেন, তোমারই নাম বুঝি নারদ? যাঁ'ক, খুব বেঁচে গেলে কিন্তু!

একত্রিংশ সর্গ।

দেবকীর্ত্তি।

কয়েক দিবস পর, বিমান অমরাবতীতে উপনীত হইল। সে সুরম্য নগরী জম্বুনদজাত সুবর্ণ অপেক্ষা উজ্জ্বল সুবর্ণনির্ম্মিত প্রাচীরবেষ্টিত, এবং সম্মুখে বৃহৎ তোরণ নানা রত্নে মণ্ডিত।

অনতিদূরে এক শ্বেতবর্ণ, সুগঠন, বৃহদাকার মাতঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় অবিরাম গাত্র সঞ্চালন করিতেছে।

দিগন্তব্যাপী ও জগৎবিনোদন, পারিজাত প্রভৃতি সুবাস কুসুমিত বিটপীনিচয়পরিশোভিত মনোহর নন্দনকানন সম্মুখে বিরাজমান। সুগায়ক পতঙ্গকুলের সুতান স্বরলহরী, পারিজাত পরিমল-পরিবাহী সুশীতল মারুতহিল্লোলে প্রবাহিত হইয়া, কালিদাসের শ্রবণে অমৃত সিঞ্চন করিল;—যুগপৎ চক্ষু, কর্ণ এবং নাসিকার তৃপ্তি সাধন হইল,—কালিদাস স্বর্গসুখ অনুভব করিলেন ও অপার আনন্দসাগরে ভাসিয়া গেলেন!

সম্মুখে শত, তাজমহলের সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বহুমূল্য প্রস্তরাদি নির্ম্মিত সুবিস্তীর্ণ পরম রমণীয় সভামণ্ডপ। তাহার প্রাচীরাঙ্গে বিচিত্র প্রস্তর বিনির্ম্মিত কএক খানি চিত্র দেখিলেন;—এক

কৃষ্ণবর্ণ ভৈরবমূর্ত্তি পুরুষের নাসাপার্শ্বে আরক্ত গোলাকার বৃহৎ লোচনদ্বয় যেন সঘনে ঘূর্ণিত হইতেছে। তাহার হস্তস্থিত বিশাল মুষল যমদণ্ডের ন্যায় পরিদৃশ্যমান, ঐরাবত পৃষ্ঠোপরি বজ্রপাণির লক্ষিত সম্মুখ সমরে পরাস্ত প্রায়। নিম্নভাগে দেবনাগর অক্ষরে লিখিত আছে "বৃত্রাসুর বধঃ।"

ত্রিপুরান্তকারী শূলপাণি কর্ত্তৃক ত্রিপুরাসুর নিপাত। মধুসূদন দ্বারা মধুকৈটভ নিধন, মহাশক্তি কর্ত্তৃক মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বিনাশ প্রভৃতি চিত্র সমস্ত দেবদেবীগণের কীর্ত্তি কলাপের পরিচয় দিতেছে। অভ্যন্তরে কত সহস্র অমূল্য মণিমাণিক্য-খচিত সিংহাসন। তাহার সম্যক্ বিবরণ লেখা অন্যের পক্ষে সুদূরপরাহত। কালিদাস স্বয়ং তাহার বর্ণনা করিতে নিজের অশক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে যে কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়াছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া দীর্ঘকাল পরে, যবন সম্রাট ত্রয়োদশ কোটী মুদ্রা ব্যয়ে 'ময়ূরাসন' প্রস্তুত করেন, কিন্তু তাহা স্বর্গসিংহাসনের অনুকরণ বলিয়াও কথিত হইবার উপযুক্ত হয় নাই।

এই সিংহাসনের উপরে দিব্যরূপ দেবদেবী সমাসীন দেখিয়া, পণ্ডিতবর বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে মাতলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, মাতলি বলিলেন, এই দেখুন, শচী সহ শচীপতি সিংহাসনে উপবিষ্ট, দেবলোকেও শচীর রূপের তুলনা নাই। দেবরাজ প্রথম বয়সে প্রজাপতির নিকট তাঁহার উপযুক্ত পত্নী পাইবার প্রার্থনা করায়, তিনি সৌদামিনীর অতিরিক্ত উত্তাপ রহিত করিলেন; সুতরাং চঞ্চলতা ও তারল্য, ঐ অনুপাতানুসারে হ্রাস হইয়া গঠনোপযোগী হইলে, তদ্দ্বারা শচী রাণীর এই সুচারু

রূপ নির্ম্মাণ করেন। দেবরাজের মনঃপূত হইলে, তাহাতে প্রাণদান ও পুরন্দরকে সম্প্রদান করেন—এই সেই শচীরাণী।

দেবরাজের সর্ব্বশরীরে সহস্রলোচন অবলোকন করিয়া, কালিদাসের বদন হাসি হাসি হইল। মনে মনে ভাবিলেন, দেবতাদিগের শাপে বর হয়, তাই রক্ষা, নইলে ব্রহ্মশাপে ইহাঁর কি দশাই ঘটিয়াছিল! পাপের প্রায়শ্চিত্ত হাতে হাতে ফলিয়াছিল। ইহাঁর মত কুকার্য্য মনুষ্যে করিলে, তাহার কত দুর্দ্দশাই হইত, ইনি সহস্রলোচনযুক্ত হইয়াছেন। কালিদাস গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে, পুরন্দর সস্ত্রীক গাত্রোত্থান, সিংহাসন হইতে অবতরণ ও অগ্রসর এবং পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ কালিদাসের হস্তধারণ পূর্ব্বক, গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। সিংহাসনের নিকট সুরম্য উচ্চাসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া, পরে নিজেরা আসন গ্রহণ করিলেন।

স্বর্গাধিপ বলিলেন, দ্বিজবর! আমি সমস্ত দেবদেবীর অনুরোধে আপনাকে কষ্ট প্রদান এবং এস্থানে আনয়ন করিয়াছি। আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না।

সুবিনীত কালিদাস উত্তর করিলেন, দেবরাজ! আপনি আমাকে সশরীরে স্বর্গে আনয়ন করিয়াছেন। আমি অদ্য আপনার ও শচী দেবীর শ্রীচরণ দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। যদি আপনার কৃপাগুণে অন্যান্য দেবদেবীগণের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে পারি, তবে এ জীবন সার্থক মনে করিব। কতজন কোটী জন্ম কঠোর তপস্যা করিয়া, এক দেবের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হয় না, আপনার দয়াগুণে, বিনা আরাধনায় যদি আমার তাহা সিদ্ধ হয়, তবে সে দয়ার সীমা নিরূপণ কি প্রকারে হইতে পারে? হে সুরপতে! এ নির্গুণে এতাদৃশ পুরস্কার

কেবল দয়ার কার্য্য। আমি লোকাতীত সম্মান প্রাপ্ত হইলাম, অসন্তোষের কোন কারণ হয় নাই।

পুরন্দর বলিলেন, আপনি অনুগ্রহবিতরণে আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন; সময়ে সমস্ত দেবদেবীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

নন্দনকাননের দক্ষিণ পার্শ্বে সুশীতল সলিলবাহিনী কল্লোলিনী অলকানন্দা মৃদু মধুর কুল কুল ধ্বনিতে প্রবাহিতা। তাহার উত্তর তীরস্থ মনোহর অট্টালিকা, বৃহৎ দর্পণ সদৃশ সেই সলিলে স্বীয় সুচারু রূপের প্রতিবিম্ব অবলোকনে মোহিত হইতেছে! দক্ষিণানিল-হিল্লোলে বিকম্পিত তরঙ্গিনীর ক্ষুদ্র তরঙ্গরাজী ধীরে ধীরে ঐ অট্টালিকার পাদদেশে লুণ্ঠিত হইতেছে। এই সুরম্য গৃহে কালিদাসের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। দুইজন সুবেশধারী গন্ধর্ব্ব এবং মেনকা ও উর্ব্বশী নাম্নী বিদ্যাধরীদ্বয় সেই মনুজশ্রেষ্ঠের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিল।
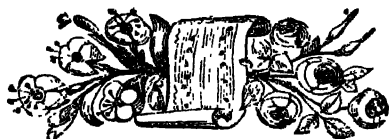
দ্বাত্রিংশ সর্গ।

একি আনন্দাশ্রু ?

অপর্ণা বামকরে কপোল বিন্যস্ত করিয়া, বিমর্ষভাবে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় চপলা উপস্থিত হইয়া কহিলেন, কি, অমন করে ভাব্‌ছ কি ? তোমার ত পাতয়ে পাচ কিল ! এ সংসারে অমন গুণ নেই, অমন রূপ নেই, অমন রসিক নেই, তার পর তোমায় প্রাণের অধিক ভালবাসেন। তুমি আবার বিমর্ষ কেন ?

অপর্ণা মুখ উত্তোলন করিলে, চপলা দেখিলেন তাঁহার নয়নদ্বয় সজল ঈষৎ রক্তবর্ণ, নাসিকার দুইপার্শ্বে দুইটী অশ্রুধারার চিহ্ন। মনে করিলেন কোন বিপদ ঘটিয়াছে। সহসা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস না করিয়া, নিস্তব্ধভাবে স্থিরনেত্রে দণ্ডায়মান রহিলেন।

অপর্ণা বলিলেন, কে, চপলা ! এত দিন কোথা ছিলে ? এস আমার কাছে এস।

চপ। তোমার চখে জল দেখে আমার কথা সরছে না, বল দেখি, তুমি কাঁদ্‌ছ কেন ?

অপ। তুমি কি কিছুই জান না ?

চপ। না, আমি কিছু জানি না।

অপ। স্বর্গে দেবতারা ইন্দ্রের সারথি মাতলিকে রথসহ পাঠিয়ে দিয়ে, আমার সেই সাধনের ধনকে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছেন।

চপ। সে কি! দেবতারা অকস্মাৎ তাঁকে স্বর্গে নিয়ে গেল্লেন কেন ?—কোন পীড়া হয়েছিল ?

অপ। আরে তা কিছু নয়। দেবতারা তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে, তাঁকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করেন ; পরে ইন্দ্রের স্বাক্ষরিত একপত্র সহ মাতলি এসে, তাঁকে নিয়ে গিয়েছেন।

চপ। ইন্দ্রের অমরাবতীতে ? তবেই হয়েছে ! তোমার সঙ্গে দেখা করে গিয়েছেন ?

অপ। বিদায়-সময় অনেক বলে কয়ে দিয়েছি।

চপ। ভারি কাজ করেছ ! আর কি সে ফিরে আস্‌বে ? দে'খো ! দেবতারা সকলেই সমান ধার্ম্মিক ; শ্রীপতির ব্রজলীলা, প্রজাতির কথা না বলাই ভাল, চন্দ্রের কলঙ্ক জগৎবিখ্যাত, যার রথে গিয়েছেন, তাঁর নাম সহস্র-লোচন, কৃত্তিবাসের কীর্ত্তি কোথাও অপ্রকাশ নাই। এমন কুসংসর্গে কি পুরুষ ছেড়ে দিতে আছে ? মুনি ঋষিগণের যোগ ভঙ্গ কত্তে হলে, দেবতারা একটী বিদ্যাধরীকে তাঁর নিকটে পাঠিয়ে দেন, মাগী অম্‌নি নির্লজ্জের মত, সেখানে গিয়েই তাঁর যোগ ভঙ্গ করে। এমন অসংখ্য বিদ্যাধরী স্বর্গে আছে, তা জান ?

অপ। তবে এখন উপায় কি ?

চপ। আর উপায় কি ! পরীগণও বোধ হয় ঐ স্বর্গেরি কোন স্থানে থাকে, অমন পরম সুন্দর যুবা পুরুষ, তারা একবার পেলে কি ছেড়ে দেবে !

অপ। তবে ভরসা এই, তিনি তেমন লোক নন।

চপ। আগেই কি তেমন থাকে ? "সন্ন্যাসী চোর নয়, দ্রব্যে ঘটায়"। এখন গৌরীর আরাধনা কর, তাঁর কৃপায় সবই হতে পারে। আবার বলি, তোমার মত হাবা মেয়েও ত কখনও দেখি নি। আচ্ছা তুমি কি অক্রুর-সংবাদ কখন শোন নি ? কংশের দূত অক্রুর মুনি, ভক্তবেশে রাধার সাধনের ধন চিন্তামণিকে, যজ্ঞের নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে, অল্প ক দিনের জন্য নিয়ে যায়; আর রেখে গিয়েছিল ? মথুরায় তবু এত অপ্সরা কি পরী ছিলনা। একটা কুঁজো দাসীর কুঁজট, কেমন করে সারিয়া নিয়ে, তাকেই রাণী বানিয়ে, কৃষ্ণ, কংশের রাজ্যে রয়ে গেল। পুরুষ মানুষ, তাকেও কি বিশ্বাস কত্তে আছে ? কখন হাতছাড়া কত্তে নেই, মুটোর মধ্যে রেখেই পারা যায় না। অবিশ্বাসী পরনিন্দুকজাত, কাজে নিজেরা সব কত্তে পারে, কিন্তু বৈ লেখার বেলা বলবে "অঙ্কে স্থিতাপি যুবতী পরিরক্ষণীয়া"। "চোরের মার বড় গলা।"

অপ। ও সবত শুনলেম, এখন কিছু কত্তে পার ?

চপলা। কতক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, কদিন হল গিয়েছে ?

অপ। আজ চার দিন।

চপ। মাথা ঝাঁকিয়ে, মুখ ভঙ্গি করিয়া বলিলেন, তবে আর কিছু হয় না, এতদিন এমন হয়ত, অমরাবতীতে গিয়ে দেখে শুনে মজে গিয়েছে। এত করে জুটিয়ে দিলেম, তার পরিণামটা এই কল্লি ! তবে দেখি কিছু যদি কত্তে পারি। তবে তুমি বস, আমি আসি।

ত্রয়োত্রিংশ সর্গ।

ধৈর্য্যচ্যুতি।

একদিন সন্ধ্যাগতে সুরপতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া, ধীরাগ্রগণ্য কালিদাস রাজসভায় উপনীত হইলেন। সভামণ্ডপে কেশিনী ও সুরসা নাম্নী দুইটী অপ্সরা নৃত্যগীতার্থ সুসজ্জিতাবস্থায় সহস্রলোচনের সম্মুখভাগে উপবিষ্টা। তাহাদের বেশভূষার বিবরণ ভাষায় কুলন হয় না। ইন্দ্র স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, অমিতবীর্য্যবান্, সকল বিদ্যাধরী তাঁহার অনুগ্রহভাজন থাকিলেও এই দুইটীর রূপগুণে তিনি অধিক পরিমাণে মোহিত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাহাদের বেশভূষা ত্রিভুবনে অতুলনীয় হওয়া অসম্ভব নয়।

পাঠক মহাশয় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন; এরূপ আমরা বর্ণনা করিতে অক্ষম, সুতরাং বর্ণনা করিলাম না। স্বর্গেও এ রূপের তুলনা দিবার স্থল বিরল, স্বর্গের কোন রূপের সঙ্গে তুলনা দিলেও আপনারা কিছু বুঝিতে পারিবেন না। যদি বলি রূপে লক্ষ্মী, আপনারা তাহাতে যে স্থানে সেই স্থানেই থাকিলেন, এক পদ ও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এ

পৃথিবীতে সে রূপের তুলনা দিবার স্থল নাই, সে রূপের তুলনা, সেই রূপ। যেমন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা, বিষের ঔষধ বিষ, জল দ্বারা জল, কণ্টক দ্বারা কণ্টক বাহির করা। এ রূপের বর্ণনা কালিদাসের মুখে শুনিলে বোধ হয় কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিতেন। আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, সে রূপ দর্শন করিলে মনুষ্য ঈষৎ মুখব্যাদান, নয়ন বিস্ফারিত, অনিমেষে, নিশ্বাস প্রায় বন্ধ করিয়া, এক ধ্যানে অনেকক্ষণ অবাক, অচঞ্চল হইয়া, চিত্র-পুত্তলীর ন্যায় নিস্পন্দ অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকে। দীর্ঘকাল পরে যখন চক্ষের পলক পড়ে তখনি চক্ষে জল আসে ; চক্ষের নিমিষ কাল দেখিতে না পাওয়ায় দুঃখে চক্ষে জল আসে, মন কাঁদে। ধার্ম্মিকপ্রবর কালিদাসেরই সেই দশা ঘটিয়াছিল, অন্যে পরে কা কথা। মনোনিবেশের নামই যে স্মৃতি তাহার প্রমাণ এই স্থলে। যে ব্যক্তির এক কর্ণে কথা প্রবেশ করিলে অন্য কর্ণ দিয়া চলিয়া যায়, এক মুহূর্ত্তও মনে থাকে না, কিছু দেখিবামাত্র ভুলিয়া যায়, জিজ্ঞাসা করিলে কিছু বলিতে পারে না, সেও যদি এ রূপ একবার দেখে, জন্মের মত ভুলে না। এখন বলুন দেখি, এ রূপেরও কি বর্ণনা হয়?

তাহাদের আপাদ-লম্বিত কৃষ্ণ সুচিক্কণ ঘন কুঞ্চিত কেশপাশ পরম রমণীয় ললাটের ঊর্দ্ধভাগে সুবিন্যস্ত, হস্তে বীণা, নয়নযুগল যেন তরল পদার্থের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে কখনও শিবনেত্রের আকার ধারণ করিতেছে। সে রূপ পিনাকপাণি হরের রূপের সদৃশ। এরূপ দেখিয়া কালিদাসের মনে এক প্রশ্নের উদয় হইল—"রতির বিলাপে সন্তুষ্ট হইয়া, সেই স্মরহর, অন্যরূপে অনঙ্গকে অঙ্গদান ও তাঁহার পূর্ব্ব প্রতাপ সৃষ্টি নিমিত্ত বোধ হয়, এই

দ্বিশিবরূপ ধারণ করিয়াছেন।” যখন তাহারা বীণার সঙ্গে মিলিত করিয়া, সুতানলয় স্বরে সুমধুর সঙ্গীত আরম্ভ করিল, তখন কালিদাসের মনের সন্দেহ দূর হইয়া গেল, ভাবিলেন, শিব-শক্তি ব্যতীত এ পারদর্শিতা অন্যে সম্ভবে না। সেই নৃত্য গীতা-দিতে কালিদাসের মন বিমোহিত করিল।

কেশিনীর যৌবনের প্রারম্ভ সময়, সে সুকুমার কুসুমকলি অর্দ্ধবিকশিত, বসন্তকালের ব্রততী সদৃশ অভিনব পুষ্পপল্লবে পরিশোভিত।

আষাঢ় মাসের বর্ষার ন্যায়, এ যৌবনের খরস্রোত শুষ্কনদ-হ্রদাদিতে জীবন দান করে, দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়। রসে কূল ভাসাইতে বাসনা, পারে না। এ জল শীতল, স্নানে পানে দর্শনে অনন্ত সুখ। এ জল চঞ্চল, কভু তরঙ্গ তুলিতেছে, কূলে লাগি-তেছে, তরঙ্গ তখনই ভাঙ্গিয়া ছস্ করিয়া হাসিতে হাসিতে ঢলিয়া পড়িতেছে। কখনও কূলে গিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া খেলা করিতে করিতে পথ ভুলিয়া উজান দিকে চলিয়া যাইতেছে। কভু নদ বক্ষে নাচিয়া বেড়াইতেছে। যে সন্তরণপারগ রসিক যুবা, সে তরঙ্গে গা ঢালিয়া দিয়াছে,—তাহাকে আলিঙ্গন দানে কখনও ডুবাইতেছে, কখনও ভাসাইতেছে, সঙ্গে করিয়া সুখের সাগরে লইয়া যাইতেছে।

যে অরসিক সাঁতার জানে না, সে ডুবিয়া যাইতেছে, কূল পাইতেছে না; কেহবা হাবু ডুবু খাইয়া, অতি কষ্টে কূলে উঠি-তেছে। কতজন এ জলে কেলি করিয়া, এ সংসারে থাকিয়াই স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছে।

যৌবনের যে সময়ে পূর্ণবয়সে পূর্ণযৌবনের স্রোত জগৎ

মাতাইয়া, মৃদুতরঙ্গ তুলিয়া, ভাদ্রমাসের বর্ষার ন্যায় দুকূল ভাসাইয়া ঢালিয়া পড়িতেছে, রস আর ধরে না; সুরসার যৌবন সে প্রকার নহে। সে যৌবনে আষাঢ় মাসের প্রখরতা, বা ভাদ্রমাসের মন্থরতা দৃষ্ট হয় না। সে যৌবন এ উভয়ের মধ্যে, শ্রাবণ মাসের প্রথম ভাগের স্রোতের ন্যায় স্তোকনম্র, কূল ডোবে নাই, ডোব ডোব।

এ মধুর সময়ের নাম কি?

'ষোড়শ বর্ষ।'

ইহার একটী মাত্র গান কালিদাস প্রকাশ করেন, তাহা এই:—

রাগিণী কেদারা, তাল—খেমটা।

হইব নন্দনকানন বিহারী।
সখি! ঐ নন্দন কানন বিহারী।
মন যারে চায়, তারে যদি পায়,
মাতি প্রেমরসে তাহারি।
হরিচন্দন রসে, মন্দার সুবাসে,
সাজিয়ে জুড়াব নেহারি॥
অথবা গগণে, উড়িয়ে দুজনে;
যে স্থান সুখদ হেরি।
প্রবেশি সেখানে, আলিঙ্গন দানে,
মনাগুণ নিবারি॥

এই নৃত্যগীতাদি সময়ে, সেই মনুজশ্রেষ্ঠ জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর রজনীতে যখন সঙ্গীতের বিরাম হইল, তখন, স্বপ্নোত্থিতের ন্যায়, চৈতন্য লাভ করিয়া ভাবিলেন, আমি

কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম ? না, আমি যে ইন্দ্রের সভায় অপ্সরা-গণের নৃত্য দেখিতে ছিলাম ! আহা ! কি দেখিলাম ! কি শুনিলাম !

তখন সেই ধার্ম্মিকপ্রবর কালিদাসের মন বিচলিত প্রায় হইয়াছে। তিনি দেবরাজকে কোন কথা না বলিয়া শূন্য মনে চলিয়া যাইতেছেন। রসিকচূড়ামণি সহস্রলোচন তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, এই দুইটী গায়িকাও আপনার প্রীতিসাধনার্থ নিযুক্ত থাকিবে।

কালিদাস কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলেন।

মৌন সম্মতির লক্ষণ বিবেচনায়, পুরন্দর ঐ নর্ত্তকীদ্বয়কে কালিদাসের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে আদেশ করিলেন। তাহারা পরম আহ্লাদ সহকারে তাহাতে সম্মতি দান করিল।

কালিদাস নিজ কক্ষে শয়ন করিয়া চিন্তা করিলেন, পরীগণের অতুলনীয় রূপ, তাহারা মধুমাখা বাক্যে কত সমাদর করিল, আমার মনের কিছুমাত্র বিকার জন্মাইতে পারিল না, আমি অনায়াসে তাহা উপেক্ষা করিলাম। উর্ব্বশী, মেনকা, কত বেশভূষা, হাবভাব, রঙ্গরস দর্শাইতেছে, তাহাদিগের পূর্ণযৌবন, রূপের তুলনা নাই। কিছুতেই এ চিত্তের বিকার জন্মে নাই, আজ আমায় এ পাপ কেন স্পর্শ করিল !

বিদায় কালীন অপর্ণার সজল নয়নযুগল ও তাঁহার কথা কয়েকটী কালিদাসের মনে উদয় হইল, চক্ষে জল আসিল, সে জলে তাঁহার আন্তরিক কলুষ ধৌত করিয়া ফেলিয়া দিল।

এই সময় কেশিনী ও সুরসাকে মন্থর গতিতে তাঁহার শয্যা-সন্নিধানে উপনীতা দেখিয়া, যুবক চমকিয়া উঠিলেন।

তোমরা এস্থানে কেন ?

সুরপতি আপনার সেবার্থ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন।

সুরপতির অনুগ্রহের জন্য আমি পরম প্রীতিলাভ করিলাম, তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর, আমার সেবাদাসীর প্রয়োজন নাই।

তাহারা বিদায় হইলে কালিদাস ভাবিলেন, আমি কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলাম! আহা! সে রূপ একবার প্রাণভরিয়া দেখিলাম না। আর মন প্রবোধ মানিল না, তাহাদিগকে পুনরায় আহ্বান করিলেন।

সুরসিকা যুবতীদ্বয় তাঁহার দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টি করিয়া হাসি হাসি বদনে বলিল, না মহাশয়! আর কেন? আমাদিগকে বিদায় দিয়েছেন, আর আমরা ফির্‌ব না।

সে ভঙ্গি কালিদাসের মন আবার কাড়িয়া লইল।

একান্ত আগ্রহ দেখিয়া তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ মৃদুমধুর সম্ভাষণে কালিদাসের মন দ্রব করিয়া ফেলিল।

কালিদাস একটীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার নাম কি ?

এ দাসীর নাম কেশিনী।

তোমার নাম ?

সুরসা।

সুরসা বলিল, পণ্ডিত মহাশয়! আপনাদের দেশে নৃত্যগীত আছে ?

আছে। তবে এ প্রকার নয়।

কেশি। তবে কি এ অপেক্ষা ভাল ?

কালি। তোমাদের নৃত্যগীতের তুলনা নাই।

কেশি। আপনাদের নর্ত্তকী ও গায়িকাগণ কি আমাদের অপেক্ষা সুন্দরী ?

কালি। সৌন্দর্য্য দর্শকের রুচির উপর নির্ভর করে।

সুর। এরূপেও যদি দর্শকের রুচি না জন্মে, তবে তার ঘোর অরুচি ঘটেছে।

কালি। তা কি আর বলিতে হয়। আবার দেখ, প্রণয় সামান্য রূপকেও সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর করিতে পারে। অপ্রণয়ে সৌন্দর্য্যের তত মাধুর্য্য থাকেনা।

সুর। যাহা সহজে পরম রমণীয়, তাতে অল্প প্রণয়ের যোগ করিলেই জগতে অতুলনীয় হয়।

কালি। প্রণয় কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে, সে মনের কার্য্য, মন যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে পাইতে চেষ্টা করে। পাইতে যত বাধা বিপত্তি ও কষ্ট হয়, ভালবাসা বা প্রণয় তত গাঢ় হয়, যাচা ধনে মনের আদর জন্মে না।

সুর। আপনি যে তর্কশাস্ত্র খুলে বস্‌লেন, ওতে আমরা আপনার সঙ্গে পেরে উঠ্‌বনা, আমাদের পড়া বিদ্যার মধ্যে এলে বুঝ্‌তে পারি।

এই সময়ে উর্ব্বশী ও মেনকা তথায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিদ্যাধরী দ্বয়কে সঙ্গে করিয়া গৃহের বাহিরে গমন ও অনেকক্ষণ কি পরামর্শ করিল। পরে সুরসাকে গৃহমধ্যে রাখিয়া সকলে প্রস্থান করিল।

সুরসা বলিল, দেখ্‌লেন মহাশয়! ইহারা কেমন আমাকে একা রেখে সকলে চলে গেল।

কালি। অত্যন্ত অন্যায়, চল, আমি তোমায় রাখিয়া আসি,

বাহিরে আসিয়া সুরসা মৌনভাবে চলিয়া গেল, কোন আলোর প্রয়োজন হইল না, বাল-সূর্য্য তাহাকে পথপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

সঙ্গীতে স্বর-মাধুরী।

পিতামহ জগতের ক্রিয়া-কলাপ বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার মন্দির দ্বারে ঠক্ করিয়া একটী শব্দ হইল, নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, নারদের ঢেঁকী, ভাবিলেন আরোহী কোথায় ?

তখন নারদ আসিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক দণ্ডায়মান।

প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তোমরা সকলে কুশলে আছ ত!

আজ্ঞা, আপনি যাহার মঙ্গল চিন্তায় রত, তাহার কি অমঙ্গল সম্ভবে ?

এখন এস্থানে আসিবার উদ্দেশ্য কি ?

আমি ঘোরতর অপমানিত হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি।

পরে সজল নেত্রে রাগ রাগিনীর নিকট অপমানিত হওয়ার বিষয় বিবৃত করিয়া বলিলেন, পিতঃ! আমাকে সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করুন।

ব্রহ্মা। আমি সঙ্গীত জানি না।

সামবেদের আদি বক্তা যদি সঙ্গীত না জানেন তবে জানে কে ?

সৃষ্টির আদিতে যাহা জানিতাম, তাহা বিনা আলোচনায় এককালে বিস্মৃত হইয়াছি, তুমি অন্যত্র চেষ্টা কর।

পরে নারদ নারায়ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনি আমায় সঙ্গীত শিক্ষা করাইতে পারেন?

কেন, তুমি ত সুন্দর বীণা বাদন করিতে পার!

বীণা বাদনে যে দোষ ঘটিয়াছে, নারদ তাহা আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলে, নারায়ণ অতি বিস্ময় সহকারে বলিলেন, সত্য নাকি? তবে ত আর সঙ্গীতের আলোচনা করা হয় না।—

চিরকাল বাঁশী বাজাইয়া গোপীর কুল মজাইলেন, এখন আমাকে শিক্ষা দিবার ভয়ে ও সব কথা হচ্ছে বুঝি?

আমার বংশীধ্বনিতে গোপবধূগণ আনন্দিত হইত বটে, কিন্তু সঙ্গীতের কি দশা ঘটিত, তা জানি না। আবার যা কিছু জানিতাম, চর্চ্চা না থাকায় তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। তবে ভারত-সঙ্গীত ব্যতীত অন্য সঙ্গিত যদি শিখিতে চাও, তবে শিখিতে পার।

সে ত সকলেই পারে।

পরে নারদ গণেশের নিকট উপস্থিত হইয়া, সমস্ত নিবেদন পূর্ব্বক, নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

গণপতি কহিলেন, আমি সঙ্গীত শাস্ত্র অনেক শিক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার হস্তিমুখ এঁড়ে গলা; যে শুনে, সে বিরক্ত হয়। সুধু শিক্ষা দেখিয়া কেহ সন্তুষ্ট হয় না, স্বরের মধুরতা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। গীতে রচনা মাধুরী, উচিত রাগ রাগিণী, সুললিত কণ্ঠধ্বনি, তাল মান লয়, এই কয়েকটী মিলিত হইলে সকলেরই মনোরঞ্জন করে। আমার স্বরের লালিত্য না থাকায় সমস্ত ছাড়িয়া দিয়াছি।

পরে নারদ মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত

করিবা মাত্র তিনি বলিলেন, কি হে নারদ! সকল স্থানে ঝগড়া বিবাদ বাধাইয়া সকলকে অপমান কর, এবার তেমনি অপমানই হয়েছ!

নারদ। আপনার যোগ ধ্যান সমস্ত বুঝি এই! নয়ন মুদিয়া বুঝি এই সমস্ত ভাবেন ও দেখেন?

শিব। কি, আমি এই সমস্ত ধ্যান করি! এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমাকে অপমান!

নারদ। না, মহাশয়! আপনাকে অপমান করা উদ্দেশ্য নয়।

শিব। তাই ভাবিয়া একটু ক্রোধ জন্মিয়াছিল।

নারদ। তাতে আমি অসন্তোষ নই। রাগ যে করিবেন তাত আমি জানি. যে বস্তু খান, উহাতে রাগটা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিই করে।

শিব। এখন শুনি, এস্থানে আগমন হল কেন?

নারদ। আপনার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতে।

শিব। যে দুই একটী রাগ রাগিণী বাঁচিয়া আছে, তাহাদিগকে প্রাণে বধ করিতে ইচ্ছা আছে নাকি?

নারদ। আপনার নিকট শিক্ষা করিলে বুঝি তাহারা প্রাণেও বাচিবেনা? তবে ত খুব শিক্ষা করিতে আসিয়াছি!

শিব। শিখিতে যদি পার, তবে আর তাহাদের কোন চিন্তা নাই। আচ্ছা নারদ! তুমি বোধ হয় গাঁজা খাও না, গাঁজা সাজিতে জান?

নারদ। খাইওনা; সাজিতেও জানি না!

মহাদেব মনে মনে ভাবিলেন, গাঁজার বড় নিন্দা করিতেছিল, ইঁহাকে গাঁজা না খাওইয়া সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইবে না। পরে,

বলিলেন, গাঁজা না খাইলে মনের একাগ্রতা জন্মে না, ভারত-সঙ্গীত বড় ব্যাপক ও কঠিন বিদ্যা, মনের একাগ্রতা না হইলে ইহা শিক্ষা হইতে পারে না।

নারদ। তবে বুঝি আপনি আমায় গাঁজা শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন নাকি! কি বিপদ!

সেই মহাযোগী পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া, নাভিমূলের নিকটে, বাম করের তালুর উপর দক্ষিণ করের পৃষ্ঠ স্থাপন করতঃ নিমীলিত নেত্রে ধ্যান করিয়া দেখিলেন, নারদ কোন প্রকারেই সঙ্গীত শিক্ষা না করিয়া যাইতে পারিবে না; তখন বলিলেন, শিক্ষা দিতে চাই বই কি। আমাকে একটু গাঁজা সাজিয়াও দিতে হইবে, খাইতেও হইবে, ইচ্ছা না হয় অন্যত্র যাও!

নারদ। তা যাই বলুন, গাঁজা খাবনা, গাঁজা খেয়ে মস্তিষ্ক শুকিয়ে গিয়ে, আপনার মত পাগল হই আর কি!

শিব। হা রে নারদ! আমার মত পাগল হইতে কি তোর অনিচ্ছা?

নারদ। অমনি তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিলেন, হে আশু-তোষ! যদি গাঁজা খাইলেই তোমার মত পাগল হইতে পারি, তবে আমায় তাহাই শিক্ষা প্রদান কর।

এই ঘটনার পর হইতেই ইহলোকেও সঙ্গীত শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে গাঁজার চলন হইয়াছে। এখন শিক্ষা কেবল ঐ পর্য্যন্তই হয়, মূলে উন্নতি কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না।
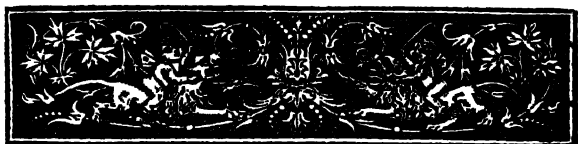
পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

ইন্দ্রত্বলাভ।

বিচারের দিন নিরূপিত হইলে একদা রজনীযোগে কালিদাস বাগ্‌দেবীকে স্মরণ করিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে, নিবেদন করিলেন, মাতঃ! দেবদেবীগণ বৃহস্পতি দেবের সহিত আমার বিচার শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে বিচার করা কি অন্যের সাধ্যায়ত্ত?

বিচার সময়ে স্বয়ং পঞ্চানন তাঁহার জিহ্বাগ্রে উপস্থিত থাকেন, শিবের তুল্য বিদ্যা ও বহুদর্শিতা আপনার নাই, সুতরাং আপনি আমার জিহ্বাগ্রে থাকিলেও কোন ফল প্রত্যাশা করা যায় না।

আমি যদি মহাদেবকে কৌশলে স্থানান্তরিত করিতে পারি, তবে কেমন হয়?

মা! আমি কৌশলে জয় লাভ করিতে ইচ্ছা করি না। তাহা অপেক্ষা ন্যায় মতে পরাজয় সহস্র গুণে শ্রেয়।

একথায় সরস্বতী কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া অধোবদনে অন্তর্হিতা হইলেন। কালিদাস ভাবিলেন, এখনই কৌশলচেষ্টা হইতেছে। কার্য্যকালে ইহাঁ দ্বারা সাহায্যের ভরসা করা যায় না।

পর দিবস নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে, সরস্বতীর বর পুত্র আপন বাসগৃহে বসিয়া দেখিতে পাইলেন, বৃহৎ শূকররূপ, দীর্ঘলাঙ্গুল মূষিকবাহনে গণপতি; রামধনুবিনিন্দিত বিচিত্র-পুচ্ছ ময়ূরপৃষ্ঠে ষড়ানন; পশ্চাতে জটাধারী প্রাচীন সিংহোপরি নগেন্দ্র নন্দিনী; তাঁহার দক্ষিণে প্রকাণ্ড ষণ্ডোপরি ব্যোমকেশ রাজবাটী প্রবেশ করিতেছেন। শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী ভগবান গড়ুর বাহনে; গোলমুখ বৃহৎ পেচকোপরি পদ্মালয়া শন্ শন্ শব্দে রাজধানীতে অবতীর্ণা হইতেছেন। দীর্ঘশ্মশ্রু বৃদ্ধ ছাগ বাহনে অগ্নিদেব ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন। আর প্রতীক্ষার সময় নাই বিবেচনায় নিজে সজ্জিত হইলেন।

মানবের সহিত ইন্দ্র গুরু বৃহস্পতির বিচার, দেখিবার নিমিত্ত অগণ্য দেবদেবীগণ সমাগত; এক শ্রেণীর উর্দ্ধে, কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ দিকে সরিয়া অপর শ্রেণী, তদূর্দ্ধে অন্য শ্রেণী, এই প্রকারে ক্রমে পঞ্চ শ্রেণীতে বৃত্তাকারে তাঁহারা উপবেশন করিয়াছেন। এমন সুরম্য অধিবেশন আর কেহ কখন দর্শন করে নাই। সভার মধ্যভাগে উচ্চ আসন, তদুপরি উজ্জ্বল চক্ষু, প্রশস্ত ললাট, পক্ককেশ, পক্কশ্মশ্রু বৃহস্পতি দেব উপবিষ্ট, তাঁহার সম্মুখে বালক কালিদাস সমাসীন। মধ্যস্থ দেবগণ নির্দ্ধারণ করিলেন যে, কালিদাসই পূর্ব্বপক্ষ করিবেন। ক্রমে প্রশ্নোত্তরে বিচার আরম্ভ হইল, সহসা সভা মধ্যে পঞ্চানন ও বাগ্বাণীর আসন শূন্য হইল। বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত, ন্যায়, বিজ্ঞান, এবং জ্যোতিষাদি গণিতের উচ্চ অঙ্গ ও অন্যান্য নানা শাস্ত্রের বিচার হইল, কিন্তু কেহই পরাজিত হইলেন না। এই সময় কালিদাসের জিহ্বাগ্রস্থিতা সরস্বতী, তাঁহার অজ্ঞাতসারে, রতির রূপ ধারণ

করিয়া, যোড় করে দণ্ডায়মানা হইলেন। ঔষধ সেবন করিবার অব্যবহিত পর রোগী বিনষ্ট হইলে, তাহার শোকার্ত্তা জননী সন্তানের চিকিৎসককে 'এই যে বাবার যম' বলিয়া ধরার পর, চিকিৎসক কষ্টে, তাহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলে, ভবিষ্যতে ঐ জননীকে দেখিয়া চিকিৎসকের যে ভয় হয়; হর কোপানলে মদন ভস্ম হইলে, রতি যে বিলাপ করেন, তাহার পর হইতে রতিকে দেখিয়া, হরের সেই প্রকার ভয় জন্মিয়াছিল। সুতরাং তিনি ভয়ে বৃহস্পতির জিহ্বা পরিত্যাগ করতঃ প্রস্থান করিলেন। বাগ্‌বাণী তাঁহার সেই ভয় স্থায়ী রাখিবার নিমিত্ত, তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

পঞ্চাননের সহায়তা ব্যতীত, সুধীবর কালিদাসের সহিত বিচার করা, বৃহস্পতিরও সাধ্যায়ত্ত হইল না। দেব দেবীগণ কালিদাসের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি এবং একবাক্যে তাঁহার জয়ধ্বনি ঘোষণা করিলেন। পবন দেব সে ধ্বনি বহন করিয়া, ত্রিভুবন ঘুরিয়া আসিলেন। দিনমণি জগতে কর্ত্তব্যপরায়ণতা শিক্ষা দিবার জন্য এ সমারোহের ব্যাপার দেখিতে সভাস্থলে আগমন করেন নাই। নিজ কক্ষে ভ্রমণকালে সমস্ত পরিদর্শন করিতেছিলেন। বীণাপাণির অন্যায় ব্যবহারে বৃহস্পতিকে পরাজিত করিতে দেখিয়া, দিবাকর রাগে রক্তবর্ণ ধারণ করিলেন, এবং এ পাপ সংসারে আর উদিত হইবেন না ভাবিয়া, পাতালে প্রবেশ করিলেন। 'তাঁহার অভাবে সংসার চিরকাল তমসাচ্ছন্ন ও জীবগণের বাসের অযোগ্য হইবে' জগৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার সমীপে এই নিবেদন করায়, তিনি দয়া করিয়া পুনর্ব্বার উদিত হইতেছেন, কিন্তু ঐ সময় হইলেই, এখনও পূর্ব্বরাগ ধারণ করেন।

দেবরাজ কালিদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! ত্রিজগতে গুরু বৃহস্পতির ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রে-বিশারদ পণ্ডিত আর কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তাঁহাকে বিচারে পরাজয় করিয়া, আপনি যে কীর্ত্তি লাভ করিলেন, তাহাই আপনার পুরস্কার। আপনাকে পুরস্কার দিবার উপযুক্ত আমার কিছুই নাই। তবে এই দেব-রাজ্যে এবং আমার যত কিছু ধন সম্পত্তি আছে, অদ্য হইতে তাহাতে আপনার আমার সমান অধিকার জন্মিল। আপনি তাহা পরমানন্দে ভোগ করিতে থাকুন। যদি কখনও মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে ধরিত্রী মধ্যে যে সম্পত্তি কাহারও নাই, সেই সমস্ত অমূল্য মণিমাণিক্য, আমার অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে, ইচ্ছামত গ্রহণ করিবেন; পুনশ্চ কখন অধিক প্রয়োজন হইলে, আমাকে স্মরণ করিবামাত্র ধন রত্ন প্রেরণ করিব। পরে শচী সহ শচীপতি, কালিদাসকে সঙ্গে করিয়া, সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, কিন্নর কিন্নরীগণ তাহাদের আনন্দ বর্দ্ধন জন্য নৃত্য গীতাদি আরম্ভ করিলেন।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

বিবাহের সাধ মিটিল।

সাগরতরঙ্গ হইতে বিক্রমাদিত্য কি প্রকারে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

একদা এক বৃদ্ধা রমণী নৃপবর বিক্রমাদিত্যের সমীপে উপনীতা; তাহার চক্ষু গোলাকার পিঙ্গল বর্ণ, বৃহৎ প্রশস্ত নাসা। বৃদ্ধা ঘোর কৃষ্ণবর্ণা, অতি দীর্ঘা, আনাভিপরিলম্বিত-স্তনা, পক্ককেশা, পক্কভ্রূযুগলা, শতগ্রন্থি-ছিন্ন-বসন-পরিধানা, রোদন করিতে করিতে বলিল—মহারাজ! আমার সন্তানগণ অত্যন্ত বিপদাপন্ন, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদের সাহায্য করিলে, আমি অত্যন্ত উপকৃত হই।

তোমার পুত্রগণ কোথায়?

আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

কিয়দ্দূর গমনান্তর তাহারা এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন, পথ অতি সঙ্কীর্ণ, অরণ্যের ঘনতাহেতু পার্শ্বদ্বয়ের কিছু মাত্র দৃষ্টি গোচর হয় না; পথের বক্রগতি বশতঃ পশ্চাৎ বা সম্মুখভাগেও দূরদৃষ্টি হয় না। অজ্ঞাত ফুল লতা ও তরুগণের মধ্য দিয়া, কোন কোন স্থানে অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কৃত রাস্তা নয়ন-

গোচর হয়;' সে সমস্ত যে কেবল বনচারী পশ্বাদির বিচরণ পথ তাহা দেখিবামাত্রই বোধগম্য হয়। তরঙ্গায়িত সাগরবক্ষের ন্যায়, সে অরণ্য-পৃষ্ঠ অসম। দ্বীপমধ্যস্থ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় বৃহৎ-পাদপ-নিচয়, কোন কোন স্থানে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। কত শত অপরূপ সুষমাসুবাস কুসুমনিকর বনস্থলী সুশোভিত করিতেছে। জন মানবের সমাগম নাই। বন-বিহারী বিচিত্রপক্ষ পতঙ্গকুল বিভিন্ন স্বরে সে স্থান ধ্বনিত করিতেছে। অদূরে একটি ধুধুম পাখী 'ধুধুম্ ধুধুম্' অতি গম্ভীর শব্দ করিয়া উঠিল, আর একটি অপরদিকে উহার প্রতিধ্বনি করিল। স্থানে স্থানে পশ্বাদির বিকটধ্বনি পথিককে আতঙ্কিত করিল। তখন তিনি সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমাকে এ ভয়ানক স্থানে আনিলেন কেন?

অতি অল্প দূর গমন করিলেই গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইবেন। এস্থান অতি ভয়ানক, এই স্থানে আমার পুত্রগণ বিপদাপন্ন হইয়াছে।

পুনরায় অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় একটি শৃগাল, এক পার্শ্ব হইতে অপরদিকে গমন সময়, একটু থামিয়া, যেন তাঁহার ভাবি বিপদে দুঃখিত হইয়াই, তাঁহার মুখপানে চাহিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। একটি ময়ূর পথিমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে যেমন ঐ পথবাহী অপরিচিত জীবদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত হইয়াছে, অমনি আস্তে ব্যস্তে প্রস্থান করিল। সহসা তাঁহাদের দক্ষিণদিকে কয়েকটি পাখী কোলাহল করিয়া উঠিল, অব্যবহিত পরেই একটী হরিণ তাঁহার সম্মুখস্থ পথ দ্রুত-পদে অতিক্রম করিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে এক ভীষণ ব্যাঘ্র তাহার

অনুসরণ করিল ; পথিকের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, তবু গমনে ক্ষান্ত হইলেন না। দীর্ঘকাল গমনান্তর ঐ বৃদ্ধা রমণী, চীৎকার পূর্ব্বক, সম্মুখ হইতে পশ্চাৎদিকে তীব্র বেগে আসিয়া বলিল, মহারাজ ! যদি প্রাণ বাঁচাইতে ইচ্ছা থাকে, তবে শীঘ্র গাছে উঠুন। পথিক অমনি নিকটস্থ এক বৃক্ষে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন এক বৃহৎ ভল্লুক ঐ বৃদ্ধার নিকটে উপস্থিত হইয়া, এক চপেটাঘাতে তাহার মস্তকের বামার্দ্ধসহ কপোলদেশ ছিন্ন করিল। বৃদ্ধা ভীষণ আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইল। সেই হিংস্র জন্তু পথিকের দিকে অগ্রসর ও বিকটধ্বনি করিল। পথিক ব্যস্ততার সহিত যেমন শাখাগ্রে আরোহণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, অমনি শাখা ভগ্ন হইয়া, তৎসহ ভূতলশায়ী হইলেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সেই জন্তু ঐ পতন শব্দে ভীত হইয়া, অতি গম্ভীর ভীষণ শব্দে অরণ্য মধ্যে প্রস্থান করিল। পথিকের উত্থানশক্তি রহিত, তথাপি উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন. অনেক কষ্টে কৃতকার্য্য হইলেন, এবং যথাসাধ্য বেগে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে আর পথ পাইলেন না, কিন্তু বিরল জঙ্গল, সম্মুখে তরু গুল্মাদি কম্পিত হইল, তৎপর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জঙ্গলের মধ্যভাগের অল্প স্থান ঈষৎ নিম্ন ও পরিষ্কৃত, পদস্পর্শে সে স্থান কিঞ্চিৎ উষ্ম বোধ হইল, অনুমান করিলেন, তখনই কোন বন্য পশু ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, অন্তরে ভীতিসঞ্চার হইল, বৃদ্ধাকে পিশাচী জ্ঞান হইল, অজ্ঞাতকুলশীল রমণীর কথায় বিশ্বাস করিয়া, এ ঘোর অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য হইয়াছে ; তাহার কথা সমস্তই মিথ্যা স্থির করিলেন। সূর্য্যও

অস্তপ্রায়, এখন যাই কোথায়! প্রায় একদিনে যে ভয়াবহ পথ অতিক্রম করিয়াছি, সে পথে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব। সম্মুখে কত পথ, কি প্রকার স্থান আছে জানি না। রমণীই সর্ব্বপ্রকার অনর্থের মূল, রমণীর জন্য রামায়ণের ভীষণ কাণ্ড, রমণীর জন্য কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ, আমি জানি, তথাপি আমি সসাগরা ধরণীর রাজা হইয়া, আজ এক রমণীর লোভে প্রাণ হারাইতেছি। যাহার জন্য আমি এই বিবদগ্রস্ত তাহার বা কি রূপ কি গুণ, এতদিন তাহার বিবাহ হইয়াছে কি না, আমি তাহা কিছুই অবগত নই। আজ এই নির্জ্জন অরণ্যে আমার অপমৃত্যু ঘটিলে, এ সংসারে কেহই তাহা জানিতে পারিবে না। এখন উপায় কি করি, ভাবিতে ভাবিতে গমন করিতে লাগিলেন। সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মহিষাদি বন্যপশু সমস্ত বিচরণ করিতেছে, দেখিয়া অন্তর কাঁপিয়া উঠিল, নিকটস্থ এক বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। ক্রমে বনস্থলী প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। কিয়ৎকাল অন্তর, যেন তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়াই, তারাপতি ক্ষীণ কলেবরে উদিত হইলেন। তিনি বস্ত্র দ্বারা শরীর বৃক্ষশাখায় আবদ্ধ করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

স্বরূপ দর্শন।

ইন্দ্রত্ব লাভানন্তর মনুজশ্রেষ্ঠ কালিদাস সভাসদ্‌গণ পরিবেষ্টিত হইয়া, পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদা এক পূর্ণাবয়ব তেজঃপুঞ্জ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, এক প্রকাণ্ড ঢেঁকীবাহনে তাঁহার সভায় উপনীত হইলেন।

সভ্যগণ সহ কালিদাস দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক, উপবেশন করাইলেন।

আগন্তুক প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন, আমি অদ্য দ্বিজেন্দ্র ইন্দ্র দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলাম।

বাহনটী ত্রিপদ, ও স্থূলকায়, অতিশয় চাকচক্যশালী। নৌকায় যেমন পিতলের চক্ষুদান করে, সেই প্রকার উচ্চ নয়ন দুইটী ঝক্ ঝক্ করিতেছে। বল্গারজ্জু পৃষ্ঠোপরিস্থ গদীর সম্মুখভাগস্থ উচ্চ স্থানে আবদ্ধ, আরোহী অবতরণ করিলে, ঢেঁকীর ন্যায় কিঁ কিঁ শব্দ করিল; পরে পশ্চাৎভাগের দক্ষিণ পদ উচ্চ করিয়া দ্বিপদে দণ্ডায়মান ও বিশ্রাম করিতে লাগিল।

আগন্তুক বলিলেন, আপনি বোধ হয় আমার বাহন দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছেন, আমি নারদ। আপনার যশোরাশি

ত্রিভুবন ব্যাপ্ত হইয়াছে। নারায়ণ লক্ষ্মীসহ বিচার সভায় উপস্থিত ছিলেন, আপনার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। অদ্য আমাকে আদেশ করায়, আমি তাঁহার পক্ষে আপনাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি, অনুমতি হইলে বৈকুণ্ঠ পতির আদেশ প্রতিপালন করিতে পারি।

সুধীবর উত্তর করিলেন, দেবর্ষে! আমি এ সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম, কিন্তু আমি এস্থানে দেবরাজের অতিথি; যদিও তাঁহার কৃপায় রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাপি আমার আতিথ্য-মোচনের কোন কথা হয় নাই। তাঁহার বিনানুমতিতে অন্যত্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি কি না, আপনি বিবেচনা করুন।

আমি এইমাত্র তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া আসিলাম।

পরে নারদ বলিলেন, 'আমার নিবেদন ভগবান্ গোলোক-পতির নিমন্ত্রণ, আপনি বৈকুণ্ঠ ধামে তাঁহার আলয়ে ভোজন করিবেন'।

দেব! আমি বৈকুণ্ঠ চিনিনা, কতক্ষণের পথ জানিনা, কি প্রকারে তথায় গমন করিব?

আপনি আমার বাহনে আরোহণ করুন, দুইজন একত্রে গমন করিব।

আপনার বাহন নূতন আরোহী বলিয়া আমাকে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিবে না ত?

আমার বাহন অতি সুশিক্ষিত ও শান্তপ্রকৃতি, কখনও সে প্রকার চেষ্টা করিবে না।

যাহা হউক মহাশয়! যে প্রকাণ্ড ঢেঁকী, দেখিয়াই আমার

ভয় হইতেছে, আমি উচ্চৈঃশ্রবাঃ হয়ে কতক দিবস আরোহণ করিয়াছি, সেই বাহনে গমন করিতে ইচ্ছা করি।

তখনি আজ্ঞাবাহক একজন গন্ধর্ব্ব উচ্চৈঃশ্রবাকে সজ্জিত করিয়া আনয়ন করিলে, উভয়ে বৈকুণ্ঠাভিমুখে গমন করিলেন।

উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় পরম সুন্দর ও তীব্রগামী ঘোটক কখনও কাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। পথে নারদ বলিলেন মহাশয়! আপনি আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করুন, নতুবা নারায়ণের স্বরূপ দর্শনে সমর্থ হইবেন না।

আমি তাঁহাকে বিচার-সভায় দর্শন করিয়াছি।

সে তাঁহার প্রকৃত রূপ নহে, কেবল ছায়ামাত্র দর্শন করিয়াছেন।

আচ্ছা যদি প্রকৃত রূপদর্শনে সমর্থ না হই, তবে আপনার নিকট দীক্ষিত হইব।

উভয়ে যথাসময়ে বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইলেন। নারদ কহিলেন, এই দর্শন করুন—অভিনব নীরদরূপী কৌস্তভ-বিভূষণ কমলাপতি কমলা ও বাণী সহ একাসনে সমাসীন।

দেবর্ষে! আমি আর তিষ্ঠিতে পারিতেছি না! আমার আর সহ্য হয় না; একি! এ যে সহস্রাধিক সূর্য্য একত্রে প্রদীপ্ত! এই কি ভগবানের প্রকৃত রূপ! মানব-নয়ন এ তেজ কখন সহ্য করিতে সক্ষম নহে। আপনি আমায় সাহায্য ও দীক্ষা প্রদান করুন, এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনের উপায় করিয়া দিন।

নারদ তাঁহাকে দীক্ষিত ও দিব্য চক্ষু প্রদান করিলেন, তিনি সেই নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রূপ দর্শনে বিমোহিত হইলেন। পরে সেই সুচতুর যুবক প্রণাম উপলক্ষে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ

করিয়া মানবজীবন সার্থক করিলেন। তখন ইন্দ্রত্ব-পদ তাঁহার তুচ্ছ জ্ঞান হইল। গললগ্নীকৃতবাস হইয়া কর যোড়ে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! তুমি দেবের আরাধ্য ধন, আমি ভজন-পূজন-সাধনবিহীন সামান্য মানব, আমায় কোন্ গুণে দয়া করিলে? নাথ! তুমি কৃষ্ণরূপে মানবকুলের কত হিত সাধন করিয়াছ; তুমি সেরূপে নন্দের নন্দন হইয়া মাতৃপিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা; গোপালরূপে গোপ-বালকবৃন্দের সহিত সখ্যভাবের লোকাতীত দৃশ্য; গোপী-জন-মনোরঞ্জনরূপে গোপললনাগণের সহিত প্রণয়ের চরম সীমা প্রদর্শন করিয়াছ। হে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরো! তুমি যোগিজন-বাঞ্ছিতরূপে অক্রূরের রথে আরোহন করিয়া, ভক্তের মনরঞ্জন করিয়াছ। হে কংশনিসূদন! তুমি কংশাসুরকে বিনাশ করিয়া অত্যাচারী দেবদ্বেষিগণের অন্তরে ভীতি জন্মাইয়াছ। হে যোগনিধে! তুমি অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে লোকসমাজে যোগধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিয়াছ।

যে সমস্ত বিধর্ম্মী ও অর্ব্বাচীন জনগণ তোমার কৃষ্ণরূপের কার্য্যকলাপের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, তৎ সমস্তের প্রতি দোষারোপ ও কৃষ্ণভক্তবৃন্দের নিন্দা করে, তাহারা অনন্ত নরক-ভোগী হয়। হে দয়াময়! আমি পুরাণে শ্রবণ করিয়াছি, তুমিই আবার কৃপা করিয়া, তাহাদিগের অন্তরে কৃষ্ণভক্তি জন্মাইয়া, সেই অনন্ত নরক হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাক। হে দীননাথ! হে দীনবন্ধো! এখন কোন্ গূঢ় কারণে জগতের কোন্ হিত সাধনার্থ এ অধমকে কৃপা করিলে, তাহা তুমিই জান।

হে নাথ! তুমিই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা, সুতরাং মৎস্যাদি

দশ অবতারে পৃথিবীর উদ্ধারাদি যে সমস্ত কার্য্য হইয়াছে, তাহা তোমাতেই আরোপিত হইয়া থাকে।

হরিপ্রিয়ে! তুমি চঞ্চলা বলিয়া তোমাকে যাহারা নিন্দা করে তাহারা অর্ব্বাচীন। আমি তোমার সেই রূপের পক্ষপাতী। মা! তুমি চঞ্চলা না হইলে, এসংসার উদ্যম বিহীনে দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হইত। এখন তোমার কৃপায় কত দরিদ্র দুঃখী বিদ্যা-বুদ্ধি ও যত্নের বলে, পরম সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে; মা চঞ্চলে! তোমায় প্রণাম করি।

মাতঃ সরস্বতি! তোমার অনুগ্রহে সামান্য অক্ষম লোক অনায়াসে ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে পারে; এবং বৈকুণ্ঠ ধামে উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে স্বয়ং ভগবানের ও তোমাদিগের শ্রীচরণ সেবা করিতে সক্ষম হয়। মাতঃ শ্বেতসরোজবাসিনি! তোমার সেবকগণের আর অন্য উপাসনার প্রয়োজন নাই। মা! আমি তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হই, আমায় কৃপা কর।

পরে সকলে কালিদাসের হস্ত ধারণ করিয়া, উপবেশন এবং মধুপর্ক প্রদান করিলেন।
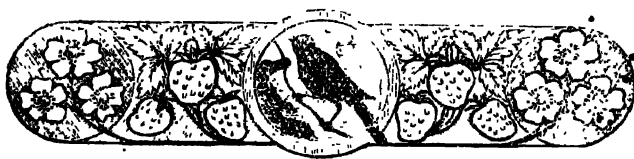
অষ্টাত্রিংশ সর্গ।

চাঞ্চল্য পরিত্যাগ।

এক দিবস দেবী সরস্বতী নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমার কালিদাস তাহার নিজের রচিত "অভিজ্ঞান-শকুন্তলা" নামক একখানি গ্রন্থ আপনাকে উপহার প্রদান করিতে আনয়ন করিয়াছে, অনুমতি প্রাপ্ত হইলে তাহার মনোরথ পূর্ণ হয়।

আমি আহ্লাদ সহকারে তোমার কালিদাসের উপহার গ্রহণ করিব।

ভগবানের অনুমতি অনুসারে বীণাপাণি তাঁহার হস্তস্থিত গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইলেন। ভগবান অত্যন্ত বিস্ময় সহকারে বলিলেন, ইহা কি মানবের রচনা? বালক কালিদাসের প্রণীত! দেবলোকেও এমন সুন্দর কাব্য কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই! বৎস কালিদাস! তোমার রচিত গ্রন্থ-শ্রবণে আমি যে আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করি, আমার এমন সামগ্রী কিছুই নাই। তবে বৎস! তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, তুমি অমরত্ব লাভ কর। তুমি কবিকুল-

চূড়ামণিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, এই রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু শূন্য সর্ব্বসুখময় বৈকুণ্ঠ ধামে, সর্ব্বোচ্চ আসনে, আমাদের সমীপে বাস কর।

হে গোলোকবিহারী হরে! দয়াময়! আমি যে আমার মাতা-পিতার একমাত্র পুত্র, আমি তাঁহাদের নিকট চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়া আসি নাই, কি প্রকারে তাঁহাদের অন্তরে দুঃখ প্রদান করিয়া, এস্থানে থাকিব ?

ভগবান উত্তর করিলেন, তোমার মাতা জগদম্বা সতী, পতি-পরায়ণা ; তোমার পিতা সদাশিব হরিভক্তিপরায়ণ, বৈষ্ণবকুল-তিলক, পুণ্যবলে তোমায় পুত্র লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা জীবনান্তে নির্ব্বিঘ্নে এই গোলোকধামে স্থান পাইবেন। আবার তোমার ইচ্ছা হইলে, তুমিও কতক কাল পৃথিবীতে বাস করিতে পার, যখন ইচ্ছা আমায় স্মরণ করিলেই তোমায় লইয়া আসিব।

হরিপ্রিয়া বলিলেন, আমিও বাণীর ন্যায় তোমায় দয়া করিব, তোমার গৃহে অচঞ্চলারূপে বাস করিব।

সরস্বতী কালিদাসের দিকে দৃষ্টি পূর্ব্বক, কিঞ্চিৎ মস্তক কম্পিত করিয়া, ঈষৎ হাস্য করিলেন। কবিবর সে ভাব ও হাসির অর্থ এই বুঝিলেন, (দেখ, আমি তোমায় কি করিলাম) ! সরস্বতী তাঁহার ভাণ্ডারে যত বিদ্যা ছিল, তৎসমস্তই কালিদাসকে প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান পাছে নষ্ট হইয়া যায়, অন্য পথ অবলম্বন করে, বিবেচনায় পাকপ্রণালী কালিদাসকে শিক্ষা দেন নাই। এখন সে ভয় দূর হওয়ায়, ঐ বিদ্যার পরিচয় দিবার জন্য স্বয়ং রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কমলা আয়োজন

করিয়া দিতে লাগিলেন, সমস্ত নিরামিষ পাক হইল। দেব দেবীগণ মধ্যে আসীন হইয়া ভোজনসময়ে একটী ব্যঞ্জন অত্যন্ত সুস্বাদ হওয়ায়, কালিদাস তাহার নাম ও পাক-প্রণালী জিজ্ঞাসা করিয়া শিখিয়া লইলেন, তাহার নাম "সুখদায়িনী"।

কালিদাস পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, তাহা ইহলোকে প্রচার করিলেন, সেই "সুখদায়িনী" এখন "শুক্তানি" নাম ধারণ পূর্ব্বক জনসমাজের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে।

কালিদাস পরিশেষে অমৃত সেবন করিয়া, রসনার তৃপ্তি সাধন করিলেন।

এবম্প্রকারে কালগত হইবার সময়, কালিদাস অন্যান্য দেবদেবী সহ নিমন্ত্রিত হইয়া, ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন। তথায় অবাত-বিকম্পিত-জ্বলন্ত-হুতাশন রূপী পিতামহকে প্রণাম করিয়া কালিদাস সবিনয়ে বলিলেন, দেব! পৃথিবীর আদি অবস্থায় এই প্রকার অগ্নিরূপ ছিল। তাহা হইতেই ক্রমে স্তরে স্তরে পৃথিবীর গঠন হইয়া, জীবাদির বাসের উপযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং তুমিই সৃষ্টিকর্ত্তা, সৃষ্টির মূল বলিয়া কথিত হইয়াছ। হে বিধাতঃ! ধর্ম্ম বিহনে জন সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া যায়, এইজন্য সনাতন ধর্ম্ম প্রচার নিমিত্ত বেদের সৃষ্টি, তুমিই তাহার প্রথম বক্তা বলিয়া অবিহিত। হে যোগীজনের শরণ্য পরমেষ্টি দেব! আমায় কৃপা কর।

পিতামহ বলিলেন, হে নর শ্রেষ্ঠ! আমি তোমার বিদ্যা বুদ্ধি দর্শনে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।

দেব! অপর্ণা দেবী যেন আমার সহিত স্বর্গ সুখের অধিকারিণী হন।

তুমি বিষ্ণুলোকে আগমন করিবার সময়, তোমার বনিতা পতিগতপ্রাণা অপর্ণা, তোমার সহ-গমন করিয়া, স্বামী সহ বৈকুণ্ঠ ধামে পরমানন্দে বাস করিবেন।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

দস্যুহস্তে জীবন।

সহসা অদূরে মহারাজ! 'রক্ষা কর' 'রক্ষা কর' ধ্বনি হইল। মহারাজ তন্দ্রাবস্থায় ঐ শব্দ শ্রবণে চমকিয়া উঠিলেন। আবার ঐ ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, সে বামাকণ্ঠ বিনিস্রিত ধ্বনি, এ নিশীথসময়ে এ বিজন অরণ্য মধ্যে এ ধ্বনি কে করিল, এ ধ্বনিতে আমার অন্তর কেন কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে এক স্ত্রী মূর্ত্তি ঐ স্থানে উপস্থিত হইল, তাহার মস্তকের বাম ভাগের মাংসাদি স্থানচ্যুত হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দন্তগুলিন স্পষ্ট দৃষ্টি গোচর হইতেছে। সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত বিকটাকার, দেখিয়া তাঁহার ভয় হইল। সহসা ঐ স্ত্রীকে চিনিতে পারিলেন না। সে বলিল আমি সেই ভল্লুকের আঘাতে অচৈতন্য হইয়া কতক-কাল থাকার পর, আমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়, তৎপর আমি আপনার অনুসন্ধান করিতে করিতে এস্থানে আসিয়াছি। আপনি আমার সঙ্গে আসিলে, আমি আমার পুত্রগণের নিকট যাইতে পারি।

রাজা বলিলেন, আমি আর তোমার কথায় বিশ্বাস করি না, তোমার কপট ব্যবহারে আমার যে দুর্গতি হইয়াছে, তাহা প্রত্যঃক্ষই দেখিতেছ, আমি অনাহারে এই শীতে কষ্ট পাইতেছি, জীবন

রক্ষা হইবে কি না জানি না ; তুই পিশাচী, শীঘ্র আমার নিকট হইতে দূর হ।

তুমি ক্ষত্রিয় কুলকলঙ্ক, আমি বিপদগ্রস্থ হইয়া, তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, তুমি আমার সে বিপদে কোন উপকার করা দূরে থাকুক, আমার নিজের প্রাণ যায়, তোমার সাক্ষাতে স্ত্রী হত্যা হয়, তুমি দেখিয়াও দেখিলে না, অনায়াসে নিজে প্রস্থান করিলে, ধিক্ তোমার জীবনে, তোমার দ্বারা আমার পুত্রগণের কোন উপকার হইবে না।

তোমাকে যদি মনুষ্য বলিয়া আমার বোধ জন্মিত, তোমার কথায় যদি বিন্দুমাত্রও আমার বিশ্বাস হইত, তাহা হইলে আমি ক্ষত্রিয় কুলকলঙ্ক, কি সে কুলের গৌরব তাহা দেখিতে পাইতে।

ভিকগণ নিজের অপারগতা গোপন করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলিতেও সঙ্কুচিত হয় না, তুমি যে এ প্রকার অন্যায় দোষারোপ করিবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছি। নরাধম! আমার পুত্রগণ প্রাণে বিনষ্ট হইলে, তুইও সে পাপের অংশভোগী হইবি।

রাক্ষসি! তুই আমার নিকট হইতে দূর হ! তোর অশাসিত জিহ্বার উচিত দণ্ড বিধান আমি এখনই করিতাম, তবে তুই অবধ্য স্ত্রীজাতি, তাই আমার খরধার অসি তোর পাপ পূর্ণ শরীরের রক্তপান করিতে ক্ষান্ত রহিল। তোকে দেখে আমার ঘৃণা জন্মিতেছে, শীঘ্র এস্থান হইতে দূর হ।

তোর পাপ পূর্ণ হইয়াছে, শীঘ্রই তোর—এই কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই, যমদূতের ন্যায় বিভীষণ মূর্ত্তি চারিজন বিকটাকার পুরুষ, ঐ স্থানে ভয়ঙ্কর ধ্বনি করিতে করিতে উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধা চীৎকার পূর্ব্বক বেগে প্রস্থান কালে বলিল; এই আমার পুত্রগণের শত্রু। একজন দস্যু জিজ্ঞাসা করিল, তুমিই নাকি রাজা বিক্রমাদিত্য? তুমি কি আমাদিগকে ধর্ত্তে চাও? গাছ থেকে একটু নামনা, তোমার চেহারাটা একটু ভাল করে দেখি। সকলে সমস্বরে হাস্য করিল, সে হাসি রাজার অন্তরে বাণের ন্যায় বিদ্ধ হইল। রে দুরাচার দস্যুগণ! তোদের আস্পর্দ্ধা বোধ হয় আজই শেষ হইবে, দুষ্টের দমন করাই আমার কার্য্য।

দস্যুগণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া বলিল, তবে নেমে এসনা।

রাজা নামিলেন, ডাকাতগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অস্ত্রচালনে সুশিক্ষিত রাজা অগ্রবর্ত্তী দুইজন দস্যুকে, চক্ষুর পলক মধ্যে, সাঙ্ঘাতিক আঘাত করিলেন। তৃতীয় জন তাঁহার হস্ত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইল। অন্যজন তাহার হস্তদ্বয় বন্ধন করিল।

একজন দস্যু বলিল, নরাধম! চল, রাজার নিকট গিয়া তোর উচিত দণ্ড দি, তোকে বধ কর্ত্তে নিষেধ আছে তাই বেঁচে গেলি। এখন চল না, হেঁটে চল। সেই বিস্তীর্ণ অরণ্য মধ্যে পরিস্কৃত স্থানে উচ্চ আসনে দীর্ঘ শ্মশ্রু দীর্ঘকেশ এক ধূষর বর্ণ বিরাট পুরুষ উপবিষ্ট, তাহার সমক্ষে রাজা বিক্রমাদিত্যকে উপস্থিত করিয়া, দস্যুগণ বলিল, মহারাজ এই তাহাকে এনেছি, যে ইচ্ছা দণ্ড করুন, বিন্দা ও সোমাকে এই ব্যক্তি মেরে ফেলেছে, তাও বিবেচনা কর্ব্বেন।

দস্যুরাজ বলিল তুমিই বিক্রমাদিত্য? কোন উত্তর নাই, পুনরায় ঐ প্রশ্ন উচ্চারিত হইলে, মহারাজ বলিলেন হাঁ, আমার নাম বিক্রমাদিত্য।

শূলে চড়ে মর্ত্তে তোমার কি আপত্তি আছে, তাহা বল্‌তে পার ?

আমার অপরাধ ?

তুমি আমাদিগকে ধর্‌তে এ বনে এসেছ, এবং আমার পক্ষের দুজন লোকক্বে আঘাত করেছ।

তোমরা দস্যুবৃত্তি কর তোমাদিগকে ধরা আমার কার্য্য, তোমার লোকে আমাকে ধরিতে গিয়াছিল, তাহাদিগকে আমি আঘাত করিয়াছি, তাতে কি অপরাধ হইয়াছে ?

অপরাধ হয় নি ? বেটার কি আস্পর্দ্ধা ? অপরাধ নাকি হয় নি, এখনি ওকে শূলে চড়িয়ে দেরে। 'কয়েক জন অনুচর আজ্ঞামাত্র তাঁহাকে ধরিয়া, এক শূল কাষ্ঠের নিকট উপস্থিত করিল, এবং এক জন বলিল, রাজার পায়ধর প্রাণ বাঁচবে।

বিক্রমাদিত্য প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় চক্ষু করিয়া বলিলেন, আমি সামান্য জীবনের জন্য দস্যুর পায় ধর্‌ব, বরং তোর রাজাকে তাহার অপরাধের জন্য আমার পায় ধর্‌তে বল।

অনুচরগণ আর প্রতীক্ষা না করিয়া, তাঁহাকে শূলে উঠাইতে লাগিল। তখন একজন বলিল, ইহাকে আটক রাখিয়া রাজ্য হতে টাকা আন্‌তে পার্লে, বোধ হয় আর আমাদিগকে এ ব্যবসা কর্ত্তে হবে না। রাজার মনে এ কথা ভাল বোধ হইল, প্রস্তাব করিল, তুমি যদি আমাদিগকে ক্রোর টাকা দিতে পার, তবে তোমায় ছেড়ে দিতে পারি।

আমাকে ছাড়িয়া দিলে আমি বাটীতে গিয়া, ঐ টাকা তোমাদিগকে পাঠাইয়া দিতে পারি, তোমাদিগের একজন লোক আমার পথ প্রদর্শক হউক।

দস্যুদল অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, একজন বলিল, বেটা কি চালাক রে! ফাঁকি দিয়েই বেঁচে যেতে চায়!

তোমরা যদি আমার কথায় বিশ্বাস না কর, তবে যাহা ইচ্ছা কর।

রাজা বলিল না রে, বেটা বাড়ী গিয়ে আমাদিগকে ধরেও দিতে পারে, ওকে মেরে ফেলাই ভাল। সকলে 'জয় জয়' ধ্বনি করিয়া উঠিল। বিক্রমাদিত্যের আত্মা উড়িয়া গেল, পরমেশ্বরকে চিন্তা করিলেন, তাল বেতালের কথা স্মরণ হওয়ায়, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিলেন। দস্যুগণ তাঁহাকে তখন শূল বৃক্ষের মস্তকে প্রায় উত্থিত করিয়াছে।

একজন দস্যু শূল মস্তকস্থ লৌহ-শলাকা তৈলাক্ত করিতে লাগিল, অন্যে মদ্যপান করিতে করিতে গুণ গুণ স্বরে কি গান করিতে লাগিল। দুইজন তাঁহার পার্শ্ব ধারণ পূর্ব্বক, শূলমস্তকস্থ তৈলাক্ত সুমার্জ্জিত লৌহশলাকার উপরিভাগে স্থাপন করিবার সময়, তিনি বলিলেন, হারে! তোরা কিঞ্চিৎ প্রতীক্ষা কর, আমি একবার জন্মের মত হরিনাম করি। দস্যুগণ বলিল, আর হরিনামে কাজ কি! আমাদিগকে ধরে নিয়ে যাও না! রাজার পায়ে ধত্তে বল্লেম তা ভাল লাগল না, টাকা দিলে প্রাণ বাঁচে তাও কর্ব্বে না; বেটাকে দেখে মায়াও হয়, কি করি।

সহসা তাল বেতাল 'মা ভৈ মা ভৈ' শব্দে নিকটে দণ্ডায়মান, তাঁহারা মহারাজের নয়নদ্বয় স্পর্শ করিবামাত্র তিনি দেখিতে পাইলেন, ঐ স্থলে পরম রমণীয় সৌধাবলী পরিশোভিত এক নগরী। শূলকাষ্ঠ বা দস্যুগণ আর দৃষ্টিগোচর হইল না। তাল বেতাল কহিলেন, এই আপনার গন্তব্য স্থান ভোজরাজ্যের রাজধানী!

মহারাজ সানন্দ অন্তঃকরণে রাজধানীতে প্রবেশ ও ভোজ রাজের নিকট পরিচয় প্রদান করায়, তিনি যথোচিত সম্মান সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। পরে শুভলগ্নে নিজ দুহিতা ভানুমতিকে সম্প্রদান পূর্ব্বক নিজে চরিতার্থ হইলেন।

বিক্রমাদিত্য ভানুমতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! যে বালক এ কার্য্যের ঘটক, আমি কি তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছি?

নাথ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আমি সেই যোগী-বরের আজ্ঞায়, আপনার আহার্য্য যোজনা ও পরে সেবা শুশ্রূষা করিয়াছি। পুরুষবেশ কেবল তাঁহারই আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ।

যে রমণী পুরুষবেশে পুরুষকে মজাইতে পারে, তাহার শত অপরাধ থাকিলেও কাহার সাধ্য দণ্ডবিধান করে, এই বলিয়া মহারাজ তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন।

চত্বারিংশ সর্গ।

অপর্ণার পত্র।

অপর্ণার আর সে তপ্তকাঞ্চন সদৃশ বর্ণ নাই, মুখশ্রী মলিন, অঙ্গ কালী ও বিশীর্ণ, নির্জ্জনে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। চপলা উপস্থিত হইলে বলিলেন, আমার এই পত্রখানা পাঠিয়ে দিতে পার?

কি পত্র, একবার পড় না শুনি। অপর্ণা পত্র পাঠ করিলেন,

প্রভো, স্বামিন, প্রাণনাথ, প্রাণবল্লভ! আপনাকে সহস্র সহস্র নামে সম্বোধন করিলেও আর আমার তৃপ্তি হয় না। আপনি প্রভু, স্বামী, প্রাণনাথ, প্রাণবল্লভ, কিন্তু এ দাসী আর আপনাকে প্রাণবল্লভ বলিতে অধিকারিণী কি না সে তাহা জানে না। আপনাকে সরোবর পুলিনে দর্শন করিয়াই আত্মহারা হইয়াছিলাম, তখন আমি বালিকা, কেন আত্মহারা হইলাম বুঝিতে পারি নাই, পরে তাহা বুঝিয়াছি, আত্ম সমর্পণ করিয়াছি, সুখসাগরে ভাসিয়াছি, ভাসিতে ভাসিতে দুঃখসাগরে আসিয়াছি, এ সাগরের কূল দেখি না, বায়ু প্রবল, বিশালতরঙ্গ, তরণী কাণ্ডারী বিহনে ইতস্ততঃ ঘূর্ণিত, এই বুঝি ডুবিয়া যায়, আর রক্ষা হয় না, দৈব প্রতিকূল, দেবতারাই বিপক্ষ, কাণ্ডারী তরণীর অবস্থা অবগত নয়, অথবা জানিয়াও জানে না, আর সে যত্ন নাই, আর সে

ভালবাসা নাই। উদ্ধারের চেষ্টা নাই। নাথ! তুমি আমার না হও, আমি তোমার ; জীবনান্ত সময় একবার তোমার শ্রীপাদ-পদ্ম দর্শনে বাসনা, বাসনা পূর্ণ কর। বিপদে মধুসূদন বলিলে লোকে বিপদ হইতে উদ্ধার হয়, আমার ত সমস্তই তুমি, আমার চরম প্রার্থনা পূরণ কর। এ দাসী বিপদ হইতে উদ্ধারের লালসা রাখে না, এ দুঃখিনীর অন্তিম সম্বল তোমার ঐ শ্রীচরণ কমল একবার দর্শন করিতে চায়। তুমি দয়ার সাগর, একবিন্দু জলদানে সে সাগর কখন শুখাইবে না ; একবার দেখা দাও, প্রাণ রাখ, অন্তিম সময়ে দাসীকে একবার দেখা দাও।

আপনাকে প্রথম দর্শন করিয়া, সরোবরের ঘাটে জল আনিতে গিয়া, শূন্য মনে শূন্য কলসী কক্ষে ফিরিয়া আসিতেছিলাম, পথে চপলা তাহাই বলিয়া আমায় কত লজ্জা দিলে, আমি যদিও সেই প্রথম লজ্জা অনুভব করিলাম, আমার মনে কোন ক্লেশ জন্মিল না, আপনার শ্রীপাদপদ্ম চিন্তা করিয়া কত সুখ অনুভব করিলাম। আপনি ব্রাহ্মণ কুমার শ্রবণে আমার যে আনন্দ অনুভূত হইয়াছিল, আপনি অপরিণিত জানিতে পারিয়া, আমার সে আনন্দ ঘৃতাহুতি প্রদত্ত যজ্ঞাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পিতা কতস্থানে আমার পরিণয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আমার মন-ভ্রমর কেবল আপনার শ্রীচরণ কমলে মধুপানে মত্ত হইয়া রহিল।

আপনাকে দেখিয়া আমার মনের সাধ মিটিল না, দর্শন পিপাসা, রোগীর পিপাসার ন্যায়, কখন নিবৃত্তি হইল না। তৃষ্ণাতুরের পিপাসা যেমন জল দেখিলে বৃদ্ধি হয়, আপনাকে দেখিলেই, আমার দর্শন লালসা বৃদ্ধি হইত, অদর্শন সময়েও বৃদ্ধি

হইতেই থাকিত, এ লালসা কেবল বর্দ্ধিত হইতে শিক্ষা করিয়াছে, ন্যূন হইতে শিক্ষা করে নাই। আপনি নিকটে থাকিতে এ লালসা আমায় অশেষ সুখ প্রদান করিত, এখন সেই লালসা আমায় প্রতিহিংসার সহিত দুঃখ প্রদান করিতেছে। সুরলোকে কত সুখভোগ করিতেছেন, পৃথিবীতে আসিবার আর বাসনা নাও থাকিতে পারে। আপনার স্বভাব অতি পবিত্র, লোকে আপনাকে পবিত্রস্বভাব জানে, এ দাসীর একটী অনুরোধ এই যে, ইন্দ্রাদিদেবগণের সংসর্গে অধিক থাকিবেন না, তাহাতে আপনার পবিত্র স্বভাবে অলীক কলঙ্ক আরোপিত হইতে পারে।

পত্র শ্রবণ করিয়া চপলা বলিলেন, আরও একটু কসে লেখা উচিত ছিল, আমার হ'লে দেখ্‌তে; দাও, পত্রখানা দাও।

কেমন ক'রে পাঠাবে?

মহারাজের তাল বেতালের যোগে পাঠাব।

তারা কি স্বর্গে যেতে পারে?

তাদের কাছে সগ্‌গ টগ্‌গ কিছু ছাপি নেই।

পত্র লইয়া চপলা প্রস্থান করিলেন।

একচত্বারিংশ সর্গ।

জন্মভূমির স্বাধীনতা।

একদা সন্ধ্যাগতে ভবানী, ধীরে ধীরে, হরসন্নিধানে গমন করিয়া বলিলেন, কেবল তাবৎ দিন ভাঙ্গ ধুতূরা সেবন করা, আর নয়ন মুদিয়া বসিয়া থাকা কি ভাল? এখনকার কালে কেবল এসব করিলে চলে না, ভদ্রতা রক্ষা হয় না। পৃথিবীতে কত কোটী লোক শিব পূজা করে, তাহাদের একজন বড় পণ্ডিত স্বর্গে আসিয়া, বিচারে বৃহস্পতিকে পরাজিত করিয়াছে, তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সকল দেবদেবীগণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহারাদি করাইতেছেন, আমাদিগের বাড়ীতে সে সব কথার প্রসঙ্গও নাই। বাস্তবিক ভদ্রতার নিয়ম ও নিজদের পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাঁহাকে একবার আহ্বান করা উচিত। আমাকেও সকলে অন্নপূর্ণা বলিয়া ডাকে, নানারূপে পূজা করে; সুতরাং সেই পণ্ডিতটিকে নিমন্ত্রণ না করিলে, কোনক্রমেই সম্মান রক্ষা হয় না।

মহাদেব অর্দ্ধ উন্মীলিত নেত্রে উত্তর করিলেন, সে পণ্ডিতটি এসব নেসা খায় ত?

আ-মরণ! তাঁহাকে কি নেসা খাওয়াইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে অনুবোধ করিতেছি?

তবে আমার ঘরে আর কি আছে?

এক আধ টুকু গাঁজা, ভাঙ্গ, ধুতুরা, হলাহল, আর বৃক্ষের পত্র, ফল, ত্বক্ অনেক প্রকার আছে, পারা, বঙ্গ প্রভৃতি ধাতুও অনেক আছে, যদি খায় তবে নিমন্ত্রণ কর।

আয়োজনের জন্য আপনাকে ভাবিতে হইবে না, সে সমস্ত আমি করিব, তবে আপনাকে একটী কার্য্য করিতে হইবে।

কি কার্য্য ?

সেদিন নেসার মাত্রাটা একটু কম রাখিতে হইবে।

আচ্ছা, যা হয় একটা হইবে, তুমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাও।

এক অসিতবর্ণ, দীর্ঘাকার, জটাজূটসমন্বিত, ত্রিশূলধারী, ভীষণ পুরুষ, বম্ বম্ শব্দ করিতে করিতে ব্রহ্মলোকের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, প্রকাশ করিল, কৈলাসে আমার প্রভু আপনাদের সমস্ত দেবদেবী সহ, পণ্ডিতবর কালিদাসকে নিমন্ত্রণ ও আহ্বান করিয়াছেন।

তৎশ্রবণে গায়ত্রী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, নন্দি! কোন আয়োজন আছে কি ? না, আমাদিগকে উপবাস করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে ? এবার শুধু আমরা নই, একজন বড় পণ্ডিত সঙ্গে আছেন, আয়োজন না থাকিলে বড় লজ্জা ও অপমানের কথা।

না দিদি! এবার মা অন্নপূর্ণা স্বয়ং আহারাদির আয়োজন করিতেছেন।

সকল দেবদেবীগণ কালিদাসকে সঙ্গে করিয়া, নিজ নিজ বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক শিবালয়ে প্রস্থান করিলেন।

দেবালয়ে বাস ও অমৃতাদি দেবদুর্লভ দ্রব্য সেবন এবং দেব-

দেবীগণের বর প্রাপ্তে, সেই পরম সুন্দর যুবক এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিলেন, তাঁহাকে দেবতা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া, সকলে দেখিলেন, চিরতুষার-মণ্ডিত ধবলগিরির ন্যায় দেবের দেব মহাদেব, পার্ব্বতী সহ একাসনে উপবিষ্ট। সেই শশিশেখরের শিরস্থিত শশিকলা দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিতেছে। জটাজূটের উপরিভাগে ফণিভূষণ এব অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। সেই মহাযোগী ধ্যানে নিমগ্ন, তিনি আবার কাহার ধ্যান করেন, তাহা কেহ জানে না।

মানবকুলতিলক কালিদাস মনে মনে ভাবিলেন, আহা! কি দেখিলাম। এ অপরূপ রূপ দেবলোকেও দুর্লভ! পরে, প্রণিপাত করতঃ এই বলিয়া স্তব করিলেন, হে নীলকণ্ঠ! তুমি ত্রিলোকের উপকার নিমিত্ত বিষপান করিয়া, তাহার গুণ পরীক্ষা করিয়াছ। হে স্মরহর! তুমি কোপানলে কামদেবকে ভস্ম করিয়া, এ জগতে রিপুদমন শিক্ষা প্রদান করিয়াছ। তুমি রমণীর সম্মান রক্ষার নিমিত্ত দক্ষযজ্ঞ বিনাশ, ও, সতীদেহ স্কন্ধে বহন করিয়া, দাম্পত্য প্রণয়ের চরম সীমা প্রদর্শন করিয়াছ। তুমি সংসারী হইয়াও নির্লিপ্ত ভাবে, পরমার্থ সাধনার্থ সাংসারিক বিষয় সমস্ত লোষ্টের ন্যায় জ্ঞান করিতে শিক্ষা প্রদান করিতেছ; এবং মানবদেহ পরীক্ষার নিমিত্ত সদা শ্মশানে পরিভ্রমণ করিতেছ। বিজন অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া ত্রিলোকের হিতার্থ বস্তু বিচার করিতেছ। তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রের সার তন্ত্রশাস্ত্রের প্রণয়ন করিয়া, যোগ ও অন্যান্য কত বিষয়ের শিক্ষা প্রদান। করিতেছ, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কেবল ভক্তি ও বিশ্বাসেই জনগণ অচিকিৎস্য ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, জগতে তুমিই

এ মতের প্রথম প্রবর্ত্তক। হে বৈদ্যনাথ! তোমার শ্রীপাদপদ্মে নমস্কার করি। হে আশুতোষ! হে সদাশিব! আমার ও আমার প্রতিপালনকর্ত্তা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মঙ্গল বিধান কর!

শঙ্কর ধ্যানান্তে বলিলেন, হে সুধীবর! নরলোকে যাঁহারা অর্থব্যয়ে বিদ্বান্‌গণের প্রতিপালন ও উৎসাহ বর্দ্ধন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে ধনের সদ্ব্যবহার জানেন, এবং তাঁহারাই দেবলোকে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। হে জ্ঞানযোগিন্‌! তুমি কি ইন্দ্রত্ব ভোগ বা বৈকুণ্ঠধামে বাস ইচ্ছা করিয়াছ?

কালিদাস কোন ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর করিলেন, হে অন্তর্যামিন্‌! আমি বৈকুণ্ঠে আগমন করিয়াই ইন্দ্রত্বপদ তুচ্ছ-জ্ঞান করিয়াছি।

তবে তুমি ইন্দ্রত্ব সেই মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে প্রদান করিতে পার। তাঁহার জীবনান্তে তিনি স্বর্গলোকে আগমন করিয়া, দেবরাজের সহিত সমভাবে ইন্দ্রত্ব ভোগ করিবেন।

আমি দেবগণকে সাক্ষী করিয়া, দেবরাজ্য মহারাজ বিক্রমা-দিত্যকে, তাঁহার মানবজীবনান্তে ভোগের নিমিত্ত, দান করিলাম।

পরে কালিদাস যোড়করে বলিলেন, মা শিব-সিমন্তিনি! তুমি পতি নিন্দা শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিয়া জগতে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিয়াছ। যুদ্ধে বহু হস্ত, অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়জয়ী সেনানী, এবং সিংহবিক্রম ও সর্পক্রূর সৈনিকের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিবার জন্য, দশভুজারূপে মর্ত্ত্যলোকে প্রকাশিতা ও পূজিতা হইয়া থাক। তোমার শ্রীচরণকমলে কোটী নমস্কার।

জয়দুর্গা স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া বলিলেন, বৎস! বর প্রার্থনা কর!

কালিদাস নিবেদন করিলেন, মা! আমার জন্মভূমি ভারতবর্ষ যেন চিরকাল স্বাধীনতা সম্ভোগ করে। শিবে! আমি আর কোনই অভাব দেখিতে পাইতেছি না, যদি থাকে, তাহাও তুমি অবগত আছ, পূর্ণ করিয়া দাও।

ত্রিকালজ্ঞা হর-রমা প্রথম প্রার্থনাটী শ্রবণ করিয়া, বড় কঠিন সমস্যায় পতিতা হইলেন, অনেকক্ষণ বিবেচনা করিয়া বলিলেন. তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হউক, ভারতসন্তানগণকে কোন শত্রু, কেবল নিজ বাহুবলে পরাজিত বা অধীন করিয়া রাখিতে পারিবে না।

মা! এই 'কেবল', শব্দটী ব্যবহার করিলেন কেন?

শত্রু নিজ বাহুবলে তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না, কিন্তু ভারতসন্তানগণ আত্মকলহে লিপ্ত ও বিভক্ত হইয়া, একপক্ষ শত্রুগণের পক্ষাবলম্বনে, অপর পক্ষকে পরাজিত ও অধীন করিয়া রাখিতে পারিবে, এবং পরে দুর্ব্বলতা হেতু নিজেরাও স্বাধীনতা হারাইবে।

মা! যদি এই প্রকারই ঘটে, তবে কত কাল এ অবস্থায় থাকিবে?

শত্রু যদি মন্ত্রণাকুশল ও চতুর হয়, তবে তাহারা বীর্য্য-হীন হইলেও, আত্মপক্ষাবলম্বিগণকে প্রশংসা ও চাটুবাক্যে ভ্রম জন্মাইয়া বশীভূত, এবং ভারতসন্তানগণের আত্মবিচ্ছেদ স্থিরতর রাখিয়া, সকলের রক্ত শোষণ ও নিজাধীন রাখিতে পারিবে। যখন এই চাতুরী বুঝিতে পারিয়া, শিবাহি, পঞ্জাবী, নেপালী, বঙ্গবাসী প্রভৃতি সমস্ত ভারতবাসিগণ মিলিত হইয়া, মাতৃভূমি নিজের বলিয়া প্রকাশ, এবং নিজ ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ

করিতে অসম্মত হইবে, তখন তাহাদের স্বাধীনতা-সূর্য্য পুনরায় উদয় হইবে। কালিদাস! তুমি অষ্টৈশ্বর্য্য লাভ কর। এবং ভূমণ্ডলে গিয়া যতকাল বাস করিবে, ততকাল স্বর্গসুখ অনুভব করিবে, আমি তোমায় এই আশীর্ব্বাদ করিলাম।

এই প্রকারে দীর্ঘকাল গত করিয়া, সেই নরপুঙ্গব বৈজয়ন্তী-ধামে প্রত্যাবর্ত্তন ও ইন্দ্রত্ব ভোগ করিতে লাগিলেন।—

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

নয়নে বারিধারা।

কালিদাস যে দিন বিমান আরোহণে স্বর্গযাত্রা করেন, অদ্য বৎসরের সেই দিন। তাঁহার পিতা মাতা, এবং প্রণয়িনী অপর্ণা, দিন কে মাস, মাসকে বৎসর, বৎসরকে যুগ জ্ঞানে মনোদুঃখে কালযাপন করিতেছিলেন। তাঁহাদের অন্ধকার-সংসারের দিনমণি যে দিন অস্তমিত হয়, সেই দিনের সমস্ত ক্লেশ আজ আবার নূতন ভাবে মানসে উদিত হইয়া, তাঁহাদিগকে বিহ্বল করিয়া ফেলিল।

সদাশিব রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহারাজ! আমার একমাত্র পুত্র কালিদাস, আমি দীর্ঘকাল তাহার কোন সংবাদ পাই নাই। আমি আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারি না। আমার এ সংসার-উদ্যানের একটী মাত্র পুষ্প এ সংসার-জলধিজলের একমাত্র ভেলা, এ সংসার-পটের একমাত্র চিত্রপুত্তলি, আপনি কি করিলেন? কোথা রাখিলেন? আমার সেই হারানিধি আপনি আনিয়া দিন—এই বলিতে বলিতে তাঁহার বাক্যরোধ ও অশ্রুজলে নয়ন ভরিয়া গেল।

সহৃদয় বিক্রমাদিত্য বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে

কহিতে লাগিলেন, আমার নব রত্নের প্রধান রত্ন হারাইয়া আমি যে দুঃখে কালযাপন করিতেছি, তাহা জানিলে আপনার ক্লেশ কতক পরিমাণে উপশমিত হইবে।

দ্বিজবর! আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, আপনার পুত্র অবশ্যই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

অপর্ণা নিজ কক্ষে শয়ানা। জগদম্বা তাঁহার অঙ্গে বাম হস্ত অর্পণ করিয়া বলিতেছেন, মা! অমন করিয়া কি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিতে আছে! আমার একমাত্র পুত্র, আমি তাহার বিহনে জীবিত আছি, আহার আদি দ্বারা প্রাণরক্ষা করিতেছি। আমায় দেখিয়া তুমিও একটু ধৈর্য্য ধর। আমি জ্ঞান স্বরূপে কাহারও অপকার করি নাই। দেবতাদের আরাধনা করিয়াছি, কখনও সজ্ঞানে অপরাধ করি নাই, তবে দেবতারা কেন আমার বাছাকে আসিতে দিবেন না? যদি ধর্ম্ম থাকে, তবে আমার কালী অবশ্যই আসিবে। মা! তুমি অন্ত চিন্তা করিও না।

এই বলিতে বলিতে জগদম্বার চক্ষে জল আসিল, মুখ ফিরাইয়া, অঞ্চল দ্বারা তাহা পুঁছিয়া ফেলিলেন, আবার বলিলেন, অপর্ণা! একবার গা তোল, মা!

অপর্ণা নয়নদ্বয় ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া, মৃদুস্বরে বলিলেন, মা! এই দেখ, আমি চেষ্টা করিয়াও উঠিতে পারি না, আমার উঠিবার শক্তি নাই। আমার ইচ্ছা হয় না—তাই খাইনা, যখন তুমি ছাড়না, তখন অনিচ্ছায় কিছু খাই। দুঃখ আর সয় না, প্রাণও যায় না, তোমার দুঃখ বাড়িবে বলিয়া প্রকাশ করি না, গোপন করিয়া রাখি, আর গোপন রাখিবার শক্তি নাই, তাই

প্রকাশ পাচ্ছে, আর অল্পকাল মানের আগুণ জ্বলিবে, তারপর নিবিয়া যাইবে!

জগদম্বা শুনিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, নয়নবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, অপর্ণা! আর অমন করিস্‌নে, মা! আর কিছু বলিস্‌নে! তুইও যদি আমায় ছাড়িয়া যাস্, তবে আমি কি নিয়ে এসংসারে থাকিব?

উভয়ে নিস্তব্ধ ভাবে নয়নবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

আর সহ্য হয় না।

অপর্ণার এখনও সেই দশা, উত্থানশক্তি নাই, কথা মৃদুস্বরে, এত মৃদু যে, সমস্ত কথা শ্রবণগোচর হয় না। শরীরে শক্তি নাই, তাই বাক্যস্ফুরণ হয় না। কতক্ষণ পরে অপর্ণা বলিলেন, মা! শোন শোন—ঠাকুর কি বলেন।

জগদম্বা যেমন দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, অমনি দেখেন, তাঁহার সেই হারানিধি কালিদাস।—বলিলেন, কেরে, বাবা! আমার হারাধন, তুই কি আমারই কালী? তুই কি বেঁচে আছিস্? আয়, বাপ! এ দুঃখিনীর কোলে আয়, কোলে করে তাপিত প্রাণ শীতল করি।

কালিদাসের মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া, বারম্বার বলিতে লাগিলেন, বাবা! তুমি বেঁচে থাক।

কালিদাস স্মিত বদনে বলিলেন, স্বয়ং নারায়ণ আমাকে অমর বর প্রদান করিয়াছেন, আমি অমর হইয়াছি।

আচ্ছা বাছা! তুমি অমরই হইয়া থাক, আমরা যেন তোমায় রাখিয়া যাই।

মা! ভগবান্ বলিয়াছেন, তুমি নিজ পুণ্যবলে স্বামী সহ বিষ্ণু-

লোকে গমন করিয়া, কালযাপন করিবে, আমি সে স্থানে থাকিয়া, তোমাদিগের চরণ সেবা করিব।—মা! এই সমস্ত সূর্য্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত প্রভৃতি জগৎদুর্লভ মণি মাণিক্যাদি আমি দেবরাজ্য হইতে আনয়ন করিয়াছি; তুমি দান করিয়া কখন সন্তোষ লাভ কর না, তাই এই সমস্ত মণি মাণিক্যাদি অমূল্য ধন তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম, তুমি এই অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে যত ইচ্ছা দান কর।

অপর্ণা এই সময় আর একবার উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সক্ষম হইলেন না। নয়নদ্বয়ে বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল। সতৃষ্ণ নয়নে কালিদাসের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। কালিদাস তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া নিকটে গমন করিলেন, অপর্ণা হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক স্বামীর চরণধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন। পুনরায় তাঁহার দক্ষিণ চরণ গ্রহণ পূর্ব্বক ললাটোপরি স্থাপন করিলেন। সে চরণস্পর্শে তাঁহার অনেক স্বাস্থ্যলাভ হইল।

কালিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন,অপর্ণা! তোমার কি হইয়াছে?

কৈ!—আমার তেমন কিছু হয় নাই।

তবে তুমি শয্যাগত কেন?

আপনার কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার শরীর কিছু দুর্ব্বল হইয়াছিল, এখন আপনার শ্রীচরণস্পর্শে অনেকটা সবল হইয়াছে।

পরে উভয়ে একাসনে বসিয়া, অনেক ক্ষণ নানাপ্রকার কথোপকথন করিলেন।

সে সংসার, অথবা সে সংসারই বা বলি কেন, উজ্জয়িনী সে দিন আনন্দস্রোতে ভাসিয়া গেল।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

গূঢ়তত্ত্ব।

কালিদাসের আগমনবার্ত্তা প্রচার হইলে, বিক্রমাদিত্য সভাসদ্‌বর্গকে বলিলেন, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ কালিদাসের অভ্যর্থনা ও সম্মান প্রদর্শন নিমিত্ত, একটী সভা করা আবশ্যক। সভাসদ্‌গণ সকলেই তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন।

নানা দিক দেশ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী ও রাজন্যবর্গ আহূত হইয়া, একটী বিরাট সভা সঙ্গঠিত হইল।

রাজহস্তী বাহনে মনুজেন্দ্র কালিদাস সভায় উপস্থিত হইলে, চতুর্দ্দিক্ হইতে মঙ্গলসূচক বাদ্য ও হুলুধ্বনি হইতে লাগিল। প্রধান প্রধান রাজা ও পণ্ডিতগণ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহাকে আনয়ন পূর্ব্বক, সর্ব্বোচ্চ আসনে উপবেশন করাইলেন।

বিক্রমাদিত্য বলিলেন, হে মনুজশ্রেষ্ঠ! আপনার সমুচিত অভ্যর্থনা ও সম্মান প্রদর্শনের উপযুক্ত কোন সামগ্রী এ সংসারে নাই। উপস্থিত জনগণ এ সভ্য জগতের প্রতিনিধি, আমি তাঁহাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপে প্রকাশ করিতেছি যে, আপনি মানব-কুলের শিরোভূষণ, পণ্ডিতগণের অগ্রগণ্য, আপনার গুণে

এ জগতের মুখ উজ্জ্বল এবং এ জগৎ অতিশয় গৌরবান্বিত হইয়াছে। আপনি এ সংসারের পক্ষে প্রভাকর, আপনি স্বর্গ গমনাদি দ্বারা এ পৃথিবীকে অনেক উচ্চে উন্নীত করিয়াছেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আপনার নিকট আমাদের সবিনয় প্রার্থনা এই যে, আপনার স্বর্গ ভ্রমণের সমস্ত বৃত্তান্ত কৃপাবিতরণে বিবৃত করুন।

কালিদাস সভাসদ্‌গণকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, একে একে যমালয়ের সমস্ত বিবরণ, পরীযুগল দর্শন, অমরাবতী ও নন্দন-কাননের সমস্ত অবস্থা, অপ্সরাগণের সঙ্গীত ইত্যাদি, ইন্দ্রগুরু বৃহস্পতিকে বিচারে পরাজয়, দেবসভা, পরে ইন্দ্রত্বপ্রাপ্তি, তাহা মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে দান, বিষ্ণুলোক, ব্রহ্মলোক এবং শিবলোকের সমস্ত বিবরণ, ও দেবদেবীগণের সহিত স্বর্গভ্রমণ এবং বরপ্রাপ্তি ইত্যাদি সমস্ত বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন।

সভাসদ্‌গণ শ্রবণ করিয়া, অতি বিস্ময়সহকারে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

বিক্রমাদিত্য পুনর্ব্বার বলিলেন, দেব! গত বৈশাখ মাসে আমরা যে "শোঁ শোঁ" শব্দ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহার উৎপত্তি ও বিলয়ের কারণ কি? এবং আপনি সভা করিয়া দেবগণের নিকট বৃদ্ধবেশে যে পুরাণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার সমস্ত বিবরণ জানিতে সভাসদ্‌গণ ইচ্ছা করিয়াছেন। আবার দেবগণ আপনাকে কি কারণে স্বর্গে লইয়া যান, তাহা শ্রবণ করিতে সকলের অভিলাষ জন্মিয়াছে।

কালিদাস তাঁহার অনুচর একজন গন্ধর্ব্বকে ঐ সমস্ত বিষয় বর্ণন করিতে আদেশ করিলেন।

গন্ধর্ব্ব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আমি তদ্‌বৃত্তান্ত নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

গত বৈশাখ মাসে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় সংকল্প করিয়া রামায়ণ পঠিত হইতেছিল, দেবগণ ও পাতালবাসী বাসুকি নিমন্ত্রিত হইয়া, তাহা শ্রবণ করিতে যাইতেন; বৃহস্পতি দেব রামায়ণের পাঠক ছিলেন।

এক দিবস নিষ্কারণে সভায় বাসুকির আসন শূন্য থাকে। পর দিবস বাসুকি উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সকলের ইচ্ছা হয়, কিন্তু পুরাণ পাঠের সভায় অন্য কথা বলিতে নাই, সুতরাং পুরাণ পাঠ সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত বাসুকিকে তাহার অনুপস্থিতির কারণ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই। পুরাণ পাঠ উদ্‌যাপন হইলে, অন্যান্য দেবদেবীগণ বাসুকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এক দিবস অনুপস্থিত হইয়াছিলেন কেন?

বাসুকি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, অনুপস্থিত থাকা অস্বীকার করিলেন।

সকলে বিস্ময়ান্বিত, ভাবিলেন, বাসুকির মুখে অনৃত বাক্য একি কখনও সম্ভব হয়? আবার পক্ষান্তরে নিজেদের নয়নকেই বা কেমন করিয়া অবিশ্বাস করেন। তখন দেবদেবীগণ কি কারণে বাসুকি বা তাঁহাদিগের এ ভ্রমের উৎপত্তি হইল, তাহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত বৃহস্পতিকে অনুরোধ করিলেন।

তিনি গণনা দ্বারা নিরূপণ করিলেন যে, "পুরাণ শ্রবণার্থ বাসুকি পাতাল হইতে সুরলোকে গমন ও প্রত্যাগমন সময় ভূমণ্ডলে এক বিশাল 'শোঁ শোঁ' শব্দের উৎপত্তি হইত। তজ্জন্য

ভারতবর্ষের অন্তর্গত মালবরাজ্যের রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায়, 'এ শব্দ কিসের?' এই সমস্যা উপস্থিত হয়। সভাস্থ পণ্ডিতগণ-মধ্যে কালিদাস গণনা দ্বারা নির্দ্ধারণ করেন যে, 'বাসুকির স্বর্গ-গমন ও প্রত্যাগমনে এই শব্দের উৎপত্তি হয়।' ঐ উক্তির প্রকৃততা সম্বন্ধে অনেকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, কার্য্যতঃ তাহা দর্শাইবার নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে বাসুকির গমন-পথে, অমরাবতীর সদৃশ এক পুরী সৃষ্টি করিয়া রাখা হয়। বাসুকি পাতাল-পুরী হইতে স্বর্গারোহণ কালে, পথিমধ্যে অমরাবতীভ্রমে, কালিদাসের রচিত পুরীতে, বৃদ্ধ বৃহস্পতির বেশধারী কালিদাসের পঠিত পুরাণ শ্রবণ করিয়া, তথা হইতে নিজ স্থানে প্রস্থান করেন, সুতরাং এ স্থানে সে দিবস অনুপস্থিত হইয়াছিলেন। সে পুরী ও দেবদেবীগণের আসন, আকৃতি, গমনাগমন এবং পুরাণ পাঠাদি এমন দক্ষতার সহিত ও অবিকলরূপে, পরিসমাপ্ত হইয়াছিল যে, বাসুকি তাহার অপ্রকৃততা কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারেন নাই, তজ্জন্যই তিনি অনুপস্থিত থাকা অস্বীকার করিতেছেন। আপনারাও সে দিবস তাঁহাকে দেখিতে পান নাই, বলিয়া এ প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন।"

এই সময় কালিদাস বলিলেন, মহারাজ! আপনার তাল বেতালের সাহায্যে ও আপনার অর্থে যে পুরী নির্ম্মিত হয় এবং আমি বৃদ্ধ বেশে যে রামায়ণ পাঠ করি এবং যাহার বৃত্তান্ত আপনি জানিতে বাসনা করিয়াছিলেন, বৃহস্পতি দেব স্বর্গে থাকিয়াই তাহা যেন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

গন্ধর্ব্ব পুনরায় বলিতে লাগিলেন, সুরলোকে বৃহস্পতি দেবের সহিত বিচার করিতে সক্ষম হন, এমন বিদ্যা বুদ্ধি

কাহারও নাই। সুতরাং সুরগণ কখন তাঁহার বিচার দেখিতে পান না। পণ্ডিতাগ্রগণ্য কালিদাসের এই উপলক্ষে পরিচয় পাইয়া, তাঁহার সহিত বৃহস্পতির বিচার দেখিতে অমরবৃন্দের স্পৃহা জন্মে। এই কারণে মাতলিকে রথসহ প্রেরণ করিয়া কালিদাসকে স্বর্গে লইয়া যান। এবং ইন্দ্রগুরু বৃহস্পতির সহিত তাঁহার বিচার দেখিয়াছেন।

সভাসদ্‌গণ বিস্ময়ান্বিত ও আমূল বৃত্তান্ত সব বুঝিতে পারিয়া, শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

পণ্ডিতবর কালিদাসের সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপকথা কথিত আছে, মূল গ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ বা অন্য বিশ্বাস্য প্রমাণ না থাকায়, আমরা তৎসমস্ত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিলাম না।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

"সে গন্ধ আর হয় না কেন ?—

নন্দনকাননে যে একটী মাত্র পারিজাতচারা ছিল, কবিকুল তিলক কালিদাস মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে, তাহা আনয়ন এবং স্বয়ং সম্বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সে সুকৃষকের যত্নে, ঐ পারিজাত তরু অনেক সুরভি কুসুম প্রদান এবং সুগন্ধে ত্রিভুবন মোহিত করিল। ঐ সমস্ত কুসুমের কতকাংশ রাজ-বিপ্লবে বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও, যে কয়টী অবশিষ্ট আছে, তাহার মনোহর সৌরভ এ জগতের সমস্ত সুবাস কুসুমের একত্রীকৃত গন্ধকেও পরাজিত করে। সেই পণ্ডিতবরের আনীত পারিজাত-পাদপ এবং তাহার যে সমস্ত চারা এ পৃথিবীতে রহিয়া গেল, উপযুক্ত কৃষক ও সারাদি অভাবে তাহাদের আর সে স্ফুরণ হইল না। তাহারা 'পারিজাতের' অপর নাম 'মন্দারের' অপভ্রংশ 'মাদার' নামে অভিহিত হইয়াছে, এবং এ সংসার ব্যাপিয়াছে, প্রচুর কুসুম উৎপাদন করিতেছে; সে কুসুমে পূর্ব্ব বর্ণ আছে, আকৃতির অনেক সৌসাদৃশ্য আছে, কিন্তু আর সে সৌরভ নাই!

জগদম্বা স্বামী সহ স্বর্গারোহণ করিবার কিয়ৎকাল পর,

মানবেন্দ্র কালিদাস একদা বিক্রমাদিত্যকে বলিলেন, মহারাজ! আমি মাতা পিতার অনুরোধে এত কাল এ সংসারে বাস করিলাম, এখন বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অনুমতি প্রদান করুন। আপনি জীবনান্তে যখন ইন্দ্রত্ব লাভ করিবেন, তখন আমি সকলের নিকট এই বলিয়া আপনার পরিচয় করিয়া দিব যে, 'ইনি বিদ্যার সমাদর ও পণ্ডিতগণকে প্রতিপালন করিয়া, এই ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।'

কালিদাস স্বর্গারোহণের নিমিত্ত এক সোপান প্রস্তুতের বাসনা করিলেন, অনতিবিলম্বে এক সুরম্য সোপান নির্ম্মিত হইল। কালিদাস তাঁহার অনুচর গন্ধর্ব্বগণকে কহিলেন, আমি এই সোপানে স্বর্গারোহণ করিব। এই সোপান অনশ্বর হইবে, এবং যাঁহারা স্বর্গারোহণ মানসে যত্ন চেষ্টা এবং কষ্ট করিয়া, আমার এই পথ অবলম্বন করিবে, তাঁহারা অনায়াসে অমরত্ব লাভ ও সেই জরামৃত্যু-শূন্য অনন্ত সুখনিদান বৈকুণ্ঠধামে বাস করিবে।

ইহলোকে যে কিছু সম্পত্তি ছিল তাহা চপলাকে দান করিয়া, অপর্ণা সহ কালিদাস স্বর্গে গমন করিলেন, জ্ঞান-সূর্য্য অস্তমিত, জগৎ প্রভাশূন্য হইল!